খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণি

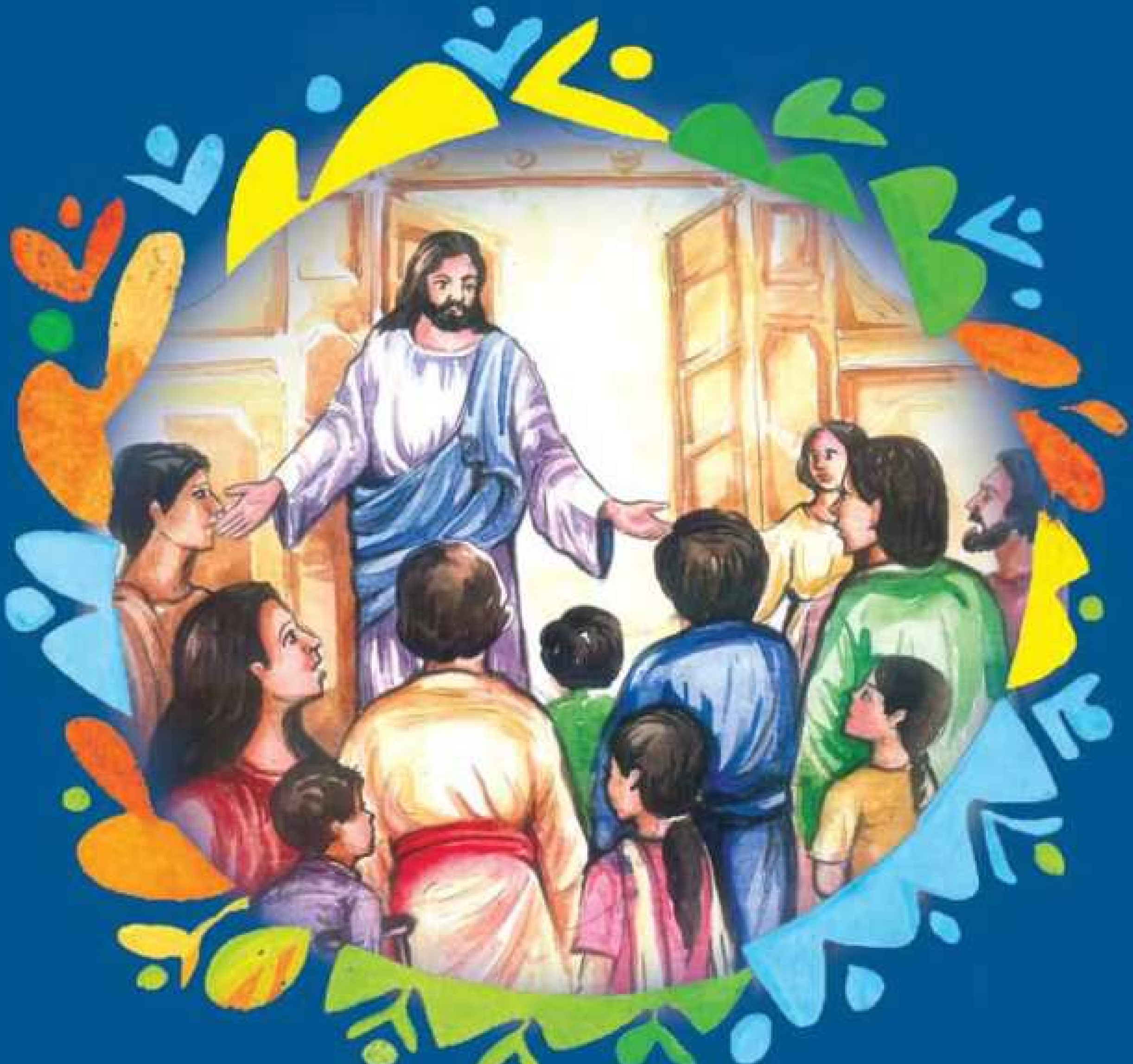

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষেরর জন্য পরিমার্জিত

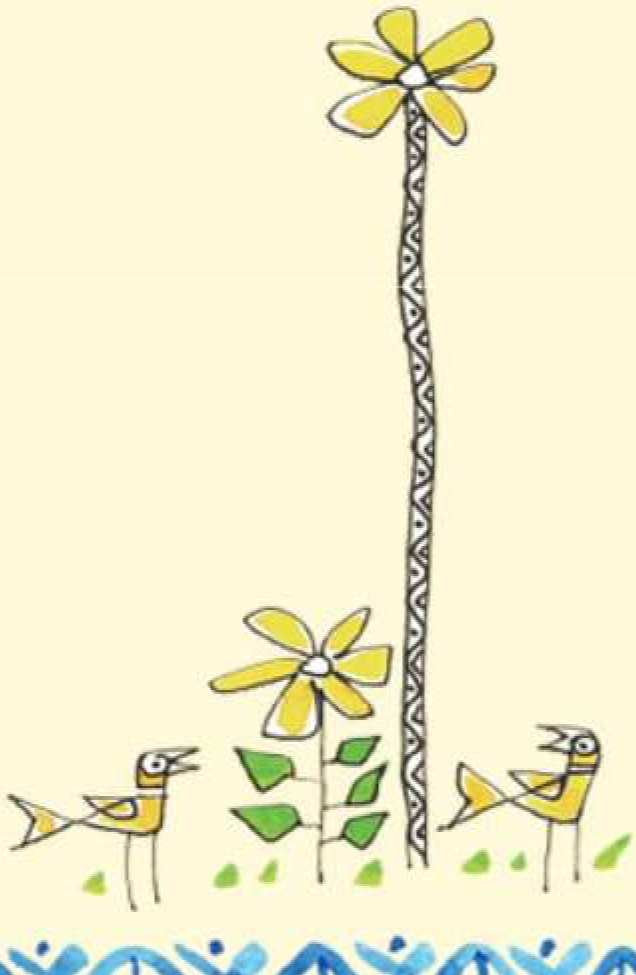

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০, মতিঝিল, বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সবস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ফাদার আদম এস. পেরেরা, সিএসসি

সিস্টার শিখা এল. গমেজ, সিএসসি

সিস্টার মেরী দীপ্তি, এসএমআরএ

শিল্প নির্দেশনা

হাশেম খান

ছবি ও অলংকরণ

ডমিয়ন নিউটন পিনারু

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট ২০১২

পুনর্মুদ্রণ : জুলাই ২০২৩

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

মুদ্রণে:

প্রস¹/₂কথা

প্রাথমিক স্তর শিক্ষার ভিত্তিভূমি। প্রাথমিক শিক্ষা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী ও পরিকল্পিত না হলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের সাথে সংগতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পরিসর বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর এবং ধর্ম-বর্ণ কিংবা লৈঙ্গিক পরিচয় কোনো শিশুর শিক্ষাগ্রহণের পথে যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায় এ বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি সমন্বিত শিক্ষাক্রম গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষাক্রমে একদিকে শিক্ষাবিজ্ঞান ও উন্নতবিশ্বের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়েছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের চিরায়ত শিখন-শেখানো মূল্যবোধকেও গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে অধিকতর জীবনমুখী ও ফলপ্রসূ করার প্রয়াস বাস্তব ভিত্তি পেয়েছে। বিশ্বায়নের বাস্তবতায় শিশুদের মনোজাগতিক অবস্থাকেও শিক্ষাক্রমে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-উপকরণ হলো পাঠ্যপুস্তক। এই কথাটি মাথায় রেখে এনসিটিবি প্রাথমিক স্তরসহ প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সবসময় সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিটি পুস্তক রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিশুমনের বিচিত্র কৌতূহল এবং ধারণক্ষমতা সম্পর্কে রাখা হয়েছে সজাগ দৃষ্টি। শিখন-শেখানো কার্যক্রম যেন একমুখী ও ক্লান্তিকর না হয়ে আনন্দের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে সেদিকটি শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, প্রতিটি বই শিশুদের সুষম মনোদৈহিক বিকাশের সহায়ক হবে। একই সাথে তাদের কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা, অভিযোজন সক্ষমতা, দেশপ্রেম ও নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের পথকেও সুগম করবে।

ধর্ম মানুষের আবেগ ও সুন্দর অনুভূতি তৈরিতে সহায়তা করে। একজন আদর্শ মানুষ, আদর্শ নাগরিক এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করতে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার কোনো বিকল্প নাই। আর এ কারণেই প্রাথমিক স্তরে এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী। খ্রীষ্টধর্ম বাংলাদেশের চারটি প্রধান ধর্মের মধ্যে একটি। আদি পিতামাতা, পবিত্র বাইবেল, ইশ্বরের দশ আজ্ঞা, পাপ, মুক্তিদাতা যিশু, পবিত্র আত্মার অবতরণ, খ্রীষ্টমণ্ডলী প্রভৃতি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক গুণাবলী গঠনে ভূমিকা রাখবে। খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষার মধ্য দিয়ে নিজধর্ম সম্পর্কে জেনে এই ধর্মের মাধুর্যে ও সৌন্দর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী শিশু শিক্ষার্থীরা সবাইকে ভালোবাসতে সচেষ্ট হবে– এটাই আমাদের একান্ত কাম্য।

বইটি রচনা, সম্পাদনা ও পরিমার্জনে যেসব বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন তাঁদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের প্রতিও যাঁরা অলংকরণের মাধ্যমে বইটিকে শিশুদের জন্যে চিত্রাকর্ষক করে তুলেছেন। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকটিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার কারণে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। সুধিজনের কাছ থেকে যৌক্তিক পরামর্শ ও নির্দেশনা পেলে সেগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া হবে।

পরিশেষে বইটি যাদের জন্য, সেই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করছি।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য	১-৪
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঈশ্বর	৫-৮
তৃতীয় অধ্যায়	পবিত্র আত্মা	৯-১২
চতুর্থ অধ্যায়	আদি পিতামাতা	১৩-১৮
পঞ্চম অধ্যায়	পবিত্র বাইবেল	১৯-২৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা	২৫-২৯
সপ্তম অধ্যায়	পাপ	৩০-৩৫
অষ্টম অধ্যায়	মুক্তিদাতা যিশু	৩৬-৪১
নবম অধ্যায়	পবিত্র আত্মার অবতরণ	৪২-৪৫
দশম অধ্যায়	খ্রীষ্টমণ্ডলী	৪৬-৫১
একাদশ অধ্যায়	পাপস্বীকার, খ্রীষ্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ	৫২-৫৮
দ্বাদশ অধ্যায়	বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম	৫৯-৬৩
ত্রয়োদশ অধ্যায়	ধন্য পোপ দ্বিতীয় জন পল	৬৪-৬৯
চতুর্দশ অধ্যায়	স্বর্গ ও নরক	৭০-৭৪
পঞ্চদশ অধ্যায়	খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসমন্ত্র	৭৫-৮০
ষোড়শ অধ্যায়	বন্যা ও খরা	৮১-৮৫

প্রথম অধ্যায়

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

ঈশ্বরের প্রতিটি সৃষ্টিরই এক একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। যেমন, একটি ফলের বীজকে তিনি সৃষ্টি করেছেন যেন এটি থেকে একটি গাছ হয়। গাছটি যেন যথাসময়ে বড়ো হয়ে ফল দেয়। সেই ফল খেয়ে যেন মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু বাঁচতে পারে। ঈশ্বর আমাদেরও একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আমরা এখন আমাদের জন্য ঈশ্বরের সেই মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানব। এরপর আমরা আমাদের উৎস ও শেষ গন্তব্যস্থলের বিষয়েও জানব। এই পৃথিবীতে আমরা কীভাবে ঈশ্বরের দেখানো পথে চলতে পারি সেই বিষয়েও আলোচনা করব।

আমাদের উৎস

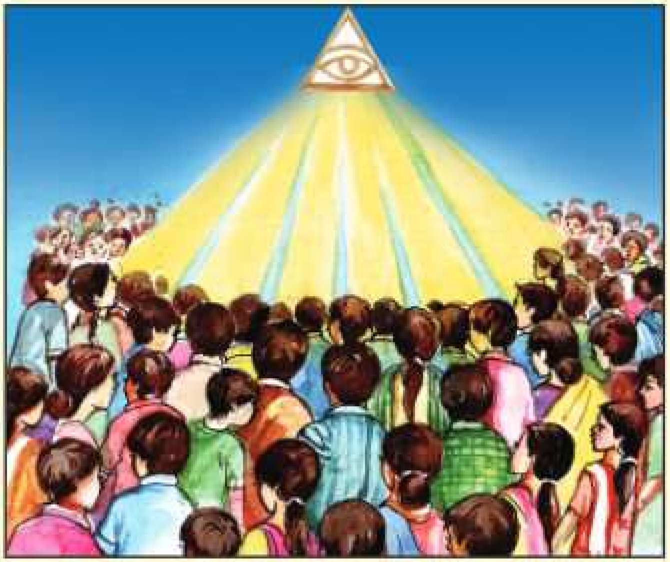

আমাদের উৎস ও গন্তব্য ঈশ্বর

আমাদের উৎস হলেন ঈশ্বর। তাঁর কোনো শুরুও নেই, শেষও নেই। তিনি আদিতে ছিলেন, এখন আছেন ও চিরকাল থাকবেন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও সব জানেন। তিনি সব জায়গায় আছেন। তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। এই বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করার পর তিনি তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি শুধু তাঁর মুখের কথায় আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের মধ্যে ঈশ্বর দেহ, মন ও আত্মা দিয়েছেন। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা এবং ভালো–মন্দ বেছে নেওয়ার শক্তিও তিনি দিয়েছেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা আত্মা পেয়েছি। আমাদের আত্মা ঈশ্বরের মতোই অদৃশ্য। ঈশ্বরের আত্মার সাথে আমাদের আত্মার একটা সংযোগ আছে। প্রার্থনা ও ধ্যানের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। তখন আমরা ঈশ্বরের কথা শুনতে ও তাঁর ইচ্ছা জানতে পারি। ভালো ও মন্দ বুঝতে পারি। তা জেনে ভালো পথে চলার সিদ্ধান্তও নিয়ে থাকি। ঈশ্বরের শক্তিতে আমরা অনেক ভালো কাজ করতে পারি। এভাবে আমাদের সঠিক নৈতিক জীবন গড়ে ওঠে।

আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল

আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল ঈশ্বর। আমরা যে উৎস থেকে এই পৃথিবীতে এসেছি, সেই উৎসের কাছেই আমরা একদিন ফিরে যাব। আমরা তাঁর সাথে এক হয়ে যাব। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করে এই পৃথিবীতে রেখেছেন তাঁর গৌরবের জন্য। তিনি আমাদের সর্বদা পালন ও রক্ষা করেন।

পরিবার ও বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন সময়ে আমরা অনেক আনন্দ করতে পারি। এই সুযোগ আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছি। তিনি আমাদের বিভিন্ন রকমের গুণ দিয়েছেন। এগুলো দিয়ে আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করি। পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য সেবামূলক কাজ করি। আমাদের নিজ নিজ দেহ, মন ও আত্মার যত্নও নিতে পারি। এভাবে আমরা শেষ গন্তব্যের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই। ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য একদিন আমাদের ডাক আসবে। সেদিন যেন আমরা যোগ্যভাবে তাঁর সামনে উপস্থিত হতে পারি। অর্থাৎ আমরা যেন এমন একটি পথে চলতে পারি, যে পথ আমাদেরকে আমাদের উৎসের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।

ঈশ্বরের দেখানো পথ

আমাদের শেষ গন্তব্যে পৌঁছার জন্য ঈশ্বর আমাদের জন্য একটি পথ দেখিয়েছেন। তাঁর দেখানো পথে চললে আমরা অবশ্যই তাঁর কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হব । ঈশ্বরের দেখানো পথ হলেন তাঁরই একমাত্র পুত্র যীশু খ্রীষ্ট। যীশু নিজেই বলেন, "আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন! আমাকে পথ করে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না" (যোহন ১৪:৬)।

কোন পথে যাব?

যীশুর দেখানো পথ তথা যীশুকে জানতে হলে আমাদের পবিত্র বাইবেল পাঠ করতে হবে। পুরাতন নিয়মে যীশুর আগমনের বিষয় বলা হয়েছে। আর নতুন নিয়মে যীশুর জীবন, কথা ও কাজ সম্পর্কে লেখা রয়েছে। এখানে রয়েছে পাপ পরিহার করে পবিত্র পথে চলার জন্য ঈশ্বরের বিভিন্ন আজ্ঞা ও নির্দেশ। ঈশ্বরভক্তজনেরা কীভাবে তাঁর পথে চলেছেন সেগুলোও এখানে লেখা আছে। এ বিষয়গুলো ভক্তি, বিশ্বাস ও প্রার্থনাপূর্ণভাবে পাঠ করলে আমরা ঈশ্বরের নির্দেশিত পথ সম্পর্কে জানতে পারি। এগুলো মেনে চললে আমরা তাঁর কাছে যেতে পারি। তাঁর সাথে মিলিত হয়ে আমরা অনন্ত সুখ লাভ করতে পারি।

কী শিখলাম

আমাদের উৎস হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি ছিলেন, আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনিই শেষ গন্তব্যস্থল।

পরিকল্পিত কাজ

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে একটি প্রশংসামূলক প্রার্থনা লেখ।

নিচের গানটি একসাথে গাও

এই পথে যেতে যেতে ছন্দবিহীনভাবে পথ খুঁজে খুঁজে মরি হায়।
তবু কেন বারে বারে এই পাপ–অন্ধকারে পথ খুঁজে খুঁজে মরি হায়।
আমি সত্য, পথ, আমি জীবন।
আমা দিয়ে না আসিলে, যীশু বলেছেন (৩ বার) হবে মরণ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করো

(ক) ঈশ্বরের প্রতিটি সৃষ্টিরই এক একটা বিশেষ --------- আছে।

(খ) ঈশ্বর ------ ও সব জানেন।

(গ) ঈশ্বর শুধু মুখের কথায় আমাদের ------ করেছেন।

(ঘ) ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা ------ পেয়েছি।

(ঙ) পুরাতন নিয়মে যীশুর ------------ বিষয় বলা হয়েছে।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মেলাও

ক) আমাদের উৎস হলেন	ক) ঈশ্বরের মতোই অদৃশ্য।
খ) আমাদের আত্মা	খ) রক্ষা করেন।
গ) ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করে এই পৃথিবীতে রেখেছেন	গ) ঈশ্বর।
ঘ) ঈশ্বর আমাদের	ঘ) তাঁর গৌরবের জন্য।
	ঙ) বিভিন্ন গুণ দিয়েছেন।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল

(ক) মানুষ (খ) ঈশ্বর (গ) স্বর্গ (ঘ) পৃথিবী

৩.২ পরিবার ও বন্ধুদের সাথে আনন্দ করার সুযোগ আমরা পেয়েছি–

ক) দিয়াবলের কাছ থেকে (খ) শিক্ষকের কাছ থেকে

(গ) বাবা–মার কাছ থেকে (ঘ) ঈশ্বরের কাছ থেকে

৩.৩ যীশুকে জানতে হলে আমাদের কী পড়তে হবে?

(ক) বাইবেল (খ) বাংলা বই (গ) ম্যাগাজিন (ঘ) পত্রপত্রিকা

৩.৪ কে আদিতে ছিলেন, এখন আছেন ও চিরকাল থাকবেন?

(ক) মানুষ (খ) দিয়াবল (গ) ঈশ্বর (ঘ) স্বর্গদূত

৩.৫ ঈশ্বর সবশেষে কী সৃষ্টি করলেন?

(ক) গাছপালা (খ) পশুপাখি (গ) আকাশ (ঘ) মানুষ

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) ঈশ্বর কেন আমাদের সৃষ্টি করেছেন?

(খ) ঈশ্বর কীভাবে আমাদের সৃষ্টি করেছেন?

(গ) ঈশ্বরের দেখানো পথটি কী?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) আমাদের শেষ গন্তব্যস্থল সম্পর্কে লেখো।

(খ) ঈশ্বরের দেখানো পথ বলতে কী বুঝ? ব্যাখা করো।

(গ) পবিত্র বাইবেল থেকে আমরা কী বিষয়ে জানতে পারি?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বর

আমরা আগেই জেনেছি যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও নিরাকার। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর নিরাকার হলেও সব স্থানে একই সময়ে উপস্থিত আছেন। তিনি সবকিছু করতে পারেন। তিনি এত শক্তিশালী ও তাঁর এত গুণ যে সারা জীবন জানার চেষ্টা করেও তাঁকে সম্পূর্ণভাবে জানা যাবে না। এখানে আমরা ঈশ্বরের তিনটি বিশেষ গুণ নিয়ে আলোচনা করব। আমরা জানব যে, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, দয়ালু ও পবিত্র।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান

ঈশ্বর সকল শক্তির উৎস। তিনি অনন্ত ও অসীম। তিনি প্রথম ও শেষ। তিনি এত শক্তিশালী যে একই সাথে তিনি সর্বত্র বিরাজমান। ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় বিশেষ শক্তি হলো তাঁর ভালোবাসা। ভালোবাসার কারণেই তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর নিজের মতো করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সবকিছু দেখাশুনা ও যত্ন করার জন্য তিনি মানুষকে দায়িত্ব দিয়েছেন। তিনি সর্বশক্তিমান হয়েও মানুষের মাঝে বাস করার জন্য মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন।

ঈশ্বর দয়ালু

দয়া হলো একটি মহৎ গুণ। এটি তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ। দয়াকে অন্যকথায় অনুগ্রহ বলা হয়। দয়া অর্থ অন্যের দুঃখ দেখে কিছু করার অনুভূতি। দয়া দিয়ে আবার দানশীলতাও বোঝায়। ঈশ্বর দয়ালু। তাঁর দয়া অসীম। ঈশ্বরের দয়া ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। তিনি দয়া করে অর্থাৎ ভালোবেসে আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের লালনপালন করেন। সবসময় বিপদ-আপদের হাত থেকে রক্ষা করেন। আমরা তাঁর বিরুদ্ধে কোনো দোষ করে ক্ষমা চাইলে তিনি আমাদের ক্ষমা করে দেন। যীশুর মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর অসীম দয়ার কথা জানতে পারি। যীশু আমাদের কাছে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পিতার ঘটনার মাধ্যমে পিতার ক্ষমা ও দয়ার কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন। সেখানে আমরা দেখেছি, সন্তানরা দোষ করলেও পিতা ক্ষমা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। পবিত্র বাইবেলে আমরা দেখেছি ছোটো ছেলে যখন ফিরে এসেছিল তখন পিতা তাকে নতুন জামা, জুতা ও আংটি দিয়ে বরণ করে নিয়েছেন। তার জন্য ভোজের ব্যবস্থা করে আনন্দউৎসব করেছেন। আমরা সব সময় ঈশ্বরের কাছে অনেক কিছু চাই। আমরা তাঁর কাছে ভালো পড়াশুনা করার জ্ঞানবুদ্ধি চাই,

ভালো মানুষ হওয়ার শক্তি চাই, পাপের ক্ষমা চাই। প্রতিদিনই আমরা এরকম আরও কত কিছুই না ঈশ্বরের কাছে চাই। তিনি হলেন মঙ্গলময়। তিনি দেখেন আমাদের জন্য কী কী দরকার। আমাদের যা যা দরকার তা তিনি আমাদের দেন। এমন কত কিছু আছে যেগুলো আমরা তাঁর কাছে চাই না। তবুও তিনি সেগুলো আমাদের দেন। কারণ তিনি অসীমরূপে দয়ালু।

ঈশ্বর পবিত্র

পবিত্র অর্থ পুণ্য, বিশুদ্ধ, খাঁটি, নিষ্পাপ ও নির্মল। ঈশ্বর সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি সকল পবিত্রতার উৎস। আমরা জানি, যা কিছু খাঁটি নয় তা বেশি দিন টিকে থাকে না, তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। ঈশ্বর সম্পূর্ণ খাঁটি ও বিশুদ্ধ বলে তিনি অমর। তাঁর কোনো বিনাশ নাই। তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। তাই তিনি ছিলেন, আছেন ও চিরকাল থাকবেন।

ঈশ্বর শিশুর মতো সরল ও ফুলের মতো পবিত্র

ঈশ্বরের মতো পবিত্র ও দয়ালু হওয়া

প্রভু যীশু আমাদের বলেন, "তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা যেমন সম্পূর্ণ পবিত্র, তেমনি তোমাদেরও হতে হবে সম্পূর্ণ পবিত্র" (মথি ৫:৪৮)। আমাদের পবিত্র হতে হবে কারণ আমরা তাঁর কাছ থেকে এসেছি। মৃত্যুর পর আমরা আবার তাঁর কাছে যেতে চাই। যদি মৃত্যুর পর আমাদের আত্মা তাঁর সাথে এক হতে পারে তবে আমরা চিরকাল সুখে বাস করতে পারব। সেজন্য যীশু আমাদের পবিত্র হতে বলেন। পৃথিবীতে থাকাকালেই আমাদের সেই পবিত্রতা লাভের চেষ্টা করতে হবে। যীশু এসে আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন। আমরা যদি যীশুর মতো জীবন যাপন করি তবে আমরা পবিত্র হতে পারি। যীশু বলেছেন, শিশুর মতো সরল, নম্র ও পবিত্র মানুষেরাই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে। কারণ তাদের মধ্যেই ঈশ্বরের পবিত্রতা রয়েছে।

দয়ালু ও পবিত্র হওয়ার কয়েকটি উপায়

(১) প্রতি রবিবার (নিয়মিত) খ্রীষ্টযাগ (প্রভুর ভোজ) বা প্রার্থনা সভায় যোগদান করা।

(২) গির্জা কাছে থাকলে প্রতিদিনই খ্রীষ্টযাগে (উপাসনায়) যোগদান করা।

(৩) প্রতি মাসে অন্তত একবার পাপ স্বীকার করা।

(৪) ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা পালনে বিশ্বস্ত থাকা।

নির্মল শিশুদের প্রতি যীশুর দয়া ও ভালোবাসা

(৫) প্রতিদিন একটু একটু করে পবিত্র বাইবেল পাঠ করা ও বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে চলা।

(৬) প্রতি সন্ধ্যায় পবিত্র জপমালা বা সান্ধ্য প্রার্থনা করা।

(৭) যথাসাধ্য দয়া ও সেবার কাজ করা।

কী শিখলাম

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, দয়ালু ও পবিত্র। তাঁর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে আমরা তাঁর মতো দয়ালু ও পবিত্র হতে পারি।

পরিকল্পিত কাজ

১। তুমি ঈশ্বরের কাছ থেকে কী কী দয়া পাচ্ছ দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

২। প্রত্যেকে সপ্তাহে কমপক্ষে ৩টি দয়ার কাজ করো।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করো

(ক) ঈশ্বর নিরাকার হলেও সবস্থানে ----- আছেন।

(খ) ঈশ্বরের দয়া ------ ।

(গ) ঈশ্বরের দয়া ছাড়া আমরা ------- পারি না।

(ঘ) ঈশ্বর সকল ------উৎস।

(ঙ) ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা পালনে ------- থাকা।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মেলাও

ক) দয়া হলো	ক) তিনি অমর।
খ) ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, দয়ালু ও	খ) তিনি সকল পবিত্রতার উৎস।
গ) ঈশ্বর সম্পূর্ণ পবিত্র ও	গ) একবার পাপস্বীকার করা।
ঘ) ঈশ্বর সম্পূর্ণ খাঁটি ও বিশুদ্ধ বলে	ঘ) পবিত্র।
ঙ) প্রতি মাসে অন্তত	ঙ) একটি মহৎ গুণ।
	চ) সেবা কাজ করা।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১। প্রতি সন্ধ্যায় কোন প্রার্থনা করা দরকার?

(ক) নভেনা (খ) জপমালা (গ) খ্রীষ্টযাগ (ঘ) দূত সংবাদ

৩.২ কোন কাজ যথাসাধ্য পরিমাণে করতে হবে?

(ক) দয়া ও ভালোবাসা (খ) ভালোবাসা ও সেবা

(গ) দয়া ও সেবা (ঘ) পবিত্রতা ও ভালোবাসা

৩.৩ কে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র?

(ক) স্বর্গনিবাসী পিতা (খ) ধার্মিক মানুষ (গ) সরল মানুষ (ঘ) সাধুব্যক্তি

৩.৪ কোন বিষয়টি বেশি দিন টিকে থাকে?

(ক) যা অসত্য (খ) যা অশুদ্ধ (গ) যা খাঁটি (ঘ) যা খাঁটি নয়

৩.৫ কোন শিক্ষা অনুসারে আমাদের চলা উচিত?

(ক) বাইবেলের (খ) জপমালার (গ) খ্রীষ্টযাগের (ঘ) প্রার্থনার

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) কীভাবে চললে আমরা পবিত্র হতে পারি?

(খ) যীশু আমাদের কেমন হতে বলেন?

(গ) মৃত্যুর পর আমরা কার কাছে যেতে চাই?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) দয়ালু ও পবিত্র হওয়াঁর পাচটি উপায় লেখো।

(খ) আমরা ঈশ্বরের কাছে কী চাই?

তৃতীয় অধ্যায়

পবিত্র আত্মা

আগে আমরা জেনেছি যে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা হলেন ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের তিন ব্যক্তি। তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর। পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা আগে বিস্তারিত জানতে পেরেছি। এবার আমরা পবিত্র আত্মা ঈশ্বর সম্পর্কে জানব।

পবিত্র আত্মা

পবিত্র আত্মার প্রতীক

পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বরের আত্মা। প্রবক্তা এজেকিয়েলের (যিহিষ্কেলের) কথা অনুসারে, ঈশ্বর মানুষের কঠিন অন্তরের পরিবর্তে পবিত্র আত্মাকে দান করেন। সেই আত্মাকে পেয়ে মানুষ ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো মেনে চলার অনুপ্রেরণা পায়। পবিত্র আত্মার শক্তিতে ঈশ্বরের পুত্র মানুষ হওয়ার জন্য মারীয়ার গর্ভে এসেছিলেন। দীক্ষাগুরু যোহন বলেছিলেন যে, যীশু এসে মানুষকে পবিত্র আত্মা ও আগুন দ্বারা দীক্ষাস্নাত করবেন। যীশু নিজেই একদিন দীক্ষাগুরু যোহনের কাছে এসে দীক্ষাস্নাত হলেন। তখন পবিত্র আত্মা কবুতরের আকারে তাঁর ওপর নেমে এসেছিলেন। প্রভু যীশু ঐশরাজ্যের বাণী প্রচার কাজ শুরু করেছেন পবিত্র আত্মার শক্তিতে। তিনি বলেন, "প্রভু পরমেশ্বরের আত্মা আমার ওপর অধিষ্ঠিত, কেননা, প্রভুই আমাকে অভিষিক্ত করেছেন" (লুক ৪:১৮)। যীশু স্বর্গারোহণের আগে শিষ্যদের বলেছিলেন, "তিনি একজন সহায়ককে পাঠিয়ে দিবেন।" শিষ্যদের তিনি আরও বলেছিলেন, "তাঁরা যেন সেই সহায়ককে না পাওয়া পর্যন্ত ঐ শহরেই থাকেন।" প্রভু যীশুর প্রতিশ্রুতি অনুসারে পবিত্র আত্মা শিষ্যদের উপর নেমে এসেছিলেন। তিনিই সেই সহায়ক। তিনি পিতা ও পুত্রের আত্মা। পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে পিতা ও পুত্র উপস্থিত আছেন। দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা পবিত্র আত্মাকে পাই। তিনি সহায়ক হয়ে সর্বদা আমাদের সাথে রয়েছেন।

পবিত্র আত্মার কাজ

খ্রীষ্টমণ্ডলী হলো মানুষের একটি দেহের মতো। এর প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পবিত্র আত্মা প্রাণশক্তি দান করেন। তাঁর শক্তিতে পুরো মণ্ডলী পরিচালিত হয়। প্রেরিতশিষ্যদের প্রভু

যীশু বাণী প্রচারকাজে প্রেরণ করার সময় পবিত্র আত্মাকে দান করেছেন। সেই সময় থেকেই প্রেরিতগণ পবিত্র আত্মার শক্তিতে বাণী প্রচার করতে শুরু করেন। এখনো মণ্ডলীর সব মানুষ পবিত্র আত্মারই শক্তিতে প্রেরণকাজ করেন। দীক্ষাস্নাত সব খ্রীষ্টভক্তের অন্তরে পবিত্র আত্মা বাস করেন। তাই আমাদের প্রত্যেকের দেহ হলো পবিত্র আত্মার মন্দির। আমরা প্রার্থনা করি পবিত্র আত্মার শক্তিতে। পবিত্র আত্মা মণ্ডলীতে একতা বজায় রাখেন। আমরা পাপের ক্ষমা পাই পবিত্র আত্মারই শক্তিতে। ক্ষমা পেয়ে আমরা আবার ঈশ্বরের পবিত্রতা লাভ করি। তিনি আমাদের পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন ও স্বাধীনতায় বেড়ে উঠতে শক্তি দেন। দীক্ষাস্নানের সময় আমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করি। তাঁর কাছ থেকে আমরা সাতটি দান লাভ করি। তাঁর মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের কৃপা পেয়ে থাকি।

পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলা

পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলার অর্থ হলো তাঁর দানগুলোর শক্তিতে জীবনযাপন করা। আমরা পবিত্র আত্মার সাতটি দান পেয়ে থাকি। সেগুলো হলো: প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বিবেক, মনোবল, ঈশ্বরভীতি, ধর্মানুরাগ ও জ্ঞান। যারা পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলে, তাদের মধ্যে এই ফলগুলো দেখা যায়: ভালোবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা, আত্মসংযম, ধৈর্য, বিশুদ্ধতা ও মৃদুতা। কিন্তু যারা পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলে না, তাদের মধ্যে দেখা যায়: যৌন অনাচার, অশুচিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্র সাধন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি ইত্যাদি। যারা একতা বজায় রাখে, তারা পবিত্র আত্মার শক্তিতে চলে। কিন্তু যারা দলাদলি ও ঝগড়া-বিবাদ করে, তারা মন্দ আত্মার শক্তিতে চলে।

পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলার জন্য আমরা নিম্নলিখিতভাবে চেষ্টা করতে পারি

১। পবিত্র আত্মার সাথে বন্ধুত্ব করব অর্থাৎ অন্তরে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি সব সময় উপলব্ধি করব।

২। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে সারা দিন মন্দতা পরিহার করে চলা ও পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলার কৃপা যাচনা করব।

৩। সব কাজের আগে, বিশেষত পড়াশুনার আগে পবিত্র আত্মার সহায়তা যাচনা করে বিশেষ প্রার্থনা করব। আবার পড়াশুনার শেষে পবিত্র আত্মাকে ধন্যবাদ জানাব।

৪। প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে সারা দিনে পবিত্র আত্মাকে তাঁর পরিচালনার জন্য ধন্যবাদ জানাব।

৫। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে পবিত্র বাইবেল থেকে কিছু অংশ ধ্যানপূর্ণভাবে পাঠ করব।

৬। গুরুজনদের পরামর্শ ও উপদেশ মেনে চলব।

৭। অন্য বন্ধুদেরও পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলার পরামর্শ দেব।

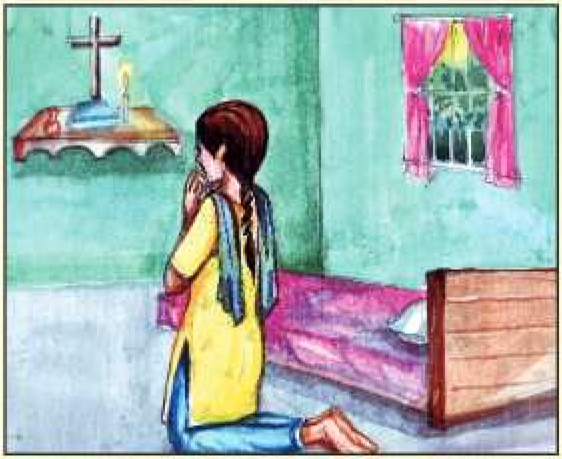

পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনারত

কী শিখলাম

পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বরের আত্মা। তিনি আমাদের সহায়ক। তিনি আমাদের বিভিন্ন দান ও ফল দ্বারা পরিপূর্ণ করেন।

পরিকল্পিত কাজ

১। মানুষ কী কী ভাবে পবিত্র আত্মার পরিচালনায় চলতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

২। নিচের প্রার্থনাটি মুখস্থ করো

হে পবিত্র আত্মা তুমি এসো, আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ করো, তোমার প্রেমাগ্নি আমাদের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত করো, তোমার আত্মার প্রেরণায় বিশ্বের সৃষ্টি নতুন হয়ে উঠুক এবং সমস্ত পৃথিবী নবরূপ ধারণ করুক।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করো

(ক) পবিত্র আত্মা হলেন --------।

(খ) পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে ------ ও পুত্র উপস্থিত আছেন।

(গ) দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা ---- পাই।

(ঘ) খ্রীষ্টমণ্ডলী হলো মানুষের ------ মতো।

(ঙ) পবিত্র আত্মা মণ্ডলীতে ------ বজায় রাখেন।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মেলাও

ক) ঈশ্বর মানুষের কঠিন অন্তরের পরিবর্তে	ক) ধন্যবাদ জানাবো
খ) যীশু দীক্ষাগুরু যোহনের কাছে এসে	খ) উপলব্ধি করব।
গ) পড়াশুনার শেষে পবিত্র আত্মাকে	গ) পবিত্র আত্মাকে দান করেন।
ঘ) গুরুজনদের পরামর্শ ও উপদেশ	ঘ) দীক্ষাস্নাত হলেন।
ঙ) পবিত্র আত্মার সাথে	ঙ) মেনে চলব।
	চ) বন্ধুত্ব করব।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১। কার শক্তিতে আমরা পাপের ক্ষমা পাই?

(ক) ত্রিত্বের (খ) পিতার (গ) পুত্রের (ঘ) পবিত্র আত্মার

৩.২ পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টমন্ডলীর প্রতিটি অঙ্গাপ্রত্যঙ্গো কী শক্তি দান করেন?

(ক) প্রাণশক্তি (খ) জীবনীশক্তি (গ) সৃজনীশক্তি (ঘ) প্রেমশক্তি

৩.৩ আমরা পবিত্র আত্মার কয়টি দান পেয়ে থাকি?

(ক) ৩টি (খ) ৫টি (গ) ৭টি (ঘ) ৯টি

৩.৪ পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলে কয়টি ফল লাভ করা যায়?

(ক) ১২টি (খ) ১০টি (গ) ৮টি (ঘ) ৬টি

৩.৫ পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে কী পেয়ে থাকি?

(ক) কৃপা (খ) আশীর্বাদ (গ) ক্ষমা (ঘ) শক্তি

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলার অর্থ কী?

(খ) যারা দলাদলি ও ঝগড়া-বিবাদ করে তারা কিসের শক্তিতে চলে?

(গ) আমাদের বন্ধুদের কী পরামর্শ দেব?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) পবিত্র আত্মার সাতটি দান কী কী তা লেখ।

(খ) পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলার জন্য তুমি কীভাবে চেষ্টা করবে?

চতুর্থ অধ্যায়

আদি পিতামাতা

আমরা স্বর্গদূতদের পতন ও শাস্তি সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আমরা জেনেছি যে, তারা পতিত হওয়ার পর শয়তান হয়েছে। এর আগে তারা ভালো স্বর্গদূত ছিল। কিন্তু তাদের পতন ও শাস্তি হয়েছে তাদেরই অহংকারের কারণে। ঈশ্বর তাদের স্বর্গ থেকে দূর করে দিলেন। একটি নরক সৃষ্টি করে সেখানে তাঁদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করলেন।

এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব আমাদের আদি পিতামাতার পতন সম্পর্কে। আমরা দেখব, পাপের ফলে কীভাবে সুখের জীবন ত্যাগ করে তাঁদের আসতে হলো কষ্টের পৃথিবীতে। পৃথিবীতে আদি পিতা মাতার কী ধরনের কষ্টের মধ্যে পড়তে হয়েছে তাও আমরা আলোচনা করব। ঈশ্বর পুরুষ ও নারী করে যে প্রথম মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের নাম দিয়েছিলেন আদম ও হবা। 'আদম' অর্থ মানুষ এবং 'হবা' অর্থ নারী। তাঁরাই ছিলেন এ পৃথিবীর প্রথম পুরুষ ও নারী। তাঁদের ঈশ্বর খুব ভালোবাসতেন। সব সৃষ্টিই উত্তম হলেও অন্য সব সৃষ্টির মধ্যে মানুষ ছিল সবচেয়ে বেশি উত্তম। কারণ, একমাত্র মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি পেয়েছে। অর্থাৎ মানুষকে নিজের মতো করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মধ্যে ঈশ্বর তাঁর নিজের কিছু কিছু গুণ দিয়েছেন। কাজেই ঈশ্বর তাঁর এই ভালোবাসার মানুষকে স্বর্গে অত্যন্ত সুখের ও সুন্দর একটা স্থানে রেখেছিলেন। স্থানটির নাম ছিল এদেন বাগান। এখানে তাঁদের জন্য কোনো কিছুরই অভাব ছিল না।

এদেন বাগানে আদম ও হবা

স্বর্গে আদি পিতামাতার সুখের দিনগুলো ছিল নিম্নরূপ

১। সকল সুখের উৎস ঈশ্বরের সাথেই আদি পিতামাতা বাস করছিলেন। ঈশ্বরের সাথে তাঁরা এক পরিবারের মতো ছিলেন। সেখানে তাঁদের কোনো কিছুর জন্যই চিন্তা করতে হতো না। তাঁদের খাদ্য উৎপাদনের জন্য কোনো কায়িক পরিশ্রম করতে হতো না। পানীয়েরও কোনো অভাব ছিল না। চাওয়ার আগেই ঈশ্বর তাঁদের সব কিছু দিয়ে রেখেছিলেন। যখন যে আনন্দ তাঁদের করতে ইচ্ছা হতো, তখনই তাঁরা তা করতে পারতেন।

২। তাঁরা ঈশ্বরের মতোই পবিত্র ছিলেন। কোনো অপবিত্রতা বা কলুষতা তাদের দেহ, মন, আত্মায় ছিল না। সেই কারণে তাঁদের মনে কোনো অপরাধবোধও ছিল না। এটা তাঁদের অন্তরের সবচেয়ে বড় একটা সুখ।

৩। আদি পিতামাতার কোনো অসুখবিসুখ বা মৃত্যু ছিল না। কাজেই রোগবালাই নিরাময়ের জন্য তাঁদের কোনো দুশ্চিন্তাও করতে হতো না। মৃত্যুর জন্য তাঁদের কোনো ভয় হতো না। কারণ তাঁরা চিরজীবন্ত ঈশ্বরের সঙ্গেই ছিলেন। যিনি তাঁদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর সঙ্গেই ছিলেন।

৪। স্বর্গীয় উদ্যানে অর্থাৎ ঈশ্বরের সান্নিধ্যে মানুষ ছাড়াও অন্যান্য পশুপাখি, জীবজন্তু ছিল। কারো সাথে কোনো ঝগড়াঝাটি ছিল না। সবাই একসাথেই বসবাস করত। বড়ো জন্তুরা ছোটো জন্তুদের আক্রমণ করত না। কারণ তাদেরও খাওয়াদাওয়ার বা নিরাপত্তার কোনো অভাব ছিল না।

৫। ঈশ্বর আদি পিতামাতাকে দিয়েছিলেন সবকিছুর ওপর কর্তৃত্ব করার দায়িত্ব। এর দ্বারা তাঁরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে সৃষ্টিগুলো দেখাশুনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে এত সুন্দর দায়িত্ব স্বর্গের দূতেরাও পাননি।

৬। ঈশ্বর আদি পিতামাতাকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছিলেন। এর দ্বারা নিজের ইচ্ছামতো সব কিছু করতে পারতেন। অন্য কোনো সৃষ্টিই এই দানটি পায়নি।

এসব কারণে আমরা বলতে পারি যে আমাদের আদি পিতামাতা সবচেয়ে সুখের স্থানে বসবাস করছিলেন।

মানুষের পাপে পতন

এদেন উদ্যানে অনেক সুমিষ্ট ফলের গাছ ছিল। ঈশ্বর প্রথম মানুষদের শুধু একটি ছাড়া অন্য সব গাছের ফল খাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। সেই গাছটি ছিল ভালো-মন্দ জ্ঞানের গাছ। ঈশ্বর তাঁদের বলেছিলেন, তাঁরা যেদিন সেই গাছের ফল খাবেন, সেদিনই মরবেন।

কিন্তু শয়তান আমাদের আদি পিতামাতাকে পাপে ফেলার জন্য চেষ্টা করছিল। সে ঈশ্বরের কাজকে ঘৃণা করত। শয়তান ঈশ্বরের সেরা সৃষ্টি মানুষকে পাপে ফেলার মাধ্যমে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। একদিন সে সাপের বেশ ধরে এসে হবাকে জিজ্ঞেস করল, তাঁরা কেন ঐ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খান না। তিনি বললেন, "ঈশ্বর আমাদের এই ফল খেতে বারণ করেছেন।" শয়তান বলল, "ঈশ্বর তোমাদের এই ফল খেতে নিষেধ করেছেন, কারণ এই ফল খেলে তোমরা ঈশ্বরের মতো হয়ে যাবে।" হবা নিষিদ্ধ ফল খেয়ে ঈশ্বরের সমান হওয়ার প্রলোভনে পড়ে গেলেন। স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা তিনি সেই ফল খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ও ফলটি খেলেন এবং আদমকেও দিলেন। আদম তা নিয়ে খেলেন। এই ফল খাওয়ার পর আদম ও হবা বুঝতে পারলেন তাঁরা উলঙ্গ। তাই তাঁরা গাছের লতাপাতা দিয়ে একটি পোশাক তৈরি করে তাঁদের লজ্জা ঢাকলেন।

স্বর্গ থেকে বিতাড়িত আদম ও হবা

ঈশ্বর তখন তাঁদের খোঁজ নেওয়ার জন্য বাগানে এলেন। ঈশ্বরের পায়ের শব্দ পেয়ে তাঁরা লুকিয়ে রইলেন। ঈশ্বর আদমকে নাম ধরে ডাকলেন। তিনি বললেন যে, তাঁরা ভয় পেয়ে লুকিয়ে আছেন। ঈশ্বর তখন বুঝতে পারলেন তাঁরা একটা অপরাধ করেছেন। তিনি আদমকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি তাঁদের যে ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন, তাঁরা তা

খেয়েছে কি না। আদম বললেন, হবা তাঁকে সেই ফল দিয়েছেন, তাই তিনি খেয়েছেন। হবাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তিনি এমন কাজ করেছেন। হবা উত্তর দিলেন, সাপ তাঁকে প্রলোভন দেখিয়েছে, তাই তিনি ঐ ফল খেয়েছেন। এতে ঈশ্বর আদম, হবা ও সাপ সবার উপরই ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন।

পাপের শাস্তি

আদম ও হবা জেনেশুনে, নিজের ইচ্ছায় ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করেছেন। ঈশ্বর তাঁদের আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে এই ফল খেলে তাঁরা মরবেন। কাজেই তাঁদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা হলো। সাপ আদম ও হবাকে পাপে ফেলেছে বলে ঈশ্বর সাপকেও শাস্তি দিলেন।

সাপের শাস্তি: ঈশ্বর সাপকে বললেন, "তুমি এই কাজ করেছ বলে গৃহপালিত ও বন্য সব পশুর মধ্যে তুমি হবে সবচেয়ে বেশি অভিশপ্ত। তুমি বুকে ভর করে চলবে এবং সারা জীবন মাটি খেয়ে জীবনধারণ করবে। আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশ ও নারীর বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাব। সে তোমার মাথা চূর্ণ করবে এবং তুমি তার গোড়ালিতে ছোবল মারবে।"

হবার শাস্তি: হবাকে ঈশ্বর বললেন, "আমি তোমার গর্ভবেদনা ভীষণভাবে বাড়িয়ে তুলব। তুমি অনেক ব্যথার মধ্য দিয়ে সন্তান প্রসব করবে। স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকবে এবং সে তোমার ওপর কর্তৃত্ব করবে।"

আদমের শাস্তি: ঈশ্বর তাঁকে বললেন, "তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছ বলে তুমি অভিশপ্ত হয়েছ। সারা জীবন অনেক কষ্টে তুমি খাদ্য উৎপাদন করে জীবনধারণ করবে। তোমার ফসলে নানা রকম আগাছা জন্মাবে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তুমি ফসল ফলাবে। তুমি ধূলি দিয়ে তৈরি, এই ধূলিতেই তোমাকে একদিন ফিরে যেতে হবে।"

আমাদের আদি পিতামাতাকে আগেই ঈশ্বর বলে দিয়েছিলেন ভালো-মন্দ জ্ঞানের গাছ থেকে ফল খেলে তাঁদের কী দশা হবে। শয়তানের প্রলোভনে পড়ে তাঁরা ঈশ্বরের কথা ভুলে গেলেন। তাঁদের নিজেদের পাপের কারণেই তাঁরা শাস্তি পেলেন। ঈশ্বর তাঁদের অন্যায়ভাবে কোনো শাস্তি দেননি। এই শাস্তি তাঁরা পাওয়ার যোগ্য ছিলেন। তাঁরা স্বর্গের এদেন বাগান থেকে বিতাড়িত হলেন।

প্রার্থনা

প্রিয় ঈশ্বর, তুমি পবিত্র। কিন্তু আমি অনেক দুর্বল। তাই আমিও অনেকবার পাপের প্রলোভনে পড়ে যাই ও তোমাকে দুঃখ দিই। আমি আমার সকল পাপের জন্য খুবই দুঃখিত। আমি তোমাকে আর কষ্ট দেব না, তোমাকে আর আঘাত করব না। হে প্রিয় ঈশ্বর, আমার প্রতি দয়া করো।

কী শিখলাম

স্বর্গের এদেন বাগানে আমাদের আদি পিতামাতা আদম ও হবা অত্যন্ত সুখে বাস করছিলেন। তাঁদের অবাধ্যতার কারণে তাঁরা সেই সুখের স্থান হারালেন ও শাস্তি পেলেন।

পরিকল্পিত কাজ

১। এদেন বাগানে আদম ও হবার সুখের জীবনের একটি ছবি আঁক।
২। কীভাবে প্রলোভন জয় করা যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করো

(ক) আদম অর্থ -----------।
(খ) সৃষ্টির মধ্যে মানুষ ছিল -------- বেশি উত্তম।
(গ) একমাত্র মানুষ ঈশ্বরের ------ পেয়েছে।
(ঘ) ঈশ্বর --------- নাম ধরে ডাকলেন ।
(ঙ) ঈশ্বর আদমকে বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনে ফল খেয়েছ বলে ----- হয়েছ।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মেলাও

ক) মানুষের মধ্যে ঈশ্বর তাঁর নিজের	ক) অসুখ বিসুখ বা মৃত্যু ছিল না।
খ) আদি পিতা মাতার	খ) ভালোমন্দ জ্ঞানের।
গ) ঈশ্বর আদম ও হবাকে একটি সুখের স্থানে রেখেছিলেন, যার নাম হলো	গ) কিছু কিছু গুণ দিয়েছেন।
ঘ) আদম ও হবা	ঘ) এদেন বাগান।
ঙ) ঈশ্বর যে গাছটির ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন সেই গাছটি হলো	ঙ) পবিত্র ছিলেন।
	চ) নিজের ইচ্ছায়।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১। ঈশ্বর আদি পিতামাতাকে কেমন ইচ্ছা দিয়েছিলেন?

(ক) পরাধীন (খ) স্বাধীন (গ) পরার্থপর (ঘ) স্বার্থপর

৩.২ আদি পিতামাতা কেমন স্থানে ছিলেন?

(ক) দুঃখের (খ) কষ্টের (গ) আনন্দের (ঘ) সুখের

৩.৩ এদেন উদ্যানে কী ধরনের ফলের গাছ ছিল?

(ক) টক (খ) তেতো (গ) সুমিষ্ট (ঘ) নোনতা

৩.৪ আদি পিতামাতাকে কে পাপে ফেলেছে?

(ক) স্বর্গদূত (খ) মানুষ (গ) শয়তান (ঘ) ঈশ্বর

৩.৫ আদম ও হবা কার পাপের জন্য শাস্তি পেয়েছিলেন?

(ক) অন্যদের (খ) বন্ধুদের (গ) প্রিয়জনদের (ঘ) নিজেদের

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) ঈশ্বরের পায়ের শব্দ পেয়ে আদম ও হবা লুকিয়েছিল কেন?

(খ) কে হবাকে প্রলোভন দিয়েছিল?

(গ) ঈশ্বর সাপকে কী খেয়ে জীবনধারণ করতে বলেছেন?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) ঈশ্বর আদমকে কী শাস্তি দিয়েছিলেন?

(খ) আদি পিতামাতার সুখের স্থানটি কেমন ছিল?

পঞ্চম অধ্যায়

পবিত্র বাইবেল

আগে আমরা জেনেছি যে পবিত্র বাইবেল হলো ঈশ্বরের বাণী। বাইবেল আমাদের একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। আমরা আরও জেনেছি যে পবিত্র বাইবেল ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিয়ে পাঠ করা উচিত। শুধু তাই নয়, পবিত্র বাইবেলের বাণী আমাদের মেনে চলতে হবে। এবার আমরা বাইবেল সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানব।

গ্রিক শব্দ 'বিবলিয়া' থেকে এসেছে 'বাইবেল'। বাইবেলের যথার্থ অর্থ হচ্ছে বই-পুস্তক। কারণ পবিত্র বাইবেলে রয়েছে মোট ৭৩টি পুস্তক (প্রটেস্টান্ট বাইবেলে ৬৬টি পুস্তক)। একটি লাইব্রেরিতে যেমন অনেকগুলো পুস্তক থাকে তেমনি ৭৩টি পুস্তক নিয়ে হলো আমাদের পবিত্র বাইবেল। এসব পুস্তকের কোনো কোনোটি আকারে বড়ো আবার কোনো কোনোটি আকারে ছোটো।

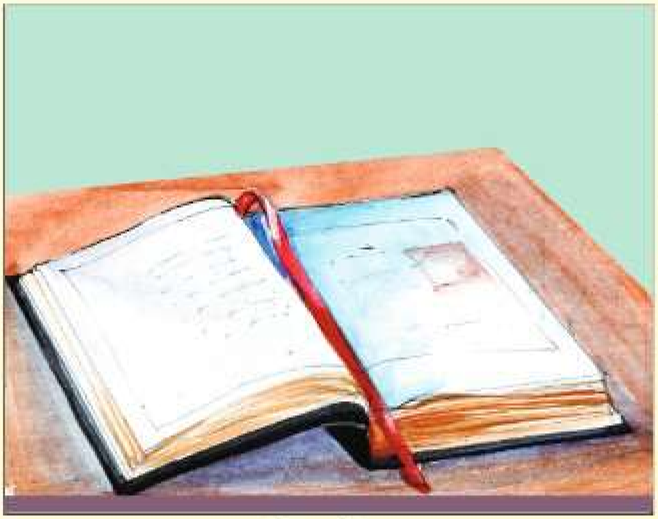

পবিত্র বাইবেল

পবিত্র বাইবেল লেখা শুরু হয়েছিল যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ৯৫০ বছর আগে, রাজা দায়ূদ ও সলোমনের রাজত্বকালে। ঈশ্বর নিজেই বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। সেই অনুপ্রেরণা দ্বারা বাইবেল লেখা হয়েছে। বাইবেল হলো ঈশ্বর ও মানবজাতির মধ্যে ভালোবাসার দীর্ঘ ইতিহাস। পবিত্র বাইবেলের পুস্তকগুলোর একটির সাথে অন্যটির একটা যোগাযোগ সম্পর্ক ও যথেষ্ট মিল রয়েছে।

পবিত্র বাইবেলের ভাগসমূহ

পবিত্র বাইবেল প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত—যথা: পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম। এখানে 'নিয়ম' অর্থ হলো সন্ধি। এ কারণে কখনো কখনো প্রধান ভাগ দুটোকে বলা হয় প্রাক্তন সন্ধি ও নবসন্ধি।

পুরাতন নিয়ম বা প্রাক্তন সন্ধি

পুরাতন নিয়মের মধ্যে বলা হয়েছে যীশু খ্রীষ্টের জন্মের আগের কথা। ঈশ্বর তাঁর ভক্ত আব্রাহামকে ভালোবেসে একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন। আব্রাহামের মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল জাতির সঙ্গে ঈশ্বর একটি মহাসন্ধি স্থাপন করেছিলেন। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে আব্রাহামের বংশ আকাশের তারকারাজির মতো ও সমুদ্রতীরের বালুকণার মতো অগণিত হবে। আব্রাহামের বংশেই জন্ম নেবেন মানবজাতির ত্রাণকর্তা। ঈশ্বর চেয়েছিলেন, তিনি যেমন আব্রাহাম ও তাঁর বংশধরদের আপন করে নিয়েছিলেন, তেমনি তাঁরাও যেন ঈশ্বরকে আপন করে নেন। তিনি তাঁদের রক্ষা ও আশীর্বাদ করবেন। তাঁরাও যেন ঈশ্বরের সেবা করেন ও তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন। এভাবে ঈশ্বর ও ইস্রায়েল জাতির মধ্যে একটা ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পুরাতন নিয়মে সেই সম্পর্কটিই প্রাধান্য লাভ করেছে। ঈশ্বর তাঁর এই জাতির জন্য রাজা ও প্রবক্তাদের পাঠিয়েছেন। তাঁরা ঈশ্বরের নামে ও ঈশ্বরের হয়ে জনগণকে পরিচালনা করেছেন। পুরাতন নিয়মে তারই ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

পুরাতন নিয়মে পুস্তকের সংখ্যা হলো মোট ৪৬টি। এগুলো আবার চার ভাগে বিভক্ত। যথা: (১) পঞ্চপুস্তক: পুস্তকের সংখ্যা ৫টি; (২) ঐতিহাসিক পুস্তকসমূহ: পুস্তকের সংখ্যা ১৬টি; (৩) জ্ঞানধর্মী গ্রন্থাবলি: পুস্তকের সংখ্যা ৭টি; এবং (৪) প্রাবক্তিক গ্রন্থাবলি: পুস্তকের সংখ্যা ১৮টি।

নতুন নিয়মে পুস্তকের সংখ্যা হলো ২৭টি। এগুলো আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এই গ্রন্থগুলোর ভাগ ও তাদের নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো।

(ক) মঙ্গলসমাচার

পুস্তকের সংখ্যা ৪টি। যথা:

১। মথি ২। মার্ক ৩। লূক ও
৪। যোহন রচিত মঙ্গলসমাচার।

(খ) খ্রীষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস

পুস্তকের সংখ্যা একটি

১। শিষ্যচরিত বা প্রেরিতদের কার্যাবলি।

(গ) সাধু পলের নামে পরিচিত ধর্মপত্রসমূহ,

যাদের সংখ্যা হলো ১৪টি। যথা:

১। রোমীয় ২। করিন্থিয় ১, ৩। করিন্থিয় ২, ৪। গালাতীয় ৫। এফেসিয় ৬। ফিলিপীয়, ৭। কলসিয় ৮। থেসালোনিকীয় ১, ৯। থেসালোনিকীয় ২, ১০। তিমথি ১, ১১। তিমথি ২, ১২। তীতের, ১৩। ফিলেমন এবং ১৪। হিব্রুদের কাছে ধর্মপত্র (এই গ্রন্থটির লেখক সাধু পল কি না তা নিশ্চিত নয়)।

(ঘ) সাতটি কাথলিক ধর্মপত্র। যথা:

১। যাকোব, ২। পিতর ১, ৩। পিতর ২, ৪। যোহন ১, ৫। যোহন ২, ৬। যোহন ৩ এবং ৭। যুদের (যিহূদার) ধর্মপত্র ।

(ঙ) প্রাবক্তিক গ্রন্থ: সংখ্যা একটি

১। প্রত্যাদেশ বা প্রকাশিত বাক্য

পবিত্র বাইবেল পাঠের গুরুত্ব

আমাদের দেহকে সুস্থ রাখার জন্য প্রতিদিন নিয়মিত সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। তেমনি আমাদের আত্মাকে সুস্থ ও সজীব রাখার জন্য প্রতিদিন আধ্যাত্মিক খাদ্যের প্রয়োজন হয়। ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করাই আমাদের জন্য আধ্যাত্মিক খাদ্য। বিভিন্নভাবে আমরা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ প্রশংসা, অনুনয়, ক্ষমা ও ধ্যানমূলক প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করি। পবিত্র বাইবেল পাঠ হলো এমন একটি উপায়, যার দ্বারা ঈশ্বর আমাদের কাছে কথা বলেন। তাঁর কথার মধ্যে আমরা খুঁজে পাই আমাদের খ্রীষ্টীয় জীবন যাপনের সঠিক দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা। কাজেই প্রতিদিনই আমাদের বাইবেল পাঠ করা প্রয়োজন। ঈশ্বরের কথা অর্থাৎ পবিত্র বাইবেলের শিক্ষানুসারে জীবন গঠন করতে পারলে জীবন সুন্দর, সৎ ও খাঁটি হয়। পবিত্র বাইবেল আমাদের ধর্মবিশ্বাসকে দৃঢ় রাখতে সহায়তা করে। এর দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক দৃঢ়তর করতে পারি। বাইবেল পাঠ করে আমরা অন্তরে শক্তি লাভ করি এবং ঈশ্বর ও প্রতিবেশীকে আরও বেশি ভালোবাসতে পারি।

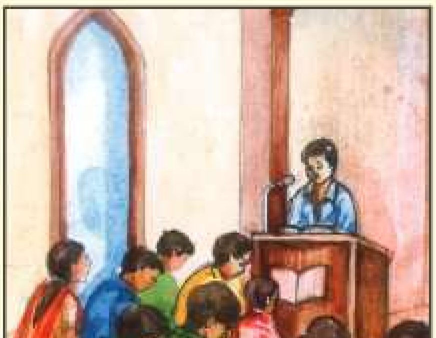

ভক্তজনেরা প্রভুর বাণী শুনছে

যথাযথভাবে বাইবেল পাঠ করার কয়েকটি উপায়

ঈশ্বরের কথা শোনা ও বোঝার জন্য আমাদের মনের দ্বার খুলে দিতে হবে। এ জন্য আমাদের কয়েকটি নিয়ম অনুসরণ করা দরকার। নিয়মগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করতে পারলে ঈশ্বরের বাণী আমাদের হৃদয় স্পর্শ করবে। এগুলো আমাদের জীবন স্পর্শ করবে এবং জীবন সুন্দর, সৎ ও খাঁটি হতে সহায়তা করবে। উপায়গুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১। পবিত্র বাইবেলকে একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখতে হবে;

২। বাইবেল পাঠ করার পূর্বে নিজেকে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন করে নিতে হবে;
৩। বাইবেল পাঠের পূর্বে মনকে ধীর ও শান্ত করে মনের নিরবতা আনতে হবে;
৪। পাঠের পূর্বে ও পরে বাইবেলকে নত মস্তকে প্রণাম করতে হবে;
৫। ধীরে ধীরে বাইবেল পাঠ করতে হবে যেন প্রত্যেকটি পদের অর্থ বোঝা যায়; প্রয়োজনে পদগুলো কয়েকবার করে পাঠ করতে হবে;
৬। পাঠের সময় মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বর এখন আমার সাথে কথা বলবেন আর আমি তাঁর কথা শুনব;
৭। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় বাইবেলের কিছু অংশ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে;
৮। হাতে একটি পেনসিল বা কলম রাখতে হবে। যে পদ বা অংশ ভালো লেগেছে তার মধ্যে একটু চিহ্ন দিয়ে রাখতে হবে;
৯। বাইবেলের বাণীগুলো মনে গেঁথে রাখতে হবে ও সে অনুসারে চলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

কী শিখলাম

পবিত্র বাইবেল হলো ঈশ্বরের বাণী। বাইবেল অর্থ বই পুস্তক। মোট ৭৩টি (৬৬টি) পুস্তক নিয়ে পবিত্র বাইবেল। বাইবেল প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত : পুরাতন ও নতুন নিয়ম। নতুন নিয়মে পুস্তকের সংখ্যা ২৭টি।

পরিকল্পিত কাজ

১। নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করে বাইবেল লাইব্রেরি অঙ্কন করো।
২। নিজের ঘরে বাইবেল রাখার স্থান নির্বাচন করে কীভাবে সাজাবে তা দলে আলোচনা করো।
৩। পবিত্র বাইবেলে উল্লিখিত তোমার সবচেয়ে প্রিয় পদটি লেখো।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করো

(ক) বাইবেলের যথার্থ অর্থ হচ্ছে --------।
(খ) পবিত্র বাইবেলে মোট -------- টি পুস্তক আছে।
(গ) পবিত্র আত্মার -------- বাইবেল লেখা হয়েছে।
(ঘ) বাইবেল হলো ঈশ্বর ও মানবজাতির মধ্যে ---- ইতিহাস।
(ঙ) পবিত্র বাইবেল -------- বিভক্ত।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মেলাও

ক) বাইবেল লেখা শুরু হয়েছিল	ক) মানবজাতির ত্রাণকর্তা।
খ) পুরাতন নিয়মে বলা হয়েছে	খ) যীশু খ্রিস্টের জন্মের ৯৫০ বছর আগে।
গ) আব্রাহাম বংশে জন্ম নেবে	গ) ১৬টি।
ঘ) ঐতিহাসিক পুস্তকের সংখ্যা	ঘ) যীশু খ্রীস্টের জন্মের আগের কথা।
ঙ) নতুন নিয়মের পুস্তক সংখ্যা	ঙ) ১৮টি
	চ) ২৭টি।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ নতুন নিয়মে মঙ্গলসমাচার হলো–

(ক) ১টি (খ) ২টি (গ) ৩টি (ঘ) ৪টি

৩.২ পুরাতন নিয়মে পুস্তকের সংখ্যা কয়টি?

(ক) ৪৮টি (খ) ৪৭টি (গ) ৪৬টি (ঘ) ৪৫টি

৩.৩ খ্রীষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস পুস্তকটি হলো–

(ক) মথি (খ) গীত (গ) হিব্রু (ঘ) শিষ্যচরিত

৩.৪ কতদিন বাইবেল পাঠ করা উচিত?

(ক) প্রতিদিন (খ) সপ্তাহে এক দিন (গ) মাসে এক দিন (ঘ) বছরে এক দিন

৩.৫ জ্ঞানধর্মী পুস্তকের সংখ্যা হলো–

(ক) ৯টি (খ) ৭টি (গ) ৫টি (ঘ) ৩টি

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) সাধু পলের নামে পরিচিত ধর্মপত্র কয়টি?

(খ) কার রাজত্বকালে বাইবেল লেখা শুরু হয়েছিল?

(গ) বাইবেল কথাটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) পবিত্র বাইবেল পাঠের উপায়সমূহ লেখ।

(খ) বাইবেল পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা

দশ আজ্ঞা হলো ঈশ্বরের ভালোবাসার বিধান, মুক্তি ও স্বাধীনতার বিধান। এই আজ্ঞাগুলো ঠিকমতো বোঝা ও পালনের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বর ও মানুষের আরও কাছাকাছি যেতে পারি। এই আজ্ঞাগুলো আমাদের সুন্দর জীবনযাপনের পথ দেখায়। আগে আমরা ঈশ্বরের প্রথম আজ্ঞাটির অর্থ জেনেছি। এই অধ্যায়ে আমরা আরও দুইটি আজ্ঞার অর্থ জানব ও সেগুলো মেনে চলার চেষ্টা করব।

'ঈশ্বরের নাম অনর্থক নিবে না' (দ্বিতীয় আজ্ঞা):

ঈশ্বর পবিত্র। তিনি সকল পবিত্রতার উৎস। তাঁর নাম উচ্চারণ করতে হলে আমাদের পবিত্রভাবে করতে হবে। ঈশ্বরের নামের গৌরব ও প্রশংসা করার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করি। তাঁর পবিত্র নামের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়ে তাঁর প্রতি অনুগত হয়ে উঠি। প্রভুর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা স্বর্গস্থ পিতাকে বলি: 'তোমার নাম পূজিত হোক'। এর মাধ্যমে আমরা প্রকাশ ও স্বীকার করি যে তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাই আমরা তাঁর নামের গৌরব করি।

নিম্নলিখিতভাবে অযথা এবং অনর্থক ঈশ্বরের নাম নেওয়া হয়

ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন ও আমাদের মঙ্গল চান। তিনি চান তাঁর পবিত্রতা আমাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হোক। কিন্তু আমরা দুর্বল মানুষ। কখনো কখনো আমরা স্বার্থপর হয়ে যাই। অনেকবার নিজের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরকে ব্যবহার করি। তাঁর নাম নানাভাবে অপব্যবহার করি। অনেক সময় আমাদের মনের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য ঈশ্বরকে বাধ্য করতে চাই। যেমন:

১। মানত করা: কখনো কখনো আমরা ঈশ্বরের সাথে বেচাকেনার মনোভাব পোষণ করি। আমরা ঈশ্বরের কাছে অনেক কিছুর জন্য মানত করি। তাঁকে আমরা বলি, ঈশ্বরের কৃপায় আমি যদি পরীক্ষায় পাস করি তবে আমি গির্জায় এক প্যাকেট মোমবাতি দেব অথবা একটা খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করব। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর আমাদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দেখে আমাদের আশীর্বাদ করেন। তিনি চান আমরা যেন তাঁর কথামতো চলি ও তাঁকে ভালোবাসি।

২। ক্ষুদ্র বিষয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করা: অনেক সময় আমরা খুব সামান্য বিষয়ে ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করে থাকি। যেমন আমরা বলি ঈশ্বরের নামে বা যীশুর নামে বলছি অথবা বাইবেল ছুঁয়ে বলছি আমি চুরি করিনি বা আমি এ কাজ করিনি। এ ধরনের প্রতিজ্ঞা করা বা দিব্যি দেওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের পবিত্র নামের অপমানই করে থাকি।

৩। অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বা অন্যকে ঠকানোর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা: নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ধর্ম পালন করা বা প্রার্থনা করা উচিত নয়। অন্যের অমঙ্গল কামনা করা বা অন্যকে ঠকানো অথবা অভিশাপ দেওয়ার জন্য আমরা ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করতে পারি না। ঈশ্বরের নাম নিয়ে চালাকি করাও উচিত নয়।

৪। নিজে চেষ্টা না করে ঈশ্বরকে সব সমস্যা সমাধান করতে বলা: ঈশ্বর আমাদের অনেক জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি ও নানা রকম গুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি চান আমরা যেন পরিশ্রম করি ও তাঁর দেওয়া গুণগুলো ব্যবহার করি। কিন্তু অনেক সময় আমরা সেগুলো ব্যবহার না করে শুধু ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে থাকি। যেমন ভালোমতো পড়াশুনা না করে আমরা শুধু ঈশ্বরকে বলি, তিনি যেন আমাদের পরীক্ষায় পাস করিয়ে দেন।

৫। ঈশ্বরকে দোষারোপ করা: আমাদের প্রতিদিনের জীবনে ভালো ও মন্দ নানা রকম ঘটনা ঘটে থাকে। কখনো কখনো আমাদের বিভিন্ন রকম বিপদ বা দুর্ঘটনাও ঘটে থাকে। তখন আমরা ঈশ্বরকে দোষারোপ করি, তাঁকে গালিগালাজ করি। তাঁর উপর বিশ্বাস পর্যন্ত হারিয়ে ফেলি। আমরা ভেবে দেখি না যে, দুর্ঘটনাটা হয়তো আমাদের বা অন্য কারও ভুলের জন্য ঘটেছে। কাজেই ঈশ্বরকে দোষারোপ করার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের অপমান করে থাকি।

সতর্কবাণী

"তুমি তোমার প্রভু পরমেশ্বরের নাম অযথা নেবে না। কারণ যে লোক পরমেশ্বরের নাম অযথা নেয়, তিনি তাকে শাস্তির হাত থেকে রেহাই দেবেন না" (যাত্রা– ২০:৭)। ঈশ্বর নিজেই আমাদের সতর্ক করে বলেছেন, আমরা যেন তাঁর নাম অযথা না নেই। সুতরাং ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিয়ে সতর্কতার সাথে তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণ করতে হবে। তাঁর নামের মহিমা ও গৌরব করতে হবে।

"রবিবার দিন (বিশ্রামবার) পালন করে তা শুদ্ধভাবে পালন করবে" (তৃতীয় আজ্ঞা):

পবিত্র বাইবেলে প্রভু বলেছেন– "তুমি বিশ্রামবারের কথা স্মরণ রাখবে আর তা পবিত্রভাবে পালন করবে। ছয় দিন ধরে তুমি কাজ করবে, যা কিছু করার সবই করবে। কিন্তু সাত দিনের দিনটি হলো তোমার প্রভু পরমেশ্বরের কাছে নিবেদিত বিশ্রামবারের দিন। কারণ ঈশ্বর তো ছয় দিন এই আকাশ, পৃথিবী ও সমুদ্র এবং এই আকাশ,

পৃথিবী ও সমুদ্রের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সবই সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সাত দিনের দিন তিনি বিশ্রাম নিয়েছিলেন। তাই ঈশ্বর এই বিশ্রামবারের দিনটিকে আশিসমন্ডিত করে পবিত্র করেছেন" (যাত্রা: ২০ ৮–১১)।

বিশ্রামবার পালনের অর্থ

বিশ্রামবার পালন করার একটি মানবীয় দিক আছে। সেটি হলো: কাজ করলে আমাদের সবারই বিশ্রাম প্রয়োজন। বিশ্রাম না নিলে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি, কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলি। কিন্তু বিশ্রাম নিলে দেহ ও মনের শক্তি ফিরে পাই এবং পরে আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারি। এটি মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজন। এই কারণে প্রতি দেশেই সরকার অনুমোদিত সাপ্তাহিক ছুটি থাকে। দ্বিতীয় দিকটি হলো আমাদের আধ্যাত্মিক দিক। ঈশ্বর বলেছেন, এই দিনটি পবিত্র। কাজেই আমাদের পবিত্রভাবে দিনটি পালন করতে হবে। পবিত্রভাবে দিনটি পালন করার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থেকে সময় কাটানো। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাধনা করার মাধ্যমে দিনটি অতিবাহিত করা।

ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে চলার গুরুত্ব

বিশ্রামবারে প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ

আমরা ঈশ্বরের নাম অনর্থক নেব না এবং বিশ্রামবার পবিত্রভাবে পালন করব। কারণ:

(১) ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা তাঁকে ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা করি

(২) যেন তাঁর নামের মহিমা ও গৌরব করি

(৩) বিশ্রামবারে ঈশ্বরের উপাসনা করা প্রয়োজন

(৪) পবিত্র ঈশ্বরের সাহচর্য লাভ করতে চাই

(৫) ঈশ্বরের মতো পবিত্র হওয়া আমাদের একটি আহ্বান

(৬) যা চিরকাল টিকে থাকে সে রকম ভালো কিছু অর্জন করতে চাই

(৭) অভাবী ও দীন দুঃখীদের সেবা করা আমাদের কর্তব্য

(৮) দৈহিকভাবে ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে চাই

(৯) সমাজের অন্য ভাইবোনদের সাথে মেলামেশাও করা প্রয়োজন।

কী শিখলাম

ঈশ্বরের নাম পবিত্র। অনর্থক ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করা ঠিক নয়। বিশ্রামবার পবিত্রভাবে পালন করা আমাদের সকলের কর্তব্য।

পরিকল্পিত কাজ

১। তুমি কীভাবে ঈশ্বরের নামের পবিত্রতা রক্ষা করে চলবে এরূপ তিনটি বিষয় লেখো। ও দলের মধ্যে সহভাগিতা করো।

২। তুমি কীভাবে নিয়মিত বিশ্রামবার পালন করতে চাও তা লেখো।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করো

(ক) ঈশ্বরের নাম .... নিবে না।

(খ) ঈশ্বরের পবিত্র নামের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়ে তাঁর প্রতি আমরা .... হয়ে উঠি।

(গ) বিশ্রামবার .... কাছে নিবেদিত ।

(ঘ) ঈশ্বরের মতো পবিত্র হওয়া আমাদের জন্য একটি ....।

(ঙ) সমাজের অন্য ভাইবোনদের সাথে .... করা প্রয়োজন।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মেলাও

ক) প্রভুর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা স্বর্গস্থ পিতাকে বলি:	ক) কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলি।
খ) ঈশ্বর আমাদের পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় দেখে	খ) ঈশ্বরের সান্নিধ্যে সময় কাটানো।
গ) ঈশ্বর নিজেই আমাদের সতর্ক করে বলেছেন	গ) আমরা ঈশ্বরের গৌরব করি।
ঘ) বিশ্রাম না করলে আমরা	ঘ) আমরা যেন তাঁর নাম অযথা না নিই।
ঙ। পবিত্রভাবে বিশ্রামবার পালন করার অর্থ হলো	ঙ) তোমার নাম পূজিত হোক।
	চ) আমাদের আশীর্বাদ করেন।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও

৩.১ কীভাবে আমরা ঈশ্বরের নাম অযথা নিই?

(ক) ক্ষুদ্র বিষয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করে (খ) অন্যকে দোষারোপ করে
(গ) অন্যকে মন্দ কথা বলে (ঘ) বিশ্রামবার পালন না করে

৩.২ বিশ্রামবার পালনের প্রকৃত অর্থ হলো -

(ক) কাজকর্ম সব বাদ দেওয়া (খ) অলসভাবে সময় কাটানো
(গ) শুধু প্রার্থনা করা (ঘ) প্রার্থনা ও বিশ্রাম করা

৩.৩ আমরা কেন ঈশ্বরের আজ্ঞা মেনে চলব?

(ক) বড়ো হওয়ার জন্য (খ) মানত করার জন্য
(গ) স্বর্গে যাওয়ার জন্য (ঘ) শপথ করার জন্য

৩.৪ ঈশ্বরের তৃতীয় আজ্ঞা অনুসারে বিশ্রামবার কোন দিন?

(ক) সোমবার (খ) রবিবার
(গ) শুক্রবার (ঘ) শনিবার

৩.৫ আমরা মানত করি, তার প্রকৃত কারণ কোনটি?

(ক) ঈশ্বরকে উপহার দিতে (খ) নিজের স্বার্থের কারণে
(গ) গরিবদের সাহায্য করার জন্য (ঘ) প্রভুকে খুশি করতে

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) আমরা কীভাবে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করব?
(খ) ঈশ্বর কখন আমাদের আশীর্বাদ করে থাকেন?
(গ) ঈশ্বর কতদিন ধরে সৃষ্টি কাজ করেছিলেন?
(ঘ) ঈশ্বর কেন আমাদের সৃষ্টি করেছেন?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) আমরা কীভাবে ঈশ্বরের নাম অনর্থক নিয়ে থাকি?
(খ) বিশ্রামবার পালনের অর্থ ব্যাখ্যা করো।
(গ) ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে চলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

সপ্তম অধ্যায়

পাপ

আমরা জানি যে, সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করাই পাপ। ঈশ্বর আমাদের যা করতে বলেছেন তা যখন না করার সিদ্ধান্ত নিই তখন আমরা ঈশ্বরকে ও মানুষকে ভালোবাসি না। এই কারণে বলা যায়, যখন আমরা ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসি না, তখনই পাপ করি। একদিকে আমরা ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা লঙ্ঘন করে পাপ করি, অন্যদিকে আবার দীনদুঃখী ও অবহেলিতদের প্রতি আমাদের কর্তব্য না করেও পাপ করে থাকি।

অবহেলিতদের প্রতি খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সব মানুষকে এক সৃষ্টিকর্তাই সৃষ্টি করেছেন। তবুও আমরা নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করি। ধনী ও গরিবের মধ্যে আমরা পার্থক্য রচনা করি। এক ধর্ম অন্য ধর্মের লোকদেরকে হেয় করে দেখি। এক দেশের লোক অন্য দেশের লোকের চেয়ে নিজেদের বড়ো মনে করে। যীশু খ্রীষ্ট কিন্তু আমাদের এ রকম মনোভাব একদম পছন্দ করেন না। তিনি নিজেকে অবহেলিত বা তুচ্ছতমদের সঙ্গে তুলনা করেন। প্রভু যীশু বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা বড়ো হতে চায় তারা সেবা করুক সবচেয়ে ছোটোদের।

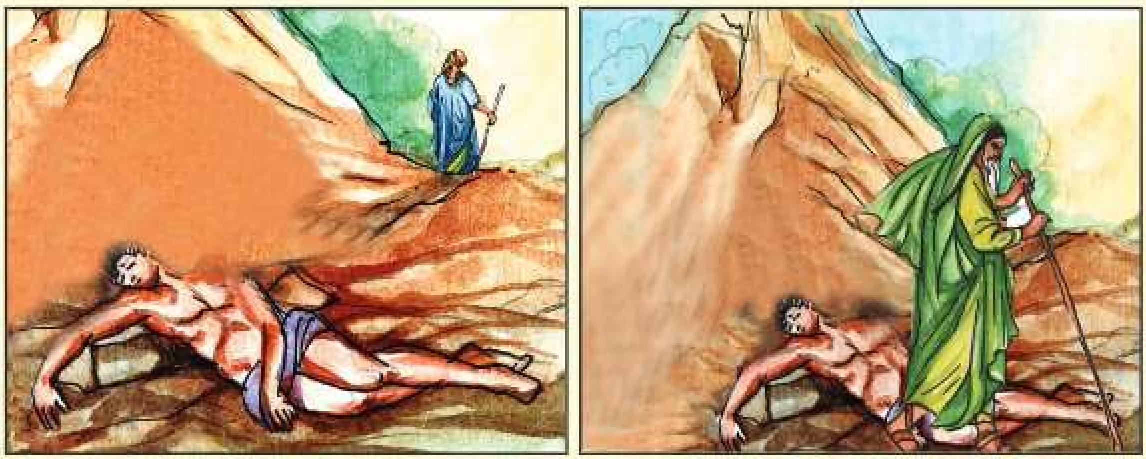

খ্রীষ্টীয় দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া ও অবহেলা করা

আহতদের সেবাদান

অবহেলিতদের প্রতি খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের দায়িত্ব–কর্তব্য বিষয়ে প্রভু যীশুর শিক্ষা

মৃত্যুর পর আমাদের সবারই প্রভু যীশুর সামনে শেষ বিচারের জন্যে দাঁড়াতে হবে। আমাদের বিচার হবে অবহেলিতদের প্রতি আমরা নিজ নিজ দায়িত্ব–কর্তব্য ঠিকমতো পালন করেছি কি না তার ভিত্তিতে।

আমরা কত বড়ো বড়ো ডিগ্রি নিয়েছি, কত বেশি সুনাম অর্জন করেছি, কত দেশ ভ্রমণ করেছি ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে আমাদের বিচার হবে না। যীশু নিজেই আমাদের কাছে বিচারের মানদণ্ড সম্পর্কে বলেছেন। আমরা এখন তা পাঠ করি।

মানবপুত্র যখন আপন মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে আসবেন আর তাঁর সাথে আসবেন স্বর্গদূত–তিনি তখন নিজের গৌরবের সিংহাসনে এসেই বসবেন। তাঁর সামনে তখন সকল জাতির মানুষকে সমবেত করা হবে। মেষপালক যেমন ছাগ থেকে মেষদের পৃথক করে নেয়, তেমনি তিনিও মানুষ থেকে মানুষকে পৃথক করে নেবেন। মেষগুলোকে তিনি রাখবেন তাঁর ডান পাশে আর ছাগগুলোকে বাঁ পাশে। তারপর ডান পাশে যারা আছে, এই রাজা তাদের বলবেন: এসো তোমরা, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যারা! জগতের সৃষ্টির সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের দেওয়া হবে বলে রাখা আছে, তা এবার তোমরা নিজেদেরই বলে গ্রহণ করো। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, তোমরা জল দিয়েছিলে; বিদেশি ছিলাম, দিয়েছিলে আশ্রয়; ছিলাম বস্ত্রহীন, তোমরা আমাকে পোশাক পরিয়েছিলে; আমি পীড়িত ছিলাম, তোমরা আমার যত্ন নিয়েছিলে; ছিলাম কারারুদ্ধ আর তোমরা আমাকে দেখতে এসেছিলে। তখন ধার্মিকেরা উত্তরে তাঁকে বলবে: 'প্রভু, কখন আমরা আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে খেতে দিয়েছিলাম, কিংবা তৃষ্ণার্ত দেখে জল দিয়েছিলাম? কখন আপনাকে বিদেশি দেখে দিয়েছিলাম আশ্রয়, কিংবা বস্ত্রহীন দেখে পরিয়েছিলাম পোশাক? কখনোই বা আপনাকে পীড়িত বা কারারুদ্ধ দেখে দেখতে গিয়েছিলাম?' রাজা তখন তাদের এই উত্তর দেবেন: 'আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই তুচ্ছতম ভাইবোনদের একজনের জন্যেও তোমরা যাকিছু করেছ, তা আমারই জন্যে করেছ।'

তারপর যারা তাঁর বাম পাশে আছে, তিনি তাদের বলবেন: 'আমার সামনে থেকে দূর হও তোমরা, অভিশাপের পাত্র যারা! শয়তান ও তার দলের যত অপদূতের জন্যে যে শাশ্বত আগুন প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, তোমরা সেই আগুনেই যাও। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দাওনি; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, আমাকে জল দাওনি; বিদেশি ছিলাম, তোমরা আশ্রয় দাওনি; ছিলাম বস্ত্রহীন, তোমরা আমাকে পোশাক পরাওনি। পীড়িত ও কারারুদ্ধ ছিলাম, আর তোমরা আমার যত্ন নাওনি। তখন উত্তরে তারাও বলবে: 'প্রভু, কখন আমরা আপনাকে ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত, বিদেশি বা বস্ত্রহীন, পীড়িত বা কারারুদ্ধ দেখেও আপনার সেবা করিনি?' তখন তিনি তাদের এই উত্তর দেবেন: 'আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এই তুচ্ছতম মানুষদের একজনের জন্যেও তোমরা যাকিছু করনি, তা আমারই জন্যে করনি। তখন এরা যাবে শাশ্বত দন্ডলোকে এবং ধার্মিকেরা যাবে শাশ্বত জীবনলোকে।

যীশুর শিক্ষার অন্তর্নিহিত অর্থ

১। আমাদের চারিপাশে অনেক অবহেলিত ও তুচ্ছতম মানুষকে আমরা দেখতে পাই। তাদের জন্য আমরা যখন চাই, তখনই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারি। টাকা পয়সা বা কোনো জিনিস দিয়ে সাহায্য করতে না পারলেও আমরা অন্তত হাসি মুখ দেখিয়ে বা একটা উৎসাহজনক কথা বলেও সাহায্য করতে পারি।

২। অবহেলিতদের সাহায্য করতে গিয়ে তার হিসাবও রাখা যাবে না। কেউ যেন খাতার মধ্যে লিখে না রাখে যে সে কতজন মানুষকে সাহায্য করেছে। বরং এ ধরনের সাহায্য করে যেতে হবে অনবরত, মৃত্যু পর্যন্ত।

৩। এ ধরনের সাহায্য করে আবার কোনো রকম প্রশংসা পাওয়ার চেষ্টা করা যাবে না। যীশু বলেছেন, এই সাহায্য হতে হবে এমন গোপনে, যেন ডান হাত যে কী করছে তা যেন বাম হাতও জানতে না পারে। জানবেন শুধু আমাদের স্বর্গীয় পিতা। তিনিই আমাদের পুরস্কৃত করবেন।

৪। অবহেলিতদের প্রতি সাহায্য করা আমাদের একটা দায়িত্ব বা কর্তব্য। এটি আমাদের অবশ্যই করতে হবে। এখানে কোনো অবহেলা করা যাবে না।

৫। পার্থিব জগতে আমরা যখন কোনো পিতামাতার সন্তানকে কোনোভাবে সাহায্য করি তখন তাঁরা খুশি হন। তেমনিভাবে আমরা যখন অন্য মানুষকে সাহায্য করি তখন স্বর্গীয় পিতাও খুশি হন। কারণ সব মানুষ তাঁরই সৃষ্ট এবং আমরা সবাই পরস্পরের ভাইবোন।

গান করি

সেবা করো দুঃখীজনে, সেবা করো আর্তজনে, সে তো তোর খ্রীষ্টসেবা।
চোখের জলে হাহাকারে, যে বসে রয় পথের ধারে
তারে বুকে তুলে নে ভাই, সে তো তোর খ্রীষ্টসেবা।।

দায়িত্ব পালন করা ও না করার ফল

যীশুর শিক্ষানুসারে অবহেলিত ও তুচ্ছদের প্রতি দায়িত্ব–কর্তব্য পালন করলে আমরা পুরস্কৃত হব। যীশু শেষ বিচারের দিন বলবেন: "এসো তোমরা, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যারা! জগতের সৃষ্টির সময় থেকে যে–রাজ্য তোমাদের দেওয়া হবে বলে রাখা আছে, তা এবার তোমরা নিজেদেরই বলে গ্রহণ করো।" অর্থাৎ এই ধরনের লোকেরা হলেন ধার্মিক। তাঁরা যাবেন শাশ্বত জীবনলোকে তথা স্বর্গীয় পিতার কাছে।

আর যারা দায়িত্ব-কর্তব্যে অবহেলা করবে তাদের তিনি বলবেন: "আমার সামনে থেকে দূর হও তোমরা, অভিশাপের পাত্র যারা! শয়তান ও তার দলের যত অপদূতের জন্যে যে শাশ্বত আগুন প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, তোমরা সেই আগুনেই যাও।" এরা যাবে শাশ্বত দণ্ডলোকে তথা নরকে।

গান করি

যা কিছু তুমি করেছ অবহেলিত ভাইয়ের প্রতি, করেছ তা আমার প্রতি।
খাদ্য দিয়েছ আমায় তুমি, ক্ষুধিত যখন ছিলাম আমি
তৃষিত যখন ছিলেম আমি, তৃষ্ণা মিটালে আমার তুমি।
দুয়ার খুলেছ আমায় তুমি, গৃহহীন যখন ছিলেম আমি।
মলিন বেশে ছিলেম যখন, বস্ত্র দিয়েছ তুমি তখন।
ক্লান্ত যখন ছিলেম আমি, শক্তি এনেছ আমায় তুমি।
ভীত যখন ছিলেম আমি, অভয় দিয়েছ শুধুই তুমি।

কী শিখলাম

ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করে আমরা পাপ করি আবার দায়িত্ব-কর্তব্যে অবহেলা করেও আমরা পাপ করি। দায়িত্ব পালনের ওপর ভিত্তি করে আমাদের শেষ বিচার হবে। ছোটো ছোটো সেবাকাজের মধ্য দিয়ে প্রতিদিনই আমরা এই দায়িত্বগুলো পালন করতে পারি।

পরিকল্পিত কাজ

১। কীভাবে অবহেলিতদের সেবা করা যায় দলগতভাবে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

২। তুমি কোনো সেবাকাজ করে থাকলে তা লেখো।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করো

ক) আমরা যখন ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসি না তখন আমরা .... করি।

খ) যীশু নিজেকে .... সঙ্গে তুলনা করেন।

গ) শেষ .... দিনে আমাদের যীশুর সামনে দাঁড়াতে হবে।

ঘ) বাম পাশের লোকদের বলবেন, আমার সামনে থেকে দূর হও ....পাত্র যারা।

ঙ) ডান পাশের লোকদের বলবেন, এসো তোমরা, আমার পিতার ...... পাত্র যারা।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মেলাও

ক) তুচ্ছতম ভাইবোনদের একজনের জন্যেও যা কিছু করেছ	ক) ক্ষুধার্ত যখন ছিলাম আমি।
খ) সব মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং	খ) তাদের স্থান শ্বাশত দন্ডলোকে।
গ) খাদ্য দিয়েছ আমায় তুমি	গ) তা আমারই জন্যে করেছ।
ঘ) আমাদের চারপাশে অনেক অবহেলিত	ঘ) তারা সেবা করুক সবচেয়ে ছোটোদেরকে।
ঙ) তুচ্ছতম ভাইবোনদের জন্য যারা কিছু না করে	ঙ) আমরা পরস্পর ভাইবোন।
	চ) ও তুচ্ছতম মানুষকে আমরা দেখতে পাই।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ আমরা যখন তৃষ্ণার্তকে জল দিই তখন কাকে জল দেই?

(ক) যীশুকে (খ) যোহনকে (গ) স্বর্গদূতকে (ঘ) ঈশ্বরকে

৩.২ বড়ো হতে চাইলে কী করতে হবে?

(ক) বড়োদের সেবা করতে হবে (খ) নিজের যত্ন করতে হবে

(গ) ছোটোদের সেবা করতে হবে (ঘ) অন্যদের যত্ন করতে হবে।

৩.৩ মানুষকে সেবা করলে কে খুশি হন?

(ক) স্বর্গদূত (খ) স্বর্গস্থ পিতা (গ) সাধুসাধ্বীগণ (ঘ) মানুষ

৩.৪ যারা অবহেলিতদের প্রতি দায়িত্ব পালন করে না তাদের প্রভু বলবেন:

(ক) উত্তম সন্তান (খ) দুষ্টলোক (গ) আশীর্বাদের পাত্র (ঘ) অভিশাপের পাত্র।

৩.৫ যারা অবহেলিত ভাইবোনদের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন, তাদের বলা হয় –

(ক) ধার্মিক (খ) ভালোমানুষ (গ) সৎলোক (ঘ) প্রবক্তা

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) শেষ বিচারের দিনে ধার্মিকের উদ্দেশ্যে যীশু কী বলবেন?

(খ) ধার্মিক লোকদের জন্য কী পুরস্কার নির্ধারিত আছে?

(গ) অবহেলিত মানুষদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কী?

(ঘ) অবহেলিতদের প্রতি দায়িত্ব পালন না করার ফল কী হবে?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) অবহেলিতদের প্রতি দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত যীশুর শিক্ষার গভীর অর্থ ব্যাখ্যা করো।

(খ) শেষ বিচারের মানদণ্ড কী?

(গ) অবহেলিতদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা ও না করার ফলগুলো লেখো।

অষ্টম অধ্যায়

মুক্তিদাতা যীশু

এ পৃথিবীতে মুক্তিদাতার আগমনের উদ্দেশ্য ও তাঁর জন্ম সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি। এবার আমরা তাঁর মুক্তিকাজের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। "ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালোবাসলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করে দিয়েছেন যাতে, যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, তার কারো যেন বিনাশ না হয়, বরং সে যেন লাভ করে অনন্ত জীবন। ঈশ্বর জগৎকে দণ্ডিত করতে তাঁর পুত্রকে পাঠাননি; পাঠিয়েছিলেন, যাতে তাঁর মাধ্যমে জগৎ পরিত্রাণ লাভ করে" (যোহন: ৩: ১৬–১৮)। পবিত্র বাইবেলের এই বাণীর মধ্যে আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই, যীশু জগতের মুক্তিদাতা। ত্রিশ বছর পর্যন্ত যীশু নাজারেথে তাঁর পিতামাতার সাথে জীবন কাটান। সময় পূর্ণ হলে তিনি মুক্তিদায়ী কাজের জন্য তাঁর প্রকাশ্য জীবন আরম্ভ করেন।

যীশু জনতাকে শিক্ষা দিচ্ছেন

যীশুর মুক্তিদায়ী কাজের শুরু

বাণী প্রচার, আশ্চর্য কাজ ও জীবনাদর্শ দ্বারা যীশু মানবজাতির জন্য মুক্তিকাজ শুরু করেন। এই কাজ তিনি শুরু করেছেন গালিলেয়াতে। প্রথমে তিনি দীক্ষাগুরু যোহনের কাছে দীক্ষাস্নাত

হন। এরপর তিনি মরুপ্রান্তরে চল্লিশ দিন যাবৎ উপবাস ও প্রার্থনা করে কাটান। তিনি শুনতে পেলেন, দীক্ষাগুরু যোহনকে কারাগারে বন্দী করা হয়েছে। তখন তিনি গালিলেয়া এসে ঈশ্বরের মঙ্গালসমাচার প্রচার করতে লাগলেন। তিনি বলতে শুরু করলেন, "সময় পূর্ণ হয়েছে, ঈশ্বরের রাজ্য এখন কাছে এসে গেছে। তোমরা সকলে মন পরিবর্তন করো ও মঙ্গালসমাচারে বিশ্বাস করো" (মার্ক ১:১৪–১৫)। একদিকে তিনি বাণী প্রচার করতে লাগলেন, অন্যদিকে তিনি শিষ্যদেরও আহ্বান করতে লাগলেন। একদিন তিনি তাঁর নিজের শহর নাজারেথের সমাজগৃহে গেলেন। সেখানে তিনি প্রবক্তা ইসাইয়ার বাণী গ্রন্থ থেকে পাঠ করলেন। তিনি নিম্নলিখিত অংশটি পাঠ করেন:

"প্রভুর আত্মিক প্রেরণা আমার উপর নিত্য অধিষ্ঠিত, কারণ প্রভু আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীন দরিদ্রের কাছে মঙ্গালবার্তা প্রচার করতে, বন্দীর কাছে মুক্তি আর অন্ধের কাছে নবদৃষ্টিলাভের কথা ঘোষণা করতে, পদদলিত মানুষকে মুক্ত করে দিতে এবং প্রভুর অনুগ্রহদানের বর্ষকাল ঘোষণা করতে" (লুক ৪:১৮–১৯)।

এই বাণী ঘোষণার মধ্য দিয়ে প্রভু যীশু সকলকে জানিয়ে দেন যে, প্রবক্তা ইসাইয়া বহুদিন আগে তাঁর সম্পর্কেই বলেছিলেন। প্রবক্তা বলেছিলেন যে, "কুমারীর গর্ভে একজন মুক্তিদাতা জন্ম নেবেন এবং বিভিন্নভাবে বন্দী মানুষকে তিনি মুক্ত করবেন।"

যীশুর মুক্তিবাণীর মর্মার্থ

এখন আমরা বুঝতে পারলাম যে,যীশুর বাণী প্রচারকাজের মূল বিষয় ছিল ঐশরাজ্য। তিনি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে ঐশরাজ্য কাছে এসে গেছে। অর্থাৎ ঈশ্বর সকল সৃষ্টির উপর রাজত্ব করেন। তিনি সব কিছুর প্রভু। তিনি সকল জাতির রাজা। এ সম্পর্কে তিনি সকলকে সচেতন হতে ও মন পরিবর্তন করে ঈশ্বরের পথে ফিরে আসতে বলেন। ঈশ্বরের পথে ফিরে আসার অর্থ ন্যায্যতা, শান্তি, ভালোবাসা, ক্ষমা, সহানুভূতি, দয়া, মমতা, ইত্যাদি গুণ প্রকাশ করা। মানুষ নানারকম পার্থিব চিন্তায় মগ্ন ছিল। তারা দৈহিকভাবে বন্দী না থাকলেও আধ্যাত্মিকভাবে বন্দী ছিল। অর্থাৎ ঈশ্বরের পথ থেকে সরে গিয়ে শয়তানের পথে বিচরণ করছিল। তাদের মধ্যে অন্যায়, অশান্তি, ঘৃণা, প্রতিশোধ, কঠোর মনোভাব ইত্যাদি প্রকাশ পেত। কাজেই সকলেরই শয়তানের পথ থেকে মন ফিরিয়ে ঈশ্বরের পথে আসতে হবে। ঈশ্বরকে রাজা ও প্রভু বলে নতুন করে গ্রহণ করতে হবে।

যীশুর বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ

১। একদিন যীশু একটি শহরে গেলেন। হঠাৎ একজন কুষ্ঠরোগী যীশুর সামনে এসে দাঁড়ালেন। যীশুকে দেখে সে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে এই মিনতি জানাল: "প্রভু আপনি

চাইলেই আমাকে সারিয়ে তুলতে পারেন।” হাত বাড়িয়ে যীশু তাকে স্পর্শ করে বললেন: “তাই চাই আমি তুমি সেরেই ওঠো।” আর তখনোই তার কুষ্ঠরোগ দূর হয়ে গেল (লুক: ৫: ১২–১৩)।

২। যীশু লোকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন, এমন সময় কয়েকজন লোক একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষকে খাটিয়ায় করে বয়ে নিয়ে এলো। তারা ভিড়ের জন্য লোকটিকে বাড়ির ভিতরে আনতে পারছিল না। তাই তারা ঘরের ছাদের টালি সরিয়ে রোগীটিকে খাটিয়া সমেত লোকদের মাঝখানে যীশুর সামনে নামিয়ে দিল। তাঁর প্রতি তাদের এমন বিশ্বাস দেখে যীশু তাকে বললেন: “শোন, তোমার পাপ ক্ষমা করা হলো।” তিনি লোকটিকে আবার বললেন: “আমি তোমাকে বলছি: ওঠো, তোমার খাটিয়া তুলে নাও আর ঘরে যাও!” আর তখনই সে তাদের সামনে উঠে দাঁড়াল। যে খাটিয়ায় সে এতক্ষণ শুয়েছিল, তা তুলে নিয়ে তখন ঈশ্বরের বন্দনা করতে করতে বাড়ি ফিরে গেল। উপস্থিত সকলে তখন অবাক হয়ে গেল (মার্ক ২:১–১২)।

পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটিকে যীশু সারিয়ে তুলেন

৩। যীশু লোকদের সাথে কথা বলছিলেন, তখন একজন ইহুদি সমাজনেতা তাঁর কাছে এসে নত হয়ে বললেন: “আমার মেয়েটি এইমাত্র মারা গেছে! আপনি এসে তার গায়ে একবার হাত রাখুন, তাহলে সে নিশ্চয়ই বেঁচে উঠবে!” যীশু তখনই তাঁর সঙ্গে চললেন। সমাজ নেতার বাড়িতে গিয়ে দেখলেন অনেক লোকের ভিড়। তিনি তখন বললেন: “তোমরা এখান থেকে চলে যাও; মেয়েটি তো মারা যায়নি। ও তো ঘুমুচ্ছে!” তারা তাঁকে নানা মন্তব্য করতে লাগল। তখন সেসব লোককে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হলো। যীশু এবার ঘরের ভেতরে গিয়ে মেয়েটির একটি হাত ধরলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। এই ঘটনা চারিদিকে প্রচারিত হয়ে গেল (মার্ক ৫:৩৫–৪৩)।

যীশু একটার পর একটা আশ্চর্য কাজ করে চলছিলেন। দীক্ষাগুরু যোহনের শিষ্যেরা যোহনকে এই সংবাদ দিলেন। তাই যোহন একদিন তাঁর দুইজন শিষ্যকে যীশুর কাছে পাঠালেন। তাঁদের তিনি এই কথা জানতে পাঠালেন যে যাঁর আসার কথা, তিনিই সেই মুক্তিদাতা কি না। ঠিক এই সময়েই যীশু যোহনের শিষ্যদের সামনে অনেকগুলো আশ্চর্য কাজ করলেন। এরপর তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা এখন যা কিছু দেখলে বা শুনলে, সবই যোহনকে গিয়ে জানাও। তাঁকে জানাও: অন্ধ এখন দেখতে পাচ্ছে, খোঁড়া হেঁটে বেড়াচ্ছে, কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করা হচ্ছে, কালা কানে শুনতে পাচ্ছে, মরা মানুষ বেঁচে উঠছে আর দীনদরিদ্রদের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করা হচ্ছে।" এই কথাগুলো বলে যীশু যোহনের শিষ্যদের জানালেন যে, যীশুই সেই মুক্তিদাতা, মানুষ যাঁর অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি যেসব আশ্চর্য কাজ করছেন, সেগুলো ঐশরাজ্যের চিহ্ন। অর্থাৎ ঈশ্বর সবকিছুর উপর প্রভুত্ব করেন।

মুক্তির পথে চলা

আমরা ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষ। আমাদের জন্য তাঁর একটা সুন্দর পরিকল্পনা আছে। তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্যই সেই পরিকল্পনা করেছেন। সেই পরিকল্পনা অনুসারেই তিনি তাঁর প্রিয় পুত্র যীশুকে পাঠিয়েছেন। প্রভু যীশু আমাদের মুক্তির জন্য জীবন দিয়েছেন। তিনি আমাদের জন্য স্বর্গের পথ খুলে দিয়েছেন। আমরা যদি যীশুর দেখানো পথে বিশ্বস্তভাবে চলতে থাকি তবে আমরা মুক্তি লাভ করব। কীভাবে যীশুর পথে এগিয়ে চলা যায় নিচে তার কয়েকটি উপায় উল্লেখ করা হলো:

১। পবিত্র বাইবেলে লিখিত ঈশ্বরের সব বাণীর উপর তথা ঈশ্বরের উপর গভীর বিশ্বাস স্থাপন করা
২। মনে-প্রাণে যীশুকে মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করা
৩। পবিত্র আত্মার দানগুলো নিয়ে ধ্যান করা ও সেগুলো বাড়িয়ে তোলার জন্য চেষ্টা করা
৪। পবিত্র আত্মার প্রেরণার উপর আস্থা রাখা ও তাঁর প্রেরণায় চলা
৫। প্রতি রবিবার এবং অন্যান্য সময়ও সুযোগ হলে খ্রিষ্টযাগে ও প্রার্থনায় যোগদান করা
৬। ঈশ্বর ও প্রতিবেশীকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসা
৭। পার্থিব লোভ–লালসা পরিহার করা
৮। মাঝে মাঝে উপবাস ও দরিদ্রদের দান বা দয়ার কাজ করা
৯। নিজের স্বার্থ ত্যাগ করা ও নিজের ক্রুশ কাঁধে নিয়ে যীশুর অনুসরণ করা
১০। পাপস্বীকার ও খ্রিষ্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত নিয়মিত গ্রহণ করা; দেহ, মন ও আত্মায় পরিশুদ্ধ থাকা

১১। বিশ্বাস ও মনোযোগ সহকারে এবং নিরাশ না হয়ে প্রতিদিনকার প্রার্থনা করা
১২। নিজ নিজ পাপের জন্য অনুতাপ করা ও মন ফেরানো
১৩। প্রতিবেশীর সেবা করা।

কী শিখলাম

যীশু গালিলেয়াতে তাঁর মুক্তিদায়ী কাজ শুরু করেছেন। আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর মুক্তিদায়ী কাজের প্রকাশ ঘটেছে। মুক্তির পথে চলার উপায়গুলো আমরা জেনেছি।

পরিকল্পিত কাজ

১। যীশুর পাঁচটি আশ্চর্য কাজের একটি তালিকা তৈরি করো।
২। যীশুর যেকোনো একটি আশ্চর্য কাজ অভিনয়ের মাধ্যমে দেখাও।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করো

(ক) যীশু দীক্ষাগুরু যোহনের কাছে ...... গ্রহণ করেছিলেন।
(খ) যীশু সমাজগৃহে গিয়ে প্রবক্তা .... বাণী গ্রন্থ থেকে পাঠ করেছিলেন।
(গ) যীশুর বাণী প্রচারের মূল বিষয় ছিল ....।
(ঘ) ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী .... পাঠিয়েছিলেন।
(ঙ) মুক্তি লাভের উপায় হলো মনে-প্রাণে যীশুকে .... রূপে গ্রহণ করা।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মেলাও

ক) ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালোবাসলেন যে তাঁর	ক) সারিয়ে তুলতে পারেন।
খ) তোমরা সবাই মন পরিবর্তন করো ও	খ) ঐশরাজ্যের চিহ্ন।
গ) প্রভু আপনি চাইলেই আমাকে	গ) নিজ নিজ পাপের জন্য অনুতাপ করা।
ঘ) যীশুর আশ্চর্য কাজগুলো হলো	ঘ) একমাত্র পুত্রকে দান করে দিয়েছেন।
ঙ) মুক্তির পথে চলার অর্থ হলো	ঙ) মঙ্গলসমাচারে বিশ্বাস করো।
	চ) রক্ষা করতে পারেন।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ যে পুত্রকে বিশ্বাস করে সে

(ক) মুক্তিলাভ করে (খ) চিরসুখী হয়

(গ) অনন্ত জীবন লাভ করে (ঘ) পুরস্কার লাভ করে

৩.২ ঈশ্বরের পথে ফিরে আসার অর্থ হলো

(ক) পাপ না করা (খ) ক্ষমা করা

(গ) সুস্থতা লাভ করা (ঘ) যীশুকে গ্রহণ করা

৩.৩ যীশু কার মেয়েকে বাঁচিয়ে তুললেন?

(ক) শতানিকের (খ) ফরিসির

(গ) সেনাপতির (ঘ) সমাজ নেতার

৩.৪ ঐশরাজ্যের চিহ্ন কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে?

(ক) যোহনের বাণী প্রচারের মাধ্যমে (খ) যীশুর দীক্ষাস্নান গ্রহণের মাধ্যমে

(গ) যীশুর আশ্চর্য কাজের দ্বারা (ঘ) যীশুর বাণী প্রচারের মাধ্যমে।

৩.৫ যীশু তাঁর প্রচারকাজ শুরু করেছিলেন -

(ক) নাজারেথে (খ) কাফারনাহুমে

(গ) গালিলেয়ায় (ঘ) যেরুসালেমে

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) যীশু কুষ্ঠরোগীকে কী বলে সুস্থ করেছিলেন?

(খ) যীশু কেন জীবন দিয়েছিলেন?

(গ) যোহনের শিষ্যরা কেন যীশুর কাছে গিয়েছিলেন?

(ঘ) আমরা কীভাবে মুক্তিলাভ করতে পারি?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) নাজারেথের সমাজগৃহে যীশু যে বাণী পাঠ করেছিলেন সে অংশটি লেখো।

(খ) যীশুর মুক্তির বাণীর মমার্থ কী?

(গ) পক্ষাঘাত লোকটির সুস্থতা লাভের ঘটনাটি বর্ণনা করো।

(ঘ) মুক্তির পথে চলার পাঁচটি উপায় লেখো।

নবম অধ্যায়

পবিত্র আত্মার অবতরণ

দীক্ষাস্নানের সময় আমরা পবিত্র আত্মাকে লাভ করেছি। হস্তার্পণে পবিত্র আত্মায় আরও বেশি পরিপক্বতা অর্জন করেছি। পবিত্র আত্মার সাতটি দান ও বারোটি ফল সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিত জেনেছি। প্রেরিতশিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মা কীভাবে নেমে এসেছিলেন তা এবার আমরা জেনে নেব। পবিত্র আত্মাকে পেয়ে শিষ্যদের মধ্যে যেসব পরিবর্তন এসেছিল সেগুলো আমরা জানব। এরপর আমরা মঙ্গলবাণী প্রচারকাজের শুরুর কথাগুলো নিয়েও আলোচনা করব।

পবিত্র আত্মার অবতরণের ঘটনা

প্রভু যীশু তাঁর যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত শারীরিকভাবে শিষ্যদের কাছাকাছি ছিলেন। তখন তিনি তাঁদের কাছে অনেকবার দেখা দিয়েছিলেন। এরপর তিনি স্বর্গে আরোহণ করেন। যাওয়ার আগে শিষ্যদের তিনি বলেছিলেন,"তিনি তাঁদের একা ফেলে যাবেন না। একজন সহায়ককে তিনি তাঁদের জন্য পাঠিয়ে দিবেন। তিনি এসে তাঁদের পরিচালনা করবেন। তাঁদের সাথে সর্বদাই থাকবেন।" আর সেই কথানুসারেই ঈশ্বরের আত্মা প্রেরিতশিষ্যদের ওপর নেমে এসেছিলেন।

এই ঘটনাটি ঘটেছিল যীশুর স্বর্গারোহণের দশদিন পরে, পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে। 'পঞ্চাশত্তম' কথার অর্থ এই ৫০ সংখ্যার পরিপূরক। পঞ্চাশত্তমী অর্থ হলো ৫০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরদিন। এটি ইহুদিদের একটি বিশেষ পর্ব ছিল। সিনাই পর্বতে মোশীর হাতে ঈশ্বর যে দশ আজ্ঞা দিয়েছিলেন তা তারা এই বিশেষ দিনটিতে স্মরণ করত।

সেদিন যীশুর সকল শিষ্যগণ যেরুসালেমের একটি ঘরে একসাথে বসা ছিলেন। তখন সকাল নয়টা মাত্র। তখন স্বর্গ থেকে হঠাৎ প্রচণ্ড বাতাস বয়ে যাওয়ার মতো শব্দ এলো। যে ঘরে তাঁরা ছিলেন সেই ঘরটি ঐ শব্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। আর সব শিষ্যের উপর আগুনের জিহ্বার মতো কী যেন নেমে এসে তাঁদের মাথার উপর জ্বলতে লাগল। তখন তাঁরা সবাই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলেন। আগুনের জিহ্বার আকারে পবিত্র আত্মা নেমে আসায় শিষ্যদের মনে পড়ে গেল প্রভু যীশুর প্রতিশ্রুতির কথা। তিনি বলেছিলেন, তিনি তাঁদের জন্য পবিত্র আত্মাকে অর্থাৎ একজন সহায়ককে পাঠিয়ে দেবেন। তাঁদের আরও মনে পড়ল, যীশু তাঁদের পাপ ক্ষমার কথা বলেছিলেন। তিনি তাঁদের উপর ফুঁ দিয়ে বলেছিলেন, তোমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করো। যার পাপ তোমরা ক্ষমা করবে তাদের পাপ স্বর্গেও ক্ষমা করা হবে। যার পাপ তোমরা ধরে রাখবে তার পাপ স্বর্গেও ধরা থাকবে। সেই পবিত্র আত্মা

প্রেমের আগুন দিয়ে সবার পাপ ক্ষমা করবেন। তাঁরই শক্তিতে শিষ্যগণও পাপ ক্ষমা করবেন।

পবিত্র আত্মার আগমনে প্রেরিতশিষ্যদের মধ্যে পরিবর্তন

শিষ্যগণ পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করার পর তাঁদের মধ্য থেকে ভয় দূর হয়ে গেল। তাঁদের অন্তরে এমন এক সাহস এলো যা আগে কোনোদিন ছিল না। তাঁরা তখন বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। তাছাড়া গভীর এক আনন্দে তাদের অন্তর ভরে গেল। সেই দিন পঞ্চাশত্তমী পর্ব উপলক্ষে বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদিরা যেরুসালেমে উপস্থিত ছিল। ঐ ঘরটির উপর বাতাসের প্রচণ্ড শব্দ শুনে বহু দেশ থেকে আগত ইহুদিরা সেখানে উপস্থিত হলো।

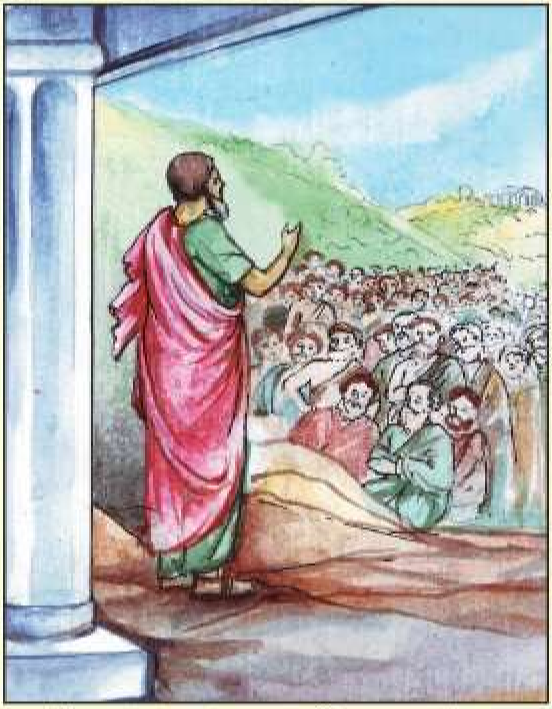
পবিত্র আত্মাকে লাভের পর পিতরের ভাষণ

তারা নিজ নিজ দেশের ভাষায় প্রেরিতশিষ্যদের কথা বলতে শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা মনে করল প্রেরিতশিষ্যগণ মদ খেয়ে মাতাল হয়েছেন। কিন্তু পিতর দাঁড়িয়ে ঐ লোকদের বললেন, তাঁরা মদ খাননি বরং পবিত্র আত্মাকে তাঁরা লাভ করেছেন। তিনি যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে লম্বা একটি ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, যীশু ছিলেন খ্রীস্ট। তাঁকে ঈশ্বর নিজে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু লোকেরা যীশুকে হত্যা করে বড় ভুল করেছে। এর দ্বারা তারা মহাপাপ করেছে। তাঁর কথা শুনে লোকেরা অনুতপ্ত হলো ও মন পরিবর্তন করল। সেদিন তিন হাজার লোক যীশুর নামে দীক্ষাস্নান গ্রহণ করল। পবিত্র আত্মা সেদিন স্বর্গ থেকে নেমে এসে মণ্ডলীতে থাকলেন। তিনি সকল শিষ্য, কুমারী মারীয়া ও দীক্ষাস্নাত সকল খ্রীস্টভক্তের অন্তরে রইলেন। এরপর নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলো দেখা গেল:

১। দীক্ষাস্নাত সবাই প্রেরিতদের শিক্ষা, সহভাগিতা, রুটিভাঙার অনুষ্ঠান ও প্রার্থনায় মনোযোগী হলো।
২। প্রেরিতদের দ্বারা অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে লাগল।
৩। সবার অন্তরে একটা ঈশ্বরভীতি অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা কাজ করতে লাগল।

৪। সকল ভক্তেরা নিজ নিজ সম্পত্তি বিক্রি করে সমস্ত টাকাপয়সা এনে প্রেরিতদের কাছে জমা করতে লাগল। নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে তারা ব্যয় করত।

৫। সবাই একমন ও একপ্রাণ হয়ে প্রার্থনা, ঈশ্বরের প্রশংসা ও ভোজে যোগ দিতে লাগল।

৬। দিন দিন অগণিত মানুষ তাঁদের দলে যোগদান করতে লাগল।

৭। মণ্ডলীর যাত্রা শুরু হলো।

কী শিখলাম

প্রেরিতশিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মার অবতরণের ঘটনাটি জানতে পারলাম। পবিত্র আত্মাকে লাভ করার পর শিষ্যদের ভয়ভীতি দূর হয়ে গেল। এরপর তাঁরা নির্ভয়ে পুনরুত্থিত যীশুর মঙ্গলবাণী প্রচার করতে শুরু করলেন। অনেক লোক বিশ্বাসী হলো ও দীক্ষাস্নাত হতে লাগল।

পরিকল্পিত কাজ

পবিত্র আত্মার অবতরণের ছবিটি আঁক।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করো

(ক) মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর .... দিন পর্যন্ত যীশু শিষ্যদের সঙ্গে ছিলেন।

(খ) স্বর্গারোহণের .... দিন পর শিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন।

(গ) পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে শিষ্যদের উপর .... নেমে এসেছিলেন।

(ঘ) পিতরের ভাষণ শুনে তিন হাজার লোক যীশুর নামে .... গ্রহণ করেছিল।

(ঙ) পবিত্র আত্মাকে লাভ করে শিষ্যদের .... দূরে হয়ে গেল।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মেলাও

ক) পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে যীশু শিষ্যদের বলেছিলেন	ক) পবিত্র আত্মাকে লাভ করেছিলেন।
খ) শিষ্যেরা আগুনের জিহ্বার আকারে	খ) অনুতপ্ত হলো ও মন পরিবর্তন করল।
গ) পবিত্র আত্মাকে লাভ করে দীক্ষাস্নাত খ্রিষ্টভক্তগণ	গ) রুটি ভাঙার অনুষ্ঠান ও প্রার্থনায় মনোযোগী হলো।
ঘ) পিতরের কথা শুনে লোকেরা	ঘ) তিনি তাদের একা রেখে যাবেন না।
ঙ) পবিত্র আত্মাকে লাভ করে প্রেরিত শিষ্যেরা	ঙ) শক্তিশালী হয়ে উঠল।
	চ) পাপ ক্ষমা করার অধিকার লাভ করলেন।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ পুনরুত্থানের চল্লিশ দিন পর যীশু কী করলেন?

(ক) বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লেন (খ) যেরুসালেমে মন্দিরে গেলেন

(গ) স্বর্গে আরোহণ করলেন (ঘ) নাজারেথে ফিরে গেলেন

৩.২ পবিত্র আত্মা এসে শিষ্যদের

(ক) রক্ষা করলেন (খ) পরিচালনা করলেন

(গ) পাপ ক্ষমা করলেন (ঘ) শক্তি দিলেন

৩.৩ পঞ্চাশত্তমী পর্ব উপলক্ষে ইহুদিরা এসে সমবেত হলো

(ক) গালিলেয়ায় (খ) বেথলেহেমে

(গ) শমরীয়ায় (ঘ) যেরুসালেমে

৩.৪ পিতর তাঁর বক্তব্যে বললেন যারা যীশুকে মেরেছে তারা

(ক) অন্যায় করেছে (খ) মহাপাপ করেছে

(গ) ক্ষতি করেছে (ঘ) সর্বনাশ করেছে

৩.৫ পবিত্র আত্মা পাপ ক্ষমা করেন

(ক) পাপ স্বীকারের মাধ্যমে (খ) প্রেমের আগুন দিয়ে

(গ) আশীর্বাদ করে (ঘ) আগুনের জিহ্বার দ্বারা

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) পঞ্চাশত্তমী অর্থ কী?

(খ) শিষ্যদের কাছে যীশু কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?

(গ) পবিত্র আত্মাকে লাভের পর প্রেরিতশিষ্যদের কথা শুনে ইহুদিরা কী মনে করেছিল?

(ঘ) কখন থেকে মণ্ডলীর যাত্রা শুরু হলো?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) পবিত্র আত্মার অবতরণের ঘটনাটি লেখো।

(খ) পবিত্র আত্মাকে লাভ করে শিষ্যদের কী অবস্থা হয়েছিল ও তারা কী করেছিল?

(গ) পবিত্র আত্মাকে লাভ করে দীক্ষাস্নাত লোকদের মধ্যে কী কী পরিবর্তন হয়েছিল?

দশম অধ্যায়

খ্রীষ্টমণ্ডলী

দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সন্তান ও ঐশ পরিবারের সদস্য হয়েছি। মণ্ডলী হলো ঈশ্বরের পরিবার। তিনি এই পরিবারের পিতা, আমরা তাঁর সন্তান । তাই আমাদের 'ঈশ্বরের সন্তান ' হওয়ার অর্থ কী তা ভালো করে জানা আবশ্যক। আমাদের আরও জানা প্রয়োজন, খ্রীষ্টমণ্ডলী কীভাবে পরিবার হয়, পরিবারের অর্থ কী, পরিবারের সদস্য হিসেবে আমাদের কর্তব্য কী। এই বিষয়গুলো জানার মাধ্যমে আমরা মণ্ডলীর আরও সক্রিয় সদস্য হয়ে উঠব।

খ্রীষ্টমণ্ডলী একটি পরিবার

স্বর্গীয় পিতা আমাদের তাঁর ঐশ জীবনের অংশীদার করেছেন অর্থাৎ মানুষ হয়েও আমরা ঈশ্বরের কাছে আসতে পেরেছি; তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে পারছি। এভাবে আমাদেরকে তিনি মর্যাদা দান করেছেন। আমরা তাঁর পুত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর ঐশ জীবনে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান পেয়েছি। পিতা ঠিক করেছেন, যারা তাঁর পুত্র যীশুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে তাদের তিনি মণ্ডলীভুক্ত করবেন। এভাবেই গঠিত হয়েছে খ্রিষ্টমণ্ডলী বা ঈশ্বরের পরিবার।

পবিত্র বাইবেলে যীশুর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরকে পিতা বলে ডাকতে শিখেছি (মথি ৬:৯)। সাধু পলের মধ্য দিয়ে আমরা জেনেছি যে, দীক্ষাস্নান লাভ করার পর আমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি (গালা ৪:১–৭)। সন্তানের মনোভাব নিয়ে আমরা ঈশ্বরকে 'পিতা' বলে ডাকি (দ্র: রোমীয় ৮:১৫)। পবিত্র বাইবেলে আমরা এরকম আরও অনেক উদাহরণ খুঁজে পাই যার মাধ্যমে মণ্ডলীকে পরিবারের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

মণ্ডলীতে ঐক্যবদ্ধভাবে জীবনযাপন করার আনন্দ

মণ্ডলীর সাথে আমাদের একাত্মতা শুধুমাত্র যীশুর সঙ্গে নয় বরং মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্যের সাথেও। প্রথম থেকেই প্রভু যীশু মণ্ডলীর একতার বিষয়টিকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তিনি দ্রাক্ষালতার উদাহরণ দিয়ে আমাদের বলেছেন, "আমি হলাম দ্রাক্ষালতা, আর তোমরা হলে শাখা-প্রশাখা।

"যে আমার মধ্যে থাকে আর আমি যার মধ্যে থাকি, সেই তো প্রচুর ফলে ফলশালী হয়ে ওঠে, কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না" (যোহন ১৫:৫)। যীশুর কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি হলেন মূল দ্রাক্ষালতা। আমরা হলাম শাখা-প্রশাখা। যীশুর সাথে

আমাদের একটা সম্পর্ক থাকতে হবে আবার আমাদেরও পরস্পরের সাথে সম্পর্ক থাকতে হবে। তা না হলে আমরা বেঁচে থাকতে পারি না। ফলশালীও হতে পারি না। এই সম্পর্ক আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

আদি মণ্ডলীর ভক্তগণ এক মন, এক প্রাণ হয়ে প্রার্থনা করতেন। তাঁরা একে অপরের সাথে তাঁদের টাকাপয়সা, খাওয়াদাওয়া এবং সব জিনিস-পত্রও সহভাগিতা করতেন। আন্তরিক আনন্দ ও সরলতার সঙ্গে তারা একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করতেন। প্রতিদিনই তাঁরা ঈশ্বরের বন্দনা করতেন। তাঁদের এই আনন্দময় ও একতাবদ্ধ জীবন দেখে প্রতিদিন নতুন নতুন সদস্য তাঁদের সঙ্গে যোগ দিত। আমরা পরিবারের মধ্য দিয়ে ভালোবাসা আদান-প্রদান ও ভাব বিনিময় করি। এর মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক সুন্দর হয়। প্রতিটি পরিবারে একজন কর্তাব্যক্তি থাকেন।

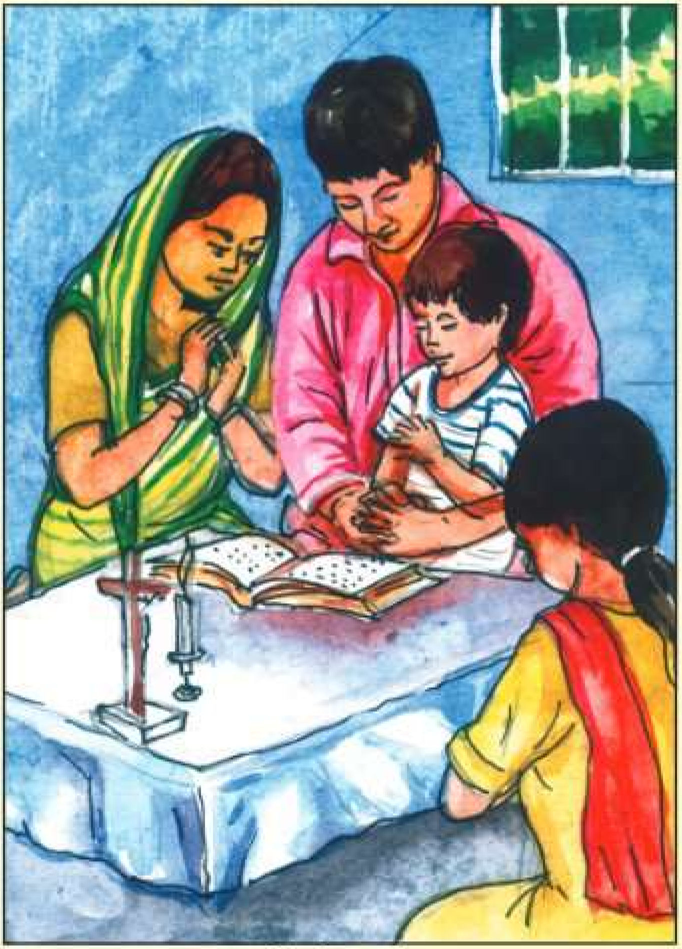

পারিবারিক প্রার্থনা

খ্রীষ্টমণ্ডলীতে ঈশ্বর আমাদের পিতামাতার মতো করেও ভালোবাসেন। তিনি আমাদের পরিচালনা ও গঠন দেন। তিনি সবাইকে এক পরিবারে ঐক্যবদ্ধ করে রাখেন।

পরিবারে পরস্পরের মধ্যকার সম্পর্কের উদাহরণ আমরা সবচেয়ে সুন্দরভাবে পেয়ে থাকি তিমথির কাছে সাধু পলের পত্র থেকে। সাধু পল তিমথিকে নিজের ছেলের মতো মনে করেন (১ তিম ১:২, ১৮)। এর মাধ্যমে তিনি তিমথির প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালোবাসা প্রদর্শন করেন। এটা গুরু-শিষ্যেরই সম্পর্ক। তিমথিকে সাধু পল পরামর্শ দেন যেন তিনি বয়স্ক

ব্যক্তিদের নিজের পিতামাতার মতো ও ছোটোদের নিজের ভাইবোনের মতো মনে করেন।

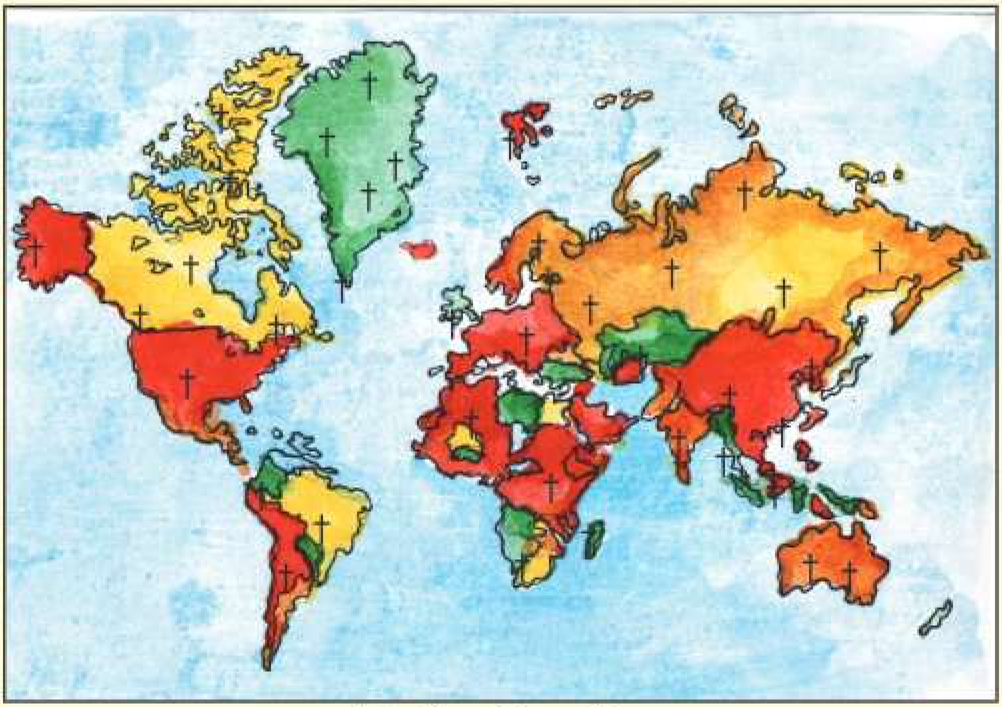

বিশ্বমন্ডলী একটি মাত্র পরিবার

প্রভুর ভোজ বা খ্রীষ্টযাগ

খ্রীষ্টযাগে এসে আমরা সকলে মিলে সেই এক যীশুর দেহ ও রক্ত গ্রহণ করি। আমরা সবাই যীশুর সাথে যুক্ত হচ্ছি। এই কারণে আমাদেরও পরস্পরের সাথে যোগাযোগ থাকতে হবে। এই খ্রীষ্টযাগে আমরা আলাদা আলাদাভাবে যোগ দিই না। সবাই মিলে, একটি সমাজ হিসাবে আমরা খ্রীষ্টযাগে যোগ দিই। মন্ডলীর ভক্তজন হিসেবে আমরা একসঙ্গে প্রার্থনা করি, প্রভুর বাণী শুনি, প্রভুর ভোজ বা খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করি।

পবিত্র খ্রীষ্টযাগ একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। আমরা একা একা খ্রীষ্টযাগে যোগদান করি না। সমাজের সকলের সাথে মিলে খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণ করি। প্রায়ই দেখা যায়, খ্রীষ্টযাগের আগে ও পরে আমরা পরস্পরের সাথে দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ করি। এটাও আমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক গভীর করার একটা উপায়। খ্রীষ্টযাগ একটি পারিবারিক ভোজের মতো। পরিবারে সকলের মধ্যে যখন একতা বিরাজ করে, তখন তারা একসাথে খাওয়া-দাওয়া করে আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু যখন একতা ও মিল না থাকে, তখন

তারা আর একসাথে খায় না। প্রতিবার যখন আমরা খ্রিস্টযাগে একত্রে মিলিত হই তখন আমাদের মধ্যে কোনো দলাদলি বা মনোমালিন্য থাকা উচিত নয়।

মিলনের প্রত্যাশায় ভক্তজনের যাত্রা

মণ্ডলীর বিভিন্ন সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য

খ্রীস্টবিশ্বাসীগণ হলেন মণ্ডলীর অর্থাৎ এক পরিবারের সদস্য। যারা দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে মণ্ডলীতে যুক্ত হয়েছে তাদের প্রত্যেকের কিছু দায়িত্ব রয়েছে। এগুলোর মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বা ভূমিকা হলো:

১। যাজকীয় ভূমিকা: মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে আমরা বিশ্বাস ও দীক্ষাস্নান দ্বারা ঈশ্বরের আপন জাতি হয়ে উঠি। দীক্ষাস্নানের সময় আমাদেরকে পবিত্র তেল দিয়ে লেপন করা হয়েছে। আমরা এর মাধ্যমে যাজক হয়ে উঠেছি। তাই এখন আমরা প্রার্থনা পরিচালনা করতে পারি।

২। প্রবক্তার ভূমিকা: প্রবক্তার ভূমিকা হলো ঈশ্বরের কথা মানুষের কাছে প্রচার করা। সত্য, ন্যায় ও শান্তির পক্ষে কাজ করা। তাঁরা খ্রীস্টের যোগ্যতর সাক্ষী হয়ে ওঠেন। আমরা খ্রীস্টের সাক্ষ্য দেওয়া, সত্য, ন্যায় ও শান্তির বাণী প্রচার করে প্রবক্তার ভূমিকা পালন করতে পারি।

৩। **রাজকীয় ভূমিকা:** রাজকীয় ভূমিকা হলো পরিবার ও সমাজকে সুপরিচালনা দান করা। যীশু রাজা হলেও তিনি সেবকের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বার বার বলেছেন তিনি সেবা পেতে নয় বরং সেবা করতে এসেছেন। আমরাও সেবা করে, নিজেরা সুপথে চলে এবং অন্যদেরও সুপথে পরিচালনা দান করে রাজার ভূমিকা পালন করতে পারি।

কী শিখলাম

খ্রীষ্টমণ্ডলী একটি ঐশপরিবার। মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে প্রভুর ভোজে একত্রে মিলিত হওয়ার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি। নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছি।

পরিকল্পিত কাজ

মণ্ডলীতে বিভিন্ন সদস্যদের দায়িত্বের একটি তালিকা তৈরি করো।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করো

(ক) দীক্ষাস্নানের মধ্য দিয়ে আমরা .... পরিবারের সদস্য হয়েছি।

(খ) প্রভু যীশু মণ্ডলীর.............বিষয়টিকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন।

(গ) ঈশ্বরকে আমরা পিতা বলতে শিখেছি..........মাধ্যমে।

(ঘ) খ্রীষ্ট মণ্ডলী একটি................... ।

(ঙ) মণ্ডলীর ভক্তজন হিসেবে আমরা একসঙ্গে প্রার্থনা করি, বাণী শুনি ও .... গ্রহণ করি।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মেলাও

ক) আদি মণ্ডলীর ভক্তজনেরা	ক) দেহ ও রক্তে পরিণত হয়।
খ) পরিবারে আমরা ভালোবাসা আদান-প্রদান ও	খ) যীশুর যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান।
পবিত্র খ্রীষ্টযাগ	গ) চারিদিকে বাণী প্রচার করত।
ঘ) খ্রীষ্টবিশ্বাসের পবিত্র ও মহান রহস্য হলো:	ঘ) এক মন এক প্রাণ হয়ে প্রার্থনা করত।
ঙ) খ্রীষ্টযাগে রুটি ও দ্রাক্ষারস যীশুর	ঙ) ভাব বিনিময় করি।
	চ) একটি সামাজিক অনুষ্ঠান

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ এক মন এক প্রাণ হয়ে প্রার্থনা করত–

(ক) প্রেরিত শিষ্যেরা (খ) ইহুদি সমাজ নেতারা

(গ) আদি মন্ডলীর ভক্তরা (ঘ) খ্রীষ্টভক্তরা

৩.২ আদি ভক্তরা কেমন জীবন যাপন করত?

(ক) একতাবদ্ধ ও আনন্দময় (খ) উৎসবমুখর

(গ) ত্যাগস্বীকার ও কঠোর (ঘ) আন্তরিক

৩.৩ খ্রীষ্টযাগে গিয়ে আমরা গ্রহণ করি–

(ক) খাদ্য ও পানীয় (খ) যীশুর দেহ ও রক্ত

(গ) রুটি ও দ্রাক্ষারস (ঘ) রুটি ও জল

৩.৪ খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের প্রবক্তাসুলভ ভূমিকা কোনটি?

(ক) অবহেলিতদের সেবা করা (খ) প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা

(গ) ন্যায় ও শান্তির বাণী প্রচার করা (ঘ) নিজে সুপথে চলা

৩.৫ খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের রাজকীয় ভূমিকা কোনটি?

(ক) উপাসনা পরিচালনা করা (খ) খ্রীষ্টের যোগ্য সাক্ষী হয়ে ওঠা

(গ) ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা করা (ঘ) পরিবার ও সমাজকে সুপথে পরিচালিত করা

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) আমরা কার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে পিতা বলতে শিখেছি?

(খ) মণ্ডলীর সাথে একতাবদ্ধ জীবনকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

(গ) আমাদের মধ্যে কি দলাদলি বা মনোমালিন্য থাকা উচিত?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) খ্রীষ্টমণ্ডলী কীভাবে এক পরিবার বুঝিয়ে লেখো।

(খ) মাণ্ডলিক একতায় প্রভুর ভোজের গুরুত্ব লেখো।

(গ) মণ্ডলীর সদস্যদের তিনটি প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে লেখো।

একাদশ অধ্যায়

পাপস্বীকার, খ্রীষ্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ

খ্রীষ্টমণ্ডলীর সাতটি সাক্রামেন্ত (সংস্কার) সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি। সাক্রামেন্তগুলোর নাম হলো যথাক্রমে: দীক্ষাস্নান, পাপস্বীকার, খ্রিস্টপ্রসাদ, হস্তার্পণ, রোগীলেপন, যাজকবরণ ও বিবাহ। এই সাক্রামেন্তগুলো খ্রীষ্টীয় জীবনের সকল গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের সাথে ওতপ্রোতভাবে সংযুক্ত । সাক্রামেন্তগুলো খ্রীষ্টমন্ডলীতে আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। এগুলো আমাদের জীবনের পথ প্রদর্শক। এই সাক্রামেন্তগুলো আমাদের পবিত্রভাবে গ্রহণ করতে হয়। কারণ এগুলোর মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টের মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করি, পিতার সাথে একাত্ম হই অর্থাৎ পিতার অনুগ্রহ লাভ করি, যীশুর শিষ্য হয়ে উঠি এবং খ্রীষ্টমন্ডলীর প্রকৃত সদস্য হয়ে উঠি। ইতিপূর্বে আমরা দীক্ষাস্নান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন আমরা পাপস্বীকার, খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ সম্পর্কে জানব।

১। পাপস্বীকার

খ্রীষ্টমণ্ডলীর সাতটি সাক্রামেন্তের মধ্যে দ্বিতীয় সাক্রামেন্তটি হচ্ছে পাপস্বীকার বা পুনর্মিলন। এটাকে বলা হয় অনুতাপ, ক্ষমাদান, পাপস্বীকার ও মন পরিবর্তনের সাক্রামেন্ত। আমাদের যখন ভালো ও মন্দের তফাৎ বোঝার ক্ষমতা হয়, তখন পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত গ্রহণ করতে পারি। পবিত্রতা অর্জনের জন্য যত ঘন ঘন সম্ভব পাপস্বীকার করা আমাদের জন্য কল্যাণকর।পাপের কারণে আমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। সেই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আমরা পাপস্বীকার করে মন পরিবর্তন করি।

পাপস্বীকার সংস্কার গ্রহণ

এভাবে আমরা যীশুর সঙ্গে থাকতে পারি। পাপস্বীকারে পাপের জন্য প্রকৃত অনুতাপ করার পর পুরোহিতের (যাজকের) কাছে পাপের কথা বলতে হয়। পুরোহিত আমাদের উপদেশ ও দণ্ডমোচন দেন। তিনি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে আমাদের পাপ ক্ষমা করেন।

এতে আমরা ঈশ্বর ও মণ্ডলীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হই। আমরা নরকের শাস্তি থেকে মুক্তি পাই, অন্তরে শান্তি পাই ও আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করি।

পাপস্বীকারের জন্য নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয় মনে রাখা দরকার:

(১) পাপস্বীকারের পূর্বে আমার সব পাপ মনে করব

(২) সেসব পাপের জন্য অনুতাপ করব

(৩) 'আর পাপ করব না' বলে সংকল্প করব

(৪) যাজকের কাছে গিয়ে সব পাপ খুলে বলব

(৫) যাজক পাপের যে দণ্ডমোচন দেন তা পূরণ করব।

গান করি

আমি ক্রুশের তলে নত হয়ে তাঁকে বলব প্রভু, ক্ষমা কর মোরে ক্ষমা করো।
কত যে ঘুরেছি পাপের পথে (২) পাইনি তো সুখ, পেয়েছি আঘাত (২) প্রতিনিয়ত।

পরিকল্পিত কাজ

(১) অনুতপ্ত হয়ে ঈশ্বরের কাছে একটি ক্ষমার প্রার্থনা লেখ।

(২) তোমার বিগত দিনগুলোর অপরাধ স্মরণ করো এবং যাদের সঙ্গে নানা কারণে তোমার সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে তাদের কাছে ক্ষমা চাও এবং পুনর্মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো।

২। খ্রীষ্টপ্রসাদ

খ্রীষ্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত বিভিন্ন নামে পরিচিত, যথা: ধন্যবাদজ্ঞাপক ক্রিয়া, পবিত্র খ্রীষ্টযাগ, প্রভুর ভোজ, প্রভুর স্মরণোৎসব, রুটি খণ্ডন অনুষ্ঠান, বেদীর আরাধ্য সংস্কার ইত্যাদি। খ্রীষ্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত হলো রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকারে যীশুর দেহ ও রক্ত। আমরা জানি, যীশু খ্রীষ্টের দুইটি স্বভাব (প্রকৃতি): ঐশ স্বভাব ও মানব স্বভাব। তিনি ঈশ্বরের স্বভাবে সব জায়গায় এবং মানুষের স্বভাবে স্বর্গে ও খ্রীষ্টপ্রসাদে উপস্থিত আছেন। খ্রীষ্টপ্রসাদে আমরা যীশু খ্রীষ্টকেই গ্রহণ করি। কারণ খ্রীষ্টযাগে যাজকের কথার মাধ্যমে রুটি ও দ্রাক্ষারস যীশুর দেহ ও রক্তে পরিণত হয়ে যায়।

পবিত্র খ্রীষ্টপ্রসাদ

খ্রীষ্টপ্রসাদে যীশু আমাদের আত্মার জীবন ও আহার হওয়ার জন্য নিজেকে দান করেন। তাই সুযোগ থাকলে প্রতিদিনই খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করা আবশ্যক। যীশু খ্রীষ্টযাগ প্রতিষ্ঠা করেছেন পুণ্য বৃহস্পতিবার। যে রাতে তিনি শত্রুদের হাতে সমর্পিত হয়েছিলেন সে রাতেই যীশু তাঁর শিষ্যদের সাথে শেষ ভোজ গ্রহণ করেছিলেন। সেই ভোজের সময় তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একখানা রুটি হাতে নিয়ে তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলেন। তারপর তা শিষ্যদের দিয়ে বললেন: "নাও, খাও সকলে, এ আমার দেহ যা তোমাদের জন্য সমর্পিত হবে।" তারপর তিনি একটি পানপাত্রে দ্রাক্ষারস নিয়ে শিষ্যদের হাতে দিয়ে বললেন:

শিষ্যদের সাথে প্রভু যীশুর শেষ ভোজ

"নাও, পান করো সকলে, এ আমার রক্তের পাত্র, নতুন ও শাশ্বত সন্ধির রক্ত। এ রক্ত তোমাদের জন্য আর সকল মানুষের জন্য পাপমোচনের উদ্দেশ্যে পাতিত হবে। তোমরা আমার স্মরণার্থে এই অনুষ্ঠান করবে।" যীশুর শেষ ভোজের ঘটনাটিই আমরা খ্রীষ্টযাগে স্মরণ করি। এই স্মরণ করা শুধু ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণ নয়। বরং যতবার খ্রীষ্টযাগ অর্পিত হয় ততবারই যীশু খ্রীষ্ট নিজে বলিকৃত হন।

খ্রীষ্টযাগ হলো খ্রীষ্টমণ্ডলীর জীবনের উৎস। খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার হলো ঈশ্বরের জীবনের সঙ্গে তাঁরই জনগণের মিলনের সময়। এর মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের অনন্ত জীবনের স্বাদ বা আনন্দ লাভ করি।

খ্রীষ্টপ্রসাদের প্রতি আমাদের সম্মান

খ্রীষ্টপ্রসাদকে আমরা অবশ্যই সম্মান দেখাব। খ্রীষ্টযাগ অনুষ্ঠানের সময় হোক বা অন্য কোনো সময়েই হোক, আমরা যেন খ্রীষ্টের আরাধনা করি। খ্রীষ্টপ্রসাদ যে জায়গায় রাখা হয় তার পাশে সর্বদাই বাতি জ্বালানো থাকে। খ্রীষ্টমণ্ডলী অতি যত্নের সাথে খ্রীষ্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত সংরক্ষণ করে। সেই খ্রীষ্টপ্রসাদ অসুস্থ ব্যক্তি, যারা খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণ করতে পারে না তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। পবিত্র খ্রীষ্টপ্রসাদ ভক্তদের আরাধনার জন্য প্রদর্শন করা হয়। শুধু তা-ই নয়, খ্রীষ্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রায় বহন করে সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণের ফল

১। খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণের ফলে খ্রীষ্ট ও তাঁর মণ্ডলীর সঙ্গে ভক্তের মিলন বৃদ্ধি পায়।
২। খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণকারীদের মধ্যে ভ্রাতৃপ্রেম বৃদ্ধি পায়।
৩। খ্রীষ্টভক্তের ভক্তি–ভালোবাসা আরও সবল হয়।
৪। পাপ করা থেকে বিরত থাকার শক্তি লাভ করি।
৫। অন্যের সাথে জীবন সহভাগিতা করার শক্তি পাই।

পরিকল্পিত কাজ

১। আজ থেকে আমি বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করব।
২। সুযোগ পেলে আমি প্রতিদিন খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণ করব।
৩। যারা খ্রীষ্টযাগে যেতে চায় না, তাদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা দিয়ে খ্রীষ্টযাগে নিয়ে যাব।

৩। হস্তার্পণ

কাথলিক মণ্ডলীতে এই সাক্রামেন্তকে 'হস্তার্পণ' বলার কারণ হলো সাক্রামেন্ত প্রার্থীর মাথায় হাত রেখে পবিত্র আত্মার কৃপা যাচনা করা হয়। এই সাক্রামেন্ত 'দৃঢ়ীকরণ সাক্রামেন্ত' নামেও পরিচিত। কারণ এই সাক্রামেন্তের মাধ্যমে প্রার্থীর অন্তরে পবিত্র আত্মার উপস্থিতিকে দৃঢ়তর করে তোলা হয়। এই সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো প্রার্থীর কপালে অভিষেক তেল লেপন করা। তেল লেপনের মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি প্রকৃত খ্রীষ্টান ও যীশুর উপযুক্ত শিষ্য হওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠে। যীশু পবিত্র আত্মার সাথে একাত্ম হয়ে তাঁর সমস্ত জীবনযাপন ও সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। পঞ্চাশত্তমী পর্বদিনে

প্রেরিতশিষ্যগণ পবিত্র আত্মাকে পেয়ে ঈশ্বরের মহিমা ও প্রশংসা করেছিলেন। সেই সময় যারা দীক্ষাস্নান গ্রহণ করত তাদের মাথায় হাত রেখে প্রেরিতশিষ্যগণ সেই একই পবিত্র আত্মাকে প্রদান করতেন। যুগের পর যুগ খ্রীষ্টমণ্ডলী সেই একই পবিত্র আত্মাকে আমাদের মাঝে জীবন্ত করে রাখছে।

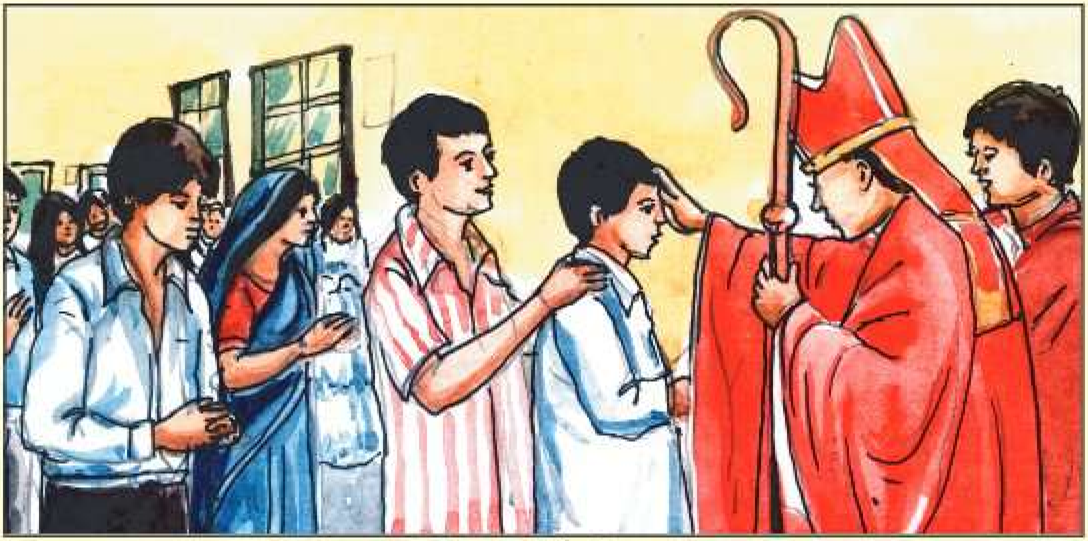

বিশপ হস্তার্পণ দিচ্ছেন

হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত দিয়ে থাকেন বিশপ (ধর্মপাল)। তিনিই প্রার্থীর মাথায় হাত রাখেন এবং কপালে তেল লেপন করেন। আর এর মাধ্যমে হস্তার্পণপ্রাপ্ত ব্যক্তি খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। যে কোনো দীক্ষাস্নাত মানুষ হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণ করতে পারে। এই সংস্কার একজন খ্রীষ্টভক্ত জীবনে মাত্র একবার গ্রহণ করে। এই সংস্কার সার্থকভাবে গ্রহণ করতে গেলে ভক্তকে অন্তরে পবিত্র হতে হয়।

হস্তার্পণ সংস্কারের ফল

১। ভক্তের অন্তরে পবিত্র আত্মা নতুনভাবে আগমন করেন।
২। আধ্যাত্মিক মুদ্রাঙ্কন দ্বারা চিহ্নিত হয়।
৩। ভক্ত আরও দৃঢ়ভাবে খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টমণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়।
৪। ভক্তের অন্তরে পবিত্র আত্মার শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠে।
৫। ভক্ত বিশেষ শক্তি পায়, যাতে সে খ্রীষ্টের যথার্থ সাক্ষী হতে পারে।

কী শিখলাম

পাপস্বীকারের উপায়সমূহ জানতে পেরেছি। খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করে আমরা আত্মায় বলীয়ান হই। হস্তার্পণের সময় পবিত্র আত্মাকে লাভ করি। পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমরা পরিপক্ব খ্রীষ্টান হয়ে উঠি।

পরিকল্পিত কাজ

১। বিশপ কর্তৃক হস্তার্পণ প্রদানের একটি চিত্র অঙ্কন করো।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করো

(ক) সাক্রামেন্তগুলো -------ভাগে ভাগ করা যায়।

(খ) পাপস্বীকার সাক্রামেন্তের অপর নাম-------।

(গ) পাপস্বীকারের মাধ্যমে আমরা ------ করি।

(ঘ) পাপস্বীকারের জন্য------- বিষয় মনে রাখা দরকার।

(ঙ) খ্রীষ্টপ্রসাদে আমরা------ গ্রহণ করি।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মেলাও

ক) যীশু খ্রীষ্টযাগ শুরু করেছেন	ক) জীবনের উৎস।
খ) যীশুর শেষ ভোজের ঘটনাটিই আমরা	খ) প্রার্থীর কপালে তেল লেপন করা হয়।
গ) খ্রীষ্টযাগ হলো খ্রীষ্টমণ্ডলীর	গ) পুণ্য বৃহস্পতিবার।
ঘ) হস্তার্পণ সাক্রামেন্তে	ঘ) খ্রীষ্টযাগে স্মরণ করি।
ঙ) যে কোনো দীক্ষাস্নাত মানুষ	ঙ) একবার গ্রহণ করে।
	চ) হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণ করতে পারে।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও

৩.১ সাক্রামেন্তগুলো হলো জীবনের–

(ক) পাথেয় (খ) পথপ্রদর্শক

(গ) নিরাময়কারী (ঘ) মিলন সাধনকারী

৩.২ কোন্ সাক্রামেন্তের মাধ্যমে যাজক পাপের দণ্ডমোচন দেন?

(ক) পাপস্বীকার (খ) বাপ্তিস্ম

(গ) হস্তার্পণ (ঘ) খ্রিস্টপ্রসাদ

৩.৩ যীশু খ্রীষ্টের কয়টি স্বভাব?

(ক) ৪টি (খ) ৩টি

(গ) ২টি (ঘ) ১টি

৩.৪ যীশু ঈশ্বরের স্বভাবে কোথায় উপস্থিত থাকেন?

(ক) রুটির আকারে (খ) দ্রাক্ষারসের মধ্যে

(গ) আমার অন্তরে (ঘ) সব জায়গায়

৩.৫ খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণকারীদের মধ্যে কী বৃদ্ধি পায়?

(ক) হিংসা (খ) রাগ

(গ) ভ্রাতৃপ্রেম (ঘ) সহমর্মিতা

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) যীশু কবে শেষ ভোজের অনুষ্ঠান করেন?

(খ) খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার কী?

(গ) পাপস্বীকার সাক্রামেন্তে যাজকের কাছে গিয়ে কী করতে হয়?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণের ৪টি ফল কী কী?

(খ) হস্তার্পণ সাক্রামেন্তের ফলগুলো উল্লেখ করো।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম

পবিত্র বাইবেলে অনেক আদর্শ ব্যক্তি আছেন। তাঁরা আমাদের জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হতে পারেন। আব্রাহাম (অব্রাহাম) হলেন এমন একজন ব্যক্তি, যাকে আমরা বলি বিশ্বাসীদের পিতা। তিনি ঈশ্বরের ওপর এত গভীর বিশ্বাস রেখেছিলেন যে, তাঁর বংশেই মুক্তিদাতার জন্ম হয়েছিল। তাঁর জীবনাদর্শ যদি আমরা অনুকরণ করতে পারি তবে আমরাও ঈশ্বরের আপনজন হতে পারি।

আব্রাহামের আহ্বান

আব্রাহাম মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের উর্ দেশে বাস করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সারা। আব্রাহাম ছিলেন একজন পশুপালক। তাঁর ছিল অনেক ভেড়া, গরু, ছাগল, উট ইত্যাদি পশু। তিনি সারা দিন পশুপালনের জন্য মাঠেই থাকতেন। আব্রাহাম একজন খুবই ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। ঈশ্বর তাঁকে আরও বড় একটা দায়িত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন। তাঁর বিশ্বাস ও ভক্তি ঈশ্বর যাচাই করতে চাইলেন। তাই ঈশ্বর একদিন আব্রাহামকে বললেন, "তুমি তোমার দেশ, তোমার আত্মীয়-স্বজন, তোমার পৈতৃক ভিটামাটি ও সমস্ত কিছু ছেড়ে, যে দেশ আমি তোমাকে দেখাব, সেই দেশেই চলে যাও। সেখানে তোমা থেকে আমি একটি মহান জাতির উদ্ভব ঘটাব। আমি তোমাকে আশিসধন্য করব। তোমার নাম মহৎ করে তুলব। তুমি নিজেই হবে জীবন্ত আশীর্বাদ। যারা তোমাকে আশীর্বাদ করবে, আমি তাদের আশীর্বাদ করব। কেউ তোমাকে অভিশাপ দিলে, আমি তাকে অভিশাপ

ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে আব্রাহাম ও পুত্র ইসায়াক

দিব। এই পৃথিবীর সকল জাতির মানুষেরা তোমার নাম নিয়েই একে অন্যকে আশীর্বাদ জানাবে" (আদি ১২:১–৩)।

এই আহ্বান আব্রাহামের জন্য ছিল বড় এক সিদ্ধান্তের সময়। তিনি সবকিছু বিবেচনা করে ঈশ্বরের এই আহ্বানে সাড়া দিলেন। এরপর তিনি অচেনা ও অজানা এক নতুন দেশের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। যেতে যেতে তিনি সিখেম নামে এক জায়গায় এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে ওক্ গাছের নিচে ঈশ্বর তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, "আমি এই দেশ তোমার বংশকে দেব।" তখন আব্রাহাম সেখানে প্রভুর উদ্দেশ্যে একটি যজ্ঞবেদী তৈরি করে ঈশ্বরের নামে বলি উৎসর্গ করলেন।

ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

আব্রাহাম ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত দেশে এসে পৌঁছালেন। সেখানে তিনি তাঁবু খাটিয়ে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের কোনো সন্তান ছিল না। একদিন ঈশ্বর তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, "ভয় কোরো না, আমি তোমাকে মহামূল্যবান পুরস্কারে ভূষিত করব।" আব্রাহাম ঈশ্বরকে বললেন, 'তুমি আমাকে কী দেবে? আমার তো কোনো ছেলেমেয়ে নেই। কে আমার উত্তরাধিকারী হবে? তখন প্রভু তাঁকে বললেন, "তোমারই সন্তান তোমার উত্তরাধিকারী হবে।" এভাবে প্রভু ঈশ্বর তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন, "আমি তোমাকে বহুজাতির পিতা করে তুলব। তোমার বংশ হবে আকাশের তারা–নক্ষত্র এবং সমুদ্রের বালুকণার মতো। আমি তোমাকে ফলশালী করে তুলব। তোমা থেকে অনেক রাজা বেরিয়ে আসবে। আমার ও তোমার মধ্যে এবং পুরুষানুক্রমেই তোমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে আমার এই সন্ধি চিরন্তন সন্ধি রূপেই স্থাপন করব। যেন আমি তোমার ও তোমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের ঈশ্বর হই।"

ইসায়াককে বলিদানে প্রস্তুত পিতা আব্রাহাম

ঈশ্বর সব সময় তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন। আব্রাহামের কাছে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁর স্ত্রী সারা একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেবেন। ঈশ্বর তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন। তাই বৃদ্ধ বয়সেও সারা গর্ভধারণ করে একটি পুত্রের জন্ম দিলেন। আব্রাহাম তাঁর নাম রাখলেন ইসায়াক।

ঈশ্বর জানতেন যে তাঁর প্রতি আব্রাহামের গভীর বিশ্বাস ও আস্থা আছে। তবুও তিনি আব্রাহামকে যাচাই করার জন্য একদিন তাঁকে বললেন, "তোমার একমাত্র সন্তান ইসায়াককে, যাকে তুমি অনেক বেশি ভালোবাস, তাকে আমার উদ্দেশ্যে বলিদান করো।"

ঈশ্বরের কথামতো তিনি ইসায়াককে নিয়ে মোরিয়া দেশে গেলেন। সঙ্গে নিলেন দুইজন কাজের লোক। বলিদানের জন্য নিলেন কাঠ, আগুন এবং খড়্গ। এরপর তারা দুইজনে প্রার্থনা করে নির্দিষ্ট জায়গার উদ্দেশে রওনা দিলেন।

যাত্রাপথে ইসায়াক তাঁর বাবাকে বললেন, 'বাবা! আগুন ও কাঠ তো আমরা নিয়েছি কিন্তু বলিদানের মেষ কোথায়?' আব্রাহাম তাঁকে বললেন, 'ঈশ্বরই জোগাড় করে দেবেন।' নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে আব্রাহাম বলিদানের জন্য যজ্ঞবেদী সাজালেন। এরপর ইসায়াককে বেঁধে বেদীতে কাঠের উপরে শোয়ালেন। এভাবে আব্রাহাম ইসায়াককে বলিদানে প্রস্তুত করলেন এবং নিজের ছেলেকে বলি দেওয়ার জন্য খড়্গ হাতে তুলে নিলেন। ঠিক এই সময় স্বর্গ থেকে প্রভুর দূত তাকে বললেন, ছেলেটির গায়ে তুমি হাত দিও না। ওর কোনো ক্ষতি কোরো না। কেননা আমি জানি তুমি তোমার ঈশ্বরকে নিজের একমাত্র ছেলের চেয়েও অনেক বেশি ভালোবাস।

বিশ্বাসীদের পিতা আব্রাহাম

আমরা পূর্বেই জেনেছি যে আব্রাহাম মেসোপটেমিয়ার উর্ দেশে বাস করতেন। ঐ সময়ে মেসোপটেমিয়ার লোকজন বহু দেব-দেবীর (যেমন, সূর্য, চন্দ্র, তারা, নক্ষত্র) পূজা ও আরাধনা করত। এক ঈশ্বরকে তারা জানত না। কিন্তু আব্রাহাম সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও আস্থা রেখেছিলেন। ঈশ্বরের ওপর আব্রাহামের বিশ্বাস এত দৃঢ় ছিল যে, তিনি ঈশ্বরের কথানুসারে নিজের পৈতৃক ভিটাবাড়ি, ধনসম্পদ, আত্মীয়-পরিজন সব কিছুরই মায়া ত্যাগ করলেন। ঈশ্বরের ওপর গভীর বিশ্বাস রেখে তিনি অচেনা-অজানা নতুন এক দেশে চলে এলেন। এমন কি তিনি নিজের একমাত্র ছেলে ইসায়াককেও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলিদান করতে প্রস্তুত ছিলেন। এভাবে আব্রাহামই সর্বপ্রথম এক ঈশ্বরের ওপর গভীর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করলেন। তিনি আমাদের সামনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠলেন। তাই আমরা আব্রাহামকে বিশ্বাসীদের পিতা বলে ডাকি।

কী শিখলাম

ঈশ্বরের ওপর আব্রাহামের বিশ্বাস ছিল গভীর। একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া তিনি অন্য কোনো দেব দেবীর পূজা ও আরাধনা করতেন না। তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে সদা প্রস্তুত ছিলেন। ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে ভালোবাসার সন্ধি স্থাপন করেছেন।

গান: প্রভু যদি ডাকো মোরে, পণ করেছি ফিরবো না। আমার দেশে তোমার আলো নিভতে আমি দিবো না। পণ কবেছি ফিরব না।

পরিকল্পিত কাজ

ঈশ্বরের ডাকে আব্রাহামের সাড়াদানের ঘটনাটি অভিনয়ের মাধ্যমে দেখাও।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করো

(ক) আব্রাহাম ------------ ইচ্ছা পালনে সদা প্রস্তুত ছিলেন।

(খ) আব্রাহাম ছিলেন একজন ------ব্যক্তি।

(গ) স্বর্গ থেকে প্রভুর দূত তাঁকে বললেন, ------গায়ে তুমি হাত দিও না।

(ঘ) ঈশ্বর সবসময় তার -----------পূরণ করেন।

(ঙ) ঈশ্বরের উপর আব্রাহামের বিশ্বাস ছিল----------।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মেলাও

ক) আব্রাহামের স্ত্রীর নাম ছিল	ক) মাঠে থাকতেন।
খ) আব্রাহাম পশুপালনের জন্য	খ) বহুজাতির পিতা করব।
গ) আব্রাহামের বংশেই	গ) সারা।
ঘ) আমি তোমাকে	ঘ) ইসায়াক।
ঙ) আব্রাহামের একমাত্র সন্তান	ঙ) মেষ।
	চ) মুক্তিদাতার জন্ম।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ আব্রাহামকে কার পিতা বলা হয়?

(ক) জনগণের (খ) ইসায়াকের

(গ) বিশ্বাসীদের (ঘ) অবিশ্বাসীদের

৩.২ আব্রাহাম কাকে বিশ্বাস করতেন?

(ক) প্রকৃতিকে (খ) এক ঈশ্বরে

(গ) দেবদেবীকে (ঘ) অনেক ঈশ্বরে

৩.৩ আব্রাহাম কোন দেশে বাস করতেন?

(ক) মিশর (খ) কানান

(গ) উর (ঘ) মেসোপটেমিয়া

৩.৪ কে বৃদ্ধ বয়সে একপুত্রের জন্ম দিলেন?

(ক) রুথ (খ) সারা

(গ) মারীয়া (ঘ) এসথের

৩.৫ আব্রাহাম কাকে বলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন?

(ক) যাকোব (খ) যোসেফ

(গ) বেঞ্জামিন (ঘ) ইসাযাক

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) আব্রাহামকে কেন বিশ্বাসীদের পিতা বলা হয়?

(খ) আব্রাহাম কেন নিজের দেশ ছেড়ে নতুন দেশের উদ্দেশে রওনা দিলেন?

(গ) আব্রাহামের জীবনে বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা কী ছিল?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) আব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি কী ছিল?

খ) ঈশ্বর আব্রাহামকে কীভাবে আহ্বান করলেন?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধন্য পোপ দ্বিতীয় জন পল

পোপ দ্বিতীয় জন পল ছিলেন কাথলিক মন্ডলীর একজন ধর্মগুরু। তিনি গোটা বিশ্বমানবজাতির কাছেই ছিলেন সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠাতা, পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনকারী, নিরাময়কারী এবং বর্তমান বিশ্বের একজন প্রবক্তা। তিনি প্রায় সাতাশ বছর পর্যন্ত পোপ হিসেবে ঈশ্বর ও মানুষের সেবা করে গেছেন। বিশ্বব্যাপী সব ধরনের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাভাজন ও প্রশংসনীয়। এমনই এক আদর্শ ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদেরও জানা দরকার।

জন্ম ও শৈশব

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই মে পোপ দ্বিতীয় জন পল পোলান্ডের ক্রাকৌ–এর ভাইশিন্‌জকি নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পোপ হওয়ার আগে তাঁর নাম ছিল ক্যারল যোসেফ ভয়তিহ্‌ওয়া। ছোট্টবেলায় বন্ধুরা তাঁকে ডাকতেন 'ললেক' নামে। তাঁর বাবার নাম ছিল ক্যারল ভয়তিহ্‌ওয়া (সিনিয়র) এবং মায়ের নাম ছিল এমিলিয়া ভয়তিহ্‌ওয়া। বাবা ছিলেন সেনা কর্মকর্তা এবং মা ছিলেন স্কুলশিক্ষক। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে যোসেফের মা মারা যান। এরপর তিনি তাঁর বড় ভাইয়ের আদর-যত্নে বড় হতে থাকেন। কিন্তু বড় ভাই মাত্র ২৬ বছর বয়সে মারা যান। যোসেফ একজন নামকরা স্পোর্টসম্যান ছিলেন। ফুটবল, বরফের উপরে স্কিইং ও পাহাড়ে আরোহণ ছিল তাঁর প্রিয় খেলা। ফুটবল খেলায় গোলরক্ষক হিসেবে তিনি ভালো ছিলেন। পোপ হওয়ার পরও তিনি ১৫ বছর পর্যন্ত প্রতি বছর ছুটি নিয়ে পর্বতে আরোহণ করতে যেতেন।

ক্যারল যোসেফ ভয়তিহ্‌ওয়া (ললেক)

পড়াশোনা

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে যোসেফ তাঁর এলাকা থেকে হাই স্কুল পড়া শেষ করেন। এরপর তিনি ক্রাকৌ–এর জাগিলোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই সময় পৃথিবীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। এই পরিস্থিতিতে যোসেফ 'ডেভিড' ও 'যোব' নামে দুইটি নাটক রচনা ও মঞ্চস্থ করেন।

এগুলোর পাশাপাশি তিনি একজন শ্রমজীবী হিসেবে চুনাপাথর কাটার কারখানায় কাজ করতে থাকেন। এভাবে তিনি নাৎসী বাহিনীর আক্রমণ থেকে রেহাই পান। একুশ বছর বয়সে, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে যোসেফের বাবা মারা যান। এ সময় যোসেফ সমগ্র পোলান্ডে একজন নামকরা অভিনেতা হিসেবে পরিচিত হন।

পুরোহিত পদে যোসেফ

তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। যোসেফ এসময় পুরোহিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'গোপন সেমিনারিতে' যোগ দেন। পাশাপাশি সাবান তৈরির কারখানার শ্রমিকের কাজ করতে থাকেন। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে একবার এক মিলিটারি ট্রাক তাঁকে পেছন থেকে ধাক্কা দিলে তিনি পড়ে গিয়ে কাঁধে মারাত্মক আঘাত পান। অনেক যুবককে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে বন্দী করে। কিন্তু একজন কার্ডিনাল যোসেফ ও আরও কয়েকজন সেমিনারিয়ানকে আর্চবিশপ হাউজে লুকিয়ে রাখেন। বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি আবার পড়াশুনা আরম্ভ করেন। এরপর তিনি যাজকপদে অভিষিক্ত হন। তিনি রোমে যান ও পড়াশুনা শেষে দর্শন শাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করে দেশে ফেরেন। নিজ দেশে ফিরে তিনি ঐশতত্ত্বের উপর ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে যোসেফ ক্রাকৌ শহরের একটি ধর্মপল্লীতে কাজ করতে শুরু করেন। এখানে তিনি যুবক-যুবতীদের জন্য প্রচুর সময় দিতে থাকেন। একই সময়ে তিনি জাগিলোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতিবিদ্যা শিক্ষা দিতে শুরু করেন।

বিশপ, আর্চবিশপ ও কার্ডিনাল হিসেবে জন পল

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে যোসেফ ক্রাকৌ ধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ পদে অভিষিক্ত হন। এর পাঁচ বছর পর তিনি আর্চবিশপ মনোনীত হন। এরও ছয় বছর পরে, অর্থাৎ ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কার্ডিনাল পদ লাভ করেন।

পোপ হিসেবে জন পল

১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৫৮ বছর বয়সে তিনি পোপ পদে নির্বাচিত হন। পোপ পদে নির্বাচিত হয়ে রোমের সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে প্রথম খ্রীষ্টযাগের উপদেশে তিনি বিশ্বমণ্ডলীকে বলেন, 'ভয় পেয়ো না।' এটাই ছিল তাঁর জীবনের এক নম্বর মূলমন্ত্র।

মানুষকে একত্রিতকরণ

পোপ দ্বিতীয় জন পলের দ্বিতীয় মূলমন্ত্রটি ছিল "যুদ্ধ নয়, শান্তি"। বিশ্বব্যাপী সকলেই শান্তি চায়, ন্যায্যতা ছাড়া শান্তি আসে না। আর ন্যায্যতার অর্থই হলো যার যা

পাওনা তাকে তা দেওয়া। এ জন্য পোপ দ্বিতীয় জন পল সবার মানবাধিকার রক্ষার প্রতি খুব যত্নবান হন। তিনি নৈতিকতার পক্ষ সমর্থন করেন। সর্বদা তিনি দরিদ্র, নিপীড়িত ও নির্যাতিতদের পক্ষ গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন দেশে যুদ্ধবিগ্রহ চলাকালে যুদ্ধে জড়িত দেশগুলোকে তীব্র নিন্দা করেন ও শান্তি স্থাপনের আহ্বান জানান। বিশেষত ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইরাক ও কুয়েত যুদ্ধ এবং ২০০১ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার সময় তিনি তীব্র নিন্দা জানান।

ক্ষমার উজ্জ্বল আদর্শ

১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে পোপ দ্বিতীয় জন পল লোকদের সাথে দেখা করছিলেন। আর সেই সময় হঠাৎ মুহম্মদ আলী আজ্জা নামে এক তুর্কি নাগরিক পোপকে গুলি করে। সঙ্গে সঙ্গে পোপ মহোদয়কে হাসপাতালে নেওয়া হয়। অন্যদিকে সন্ত্রাসী আলী আজ্জাকেও পুলিশেরা ধরে কারাগারে নিয়ে যায়। পোপকে ছয় ঘণ্টা অস্ত্রোপচারের পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রাখা হয় মোট ২২ দিন। এরপর তিনি ঘরে গিয়ে আলী আজ্জার মন পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন। দুই সপ্তাহ পরে তিনি আবার হাসপাতালে যান দ্বিতীয় অস্ত্রোপচারের জন্য। ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পোপ মহোদয় কারাগারে বন্দী আলী আজ্জাকে দেখতে যান এবং তাকে ক্ষমা করেন ও তার জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান মুহম্মদ আলী আজ্জাকে যেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া না হয়। তাঁর এই অতি মহান ক্ষমার আদর্শ দেখে বিশ্ববাসী সেদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

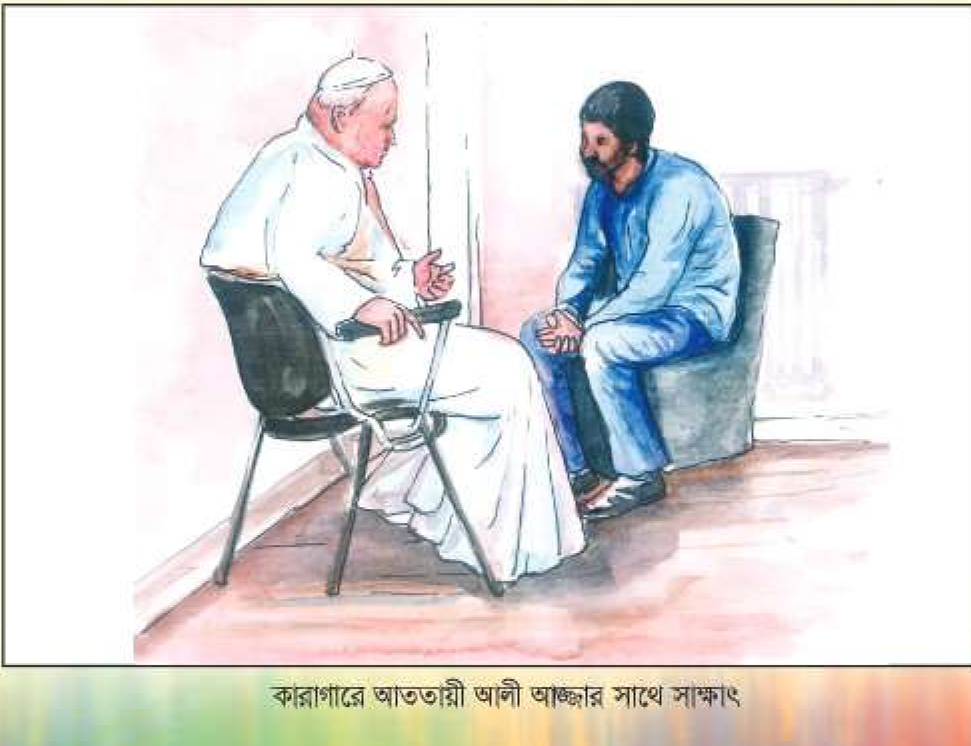

কারাগারে আততায়ী আলী আজ্জার সাথে সাক্ষাৎ

সকলকে সমান চোখে দেখা

পোপ দ্বিতীয় জন পল ছোটো-বড়ো, ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ, খ্রীষ্টান অখ্রীষ্টান সবাইকে সমান চোখে দেখতেন। তিনি পোপ হিসেবে ১০৪ বার বিদেশযাত্রা করে ১৪২টিরও বেশি দেশে গিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। অতীতের সকল পোপদের চাইতে পোপ দ্বিতীয় জন পলই বেশিসংখ্যক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি শিশুদের খুব ভালোবাসতেন। আবার তিনিই বিশ্বে যুবদিবস পালন করার রীতি গড়ে তুলেছেন। তিনি যুবক-যুবতীদের এতই ভালোবাসতেন যে, তাঁকে যুবক-যুবতীদের পোপ বলে অনেকে সম্বোধন করতেন।

বাংলাদেশে পোপ দ্বিতীয় জন পল

১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে নভেম্বর তৎকালীন সরকারের আমন্ত্রণে পোপ দ্বিতীয় জন পল বাংলাদেশে এক সংক্ষিপ্ত সফরে আসেন। সেদিন তিনি ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে পঞ্চাশ হাজার খ্রীষ্টভক্তের জন্য খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করেন। ঐ খ্রীষ্টযাগে তিনি ১৭ জন বাংলাদেশি যুবককে যাজক পদে অভিষিক্ত করেছিলেন।

১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করে বাংলাদেশের মাটি চুম্বনরত পোপ মহোদয়

জন পলের ধন্য শ্রেণিভুক্তকরণ

সিস্টার মারী সাইমন পীয়ের নামক ফরাসি দেশের একজন সিস্টার পারকিনসন্স রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। পোপ জন পলের মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার মাধ্যমে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এই সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, পোপ দ্বিতীয় জন পল একজন পবিত্র ও সাধু ব্যক্তি। একদিন তিনি সাধু শ্রেণিভুক্ত হবেন। এই লক্ষ্যে ২০১১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে পোপ ২য় জন পলকে ধন্য শ্রেণিভুক্ত করা হয়। এই মহান পোপকে আমরা এখন বলি ধন্য পোপ দ্বিতীয় জন পল।

কী শিখলাম

পোপ দ্বিতীয় জন পল একজন নাট্যকার, অভিনেতা, খেলোয়াড়, শ্রমিক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও আধ্যাত্মিক শক্তিধর সেবক ছিলেন। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা, ক্ষমার আদর্শ স্থাপন ও দেশে দেশে মিলনসমাজ গঠনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

পরিকল্পিত কাজ

পোপ দ্বিতীয় জন পলের হত্যা প্রচেষ্টাকারীকে ক্ষমাদানের ঘটনাটি অভিনয়ের মাধ্যমে দেখাও।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করো

(ক) পোপ দ্বিতীয় জন পল কাথলিক মণ্ডলীর একজন ------ ছিলেন।
(খ) পোপ দ্বিতীয় জন পল ছিলেন বিশ্বের একজন -------------।
(গ) পোপ দ্বিতীয় জন পল ---------- বছর বয়সে পোপ পদে নির্বাচিত হন।
(ঘ) পোপ দ্বিতীয় জন পলের বাবা ছিলেন ------কর্মকর্তা।
(ঙ) পোপ হওয়ার আগে তাঁর নাম ছিল ---------।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মেলাও

ক) ছোটবেলায় বন্ধুরা যোসেফকে	ক) স্কুল শিক্ষিকা।
খ) তাঁর মা ছিলেন	খ) ক্রাকৌ-এর ভাইশিন্‌জকিতে জন্মগ্রহণ করেন।
গ) ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে যোসেফের	গ) গোপন সেমিনারিতে যোগ দেন।
ঘ) পোপ দ্বিতীয় জন পল	ঘ) আর্চবিশপ হাউজে লুকিয়ে রাখেন।
ঙ) ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি	ঙ) ললেক বলে ডাকতেন।
	চ) মা মারা যান।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ যোসেফ কোন কারখানায় শ্রমিকের কাজ করতেন?

(ক) কয়লার (খ) সাবানের
(গ) লোহার (ঘ) ইস্পাতের

৩.২ কত খ্রিষ্টাব্দে মিলিটারি ট্রাক যোসেফকে ধাক্কা দেয়?

(ক) ১৯৪৪ (খ) ১৯৪৫
(গ) ১৯৪৬ (ঘ) ১৯৪৭

৩.৩ যাজক পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর যোসেফ কোথায় যান?

(ক) জার্মান (খ) রোম
(গ) পোলান্ড (ঘ) ফ্রান্স

৩.৪ পোপ দ্বিতীয় জন পল কোন বিষয়ে রোম থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন?

(ক) মণ্ডলীর আইন (খ) দর্শন
(গ) বাইবেল (ঘ) ঐশতত্ত্ব

৩.৫ পোপ দ্বিতীয় জন পল কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা দিতেন?

(ক) উর্বানা (খ) পন্টিফিক্যাল
(গ) জাগিলোনিয়ান (ঘ) নটর ডেম

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) পোপ দ্বিতীয় জন পলের দ্বিতীয় মূলমন্ত্রটি কী ছিল?
(খ) যোসেফ কত খ্রীষ্টাব্দে ক্রাকৌ শহরের একটি ধর্মপল্লীতে কাজ করেন?
(গ) পোপ দ্বিতীয় জন পল কোথা থেকে দর্শন শাস্ত্রে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) কোন ঘটনার মাধ্যমে এবং কীভাবে তিনি ক্ষমার উজ্জ্বল আদর্শ হতে পেরেছেন?
(খ) বাংলাদেশে পোপ দ্বিতীয় জন পলের আগমন বিষয়ে ব্যাখ্যা করো।

চতুর্দশ অধ্যায়

স্বর্গ ও নরক

ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি। তাঁর কাছেই একদিন আমাদের ফিরে যেতে হবে। সেখানে যাওয়ার জন্য আমাদের সবাইকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। এরপর হবে শেষ বিচার। তখন ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নেবেন আমাদের কোথায় পাঠাবেন। এই পৃথিবীতে আমাদের বর্তমান জীবনযাপনের ওপর নির্ভর করবে আমরা স্বর্গে যাব নাকি নরকে যাব। স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে আমরা ইতিমধ্যেই একটা ধারণা পেয়েছি। আমরা সকলেই স্বর্গে ঈশ্বরের সাথে চিরদিন সুখে বাস করতে চাই। তাই এখন আমাদের আরও ভালোরূপে জানা দরকার স্বর্গ কী এবং কীভাবে স্বর্গে যাওয়া যায়। আরও জানা দরকার মানুষ কেন নরকে যায় এবং কীভাবে নরকের পথ এড়িয়ে যীশুর পথে চলা যায়।

স্বর্গ কী

স্বর্গ হলো ঈশ্বরের আবাসস্থল। এটি সর্বোচ্চ সুখময় স্থান। স্বর্গে সাধুসাধ্বীগণ ও স্বর্গদূতবাহিনী, পবিত্র ও ধার্মিক বিশ্বাসীগণ সর্বদা ঈশ্বরকে ঘিরে থাকেন। সেখানে তাঁরা ঈশ্বরের আরাধনা করেন ও চিরকালীন সুখে বাস করেন। কিন্তু স্বর্গটি ঠিক কোন্ স্থানে তা আমরা কেউ বলতে পারি না। আমরা বলি ঈশ্বর যেখানে, সেখানেই স্বর্গ। তথাপি আমরা বিশ্বাস করি, স্বর্গ হলো আমাদের অনেক উপরে, নভোমন্ডলের ঊর্ধ্বে। কারণ প্রভু যীশু পুনরুত্থান করার পর স্বর্গে আরোহণ করেছেন। একটা মেঘবাহন এসে তাঁকে বহন করে নিয়ে গেছে। তিনি উপরের দিকেই উঠে গিয়েছেন। এই পৃথিবীতে আমরা দৈহিক চোখ দিয়ে ঈশ্বরকে সরাসরি দেখতে পাই না। কিন্তু স্বর্গে আমরা ঈশ্বরকে নিজের চোখে সরাসরি দেখতে পাব। সেখানে আমরা ঈশ্বরের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারব। স্বর্গে আমরা তাঁর রাজত্ব ও গৌরবের অংশীদার হতে পারব। আর আশ্রয় নেব ঈশ্বরের কোলে।

এ পৃথিবীতেও আমরা অনেক আনন্দ উপভোগ করে থাকি। আমরা ভালো ও মজার মজার খাবার খাই, ভালো পোশাক-পরিচ্ছদ পরি। অনেক আনন্দদায়ক খেলাধুলা করি, মন মাতানো গানবাজনা ও নৃত্য করি। কখনো আবার বনভোজন করি, মজার মজার গল্প পড়ি ও শুনি। টেলিভিশন ও সিনেমা হলে নানা ধরনের নাটক ও চলচ্চিত্র উপভোগ করি। বড়োদিন, পাস্কা ও অন্যান্য পর্বে অনেক আনন্দ করি। কিন্তু স্বর্গসুখের তুলনায় এসব জাগতিক সুখ

একেবারেই তুচ্ছ ও নগণ্য। স্বর্গে যাওয়ার অর্থ ঈশ্বরের কাছে যাওয়া, তাঁর সঙ্গে থাকা। ঈশ্বর আমাদের সবকিছুর দাতা, আমাদের পালনকর্তা ও রক্ষাকর্তা। তাঁর সাথে আমরা যখন এক হয়ে যেতে পারব, তখন আমাদের আর কোনো দুঃখ-কষ্টই থাকবে না। আমাদের আর কোনোদিন চোখের জল ফেলতে হবে না। স্বর্গে নেই কোনো রাগ, অহংকার, ঝগড়াঝাটি, মারামারি, হিংসাবিদ্বেষ। সেখানে আছে শুধু অনেক অনেক ভালোবাসা ও স্বর্গীয় সুখ। সেখানে আছে শুধু আনন্দ আর আনন্দ। স্বর্গই আমাদের আসল আবাসস্থল। স্বর্গে আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যীশু খ্রিস্ট এবং পিতা ঈশ্বর থাকেন। সেখানে দূতবাহিনী, সাধুসাধ্বীগণ এবং মা মারীয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

স্বর্গে যাওয়ার উপায়

স্বর্গে যাওয়ার অর্থ হলো ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়া। তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে আমাদের ভালো ও পবিত্র জীবন যাপন করতে হবে। ভালো ভালো কাজ করতে হবে। পবিত্র জীবন যাপন করার জন্য আমাদের সামনে ঈশ্বর তাঁর বাণী রেখেছেন। তাঁর আজ্ঞাগুলো আমরা যদি সঠিকভাবে পালন করি, তাঁর প্রিয় পুত্রের দেখানো পথে চলি, তবে আমরা পবিত্র জীবন যাপন করতে পারি। ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টই আমাদের পথ, সত্য ও জীবন। তিনি আমাদের সামনে অষ্টকল্যাণবাণী রেখেছেন।

স্বর্গের দরজা

ভালোবাসা ও ক্ষমার আদর্শ দেখিয়েছেন। তিনি নানাবিধ শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের পরস্পরের সেবা করতে বলেছেন। ক্ষুধার্তকে আহার দান, তৃষ্ণার্তকে পানীয় দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান, অসুস্থকে সেবা, বন্দীকে দেখতে যাওয়া ইত্যাদি উপায়ে আমরা ভালো ভালো কাজ করতে পারি। এগুলো হলো ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি আমাদের

ভালোবাসার প্রকাশ। প্রভু যীশু এ পৃথিবীতে এসে একটি মণ্ডলী স্থাপন করে গেছেন। তিনি তাঁর আত্মার মাধ্যমে এই মণ্ডলীতে উপস্থিত রয়েছেন। মণ্ডলীর পরিচালকদের তিনি ক্ষমতা দিয়েছেন তাঁর ভক্ত মানুষদের পরিচালনার জন্য। কাজেই মণ্ডলীর পরিচালনা মেনে, সাক্রামেন্তগুলো সঠিকভাবে গ্রহণ করে আমরা পবিত্রতার সাধনা করতে পারি। মণ্ডলীর পরিচালনায় আমাদের প্রথমে ভালো মানুষ হতে হবে। এরপর আমাদের ভালো খ্রীষ্টান হতে হবে। আমরা ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে চলতে থাকব।

নরক ও নরকে যাওয়ার কারণ

নরকের আগুন

নরক হলো অভিশপ্তদের বাসস্থান। যারা মানুষকে ভালোবাসা ও সেবার মধ্য দিয়ে যীশুর প্রতি ভালোবাসা ও সেবা প্রকাশ করেনি তারা নরকে যাবে। যীশু বলেছেন, নরক হলো এমন একটি স্থান যেখানে সর্বদা আগুন জ্বলছে। তাঁর কথানুসারে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চাইতে বরং কোনো কোনো অঙ্গ হারানোই ভালো। মারাত্মক পাপের অবস্থায় যারা মারা যায়, তারা মৃত্যুর পরপরই নরকে যায়। সেখানে তারা নরকের শাস্তি অর্থাৎ এমন আগুনে পুড়তে থাকে যে আগুন কখনো নিভে না। ঈশ্বর ও মানুষের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখাই নরকে বাস করা। কোনো কোনো মানুষ আছে যারা স্বেচ্ছায় অর্থাৎ জেনেশুনে ভালোবাসার পথ ত্যাগ করে ও ঘৃণার পথ বেছে নেয়। তারা সকলের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে। মৃত্যু পর্যন্ত তারা সেই ভাবেই চলে। এই মানুষেরা মারাত্মক পাপের মধ্যে জীবন যাপন করে। তারাই নরকে যায়। ঈশ্বর কাউকে নরকে যাওয়ার জন্য আগেই ঠিক করে রাখেন না। জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করতে হয় ও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে হয়। যারা তা করে না তারাই নরকে যায়।

যীশুর দেখানো পথে চলা

যেকোনো মানুষ মন পরিবর্তন করে ঈশ্বরের ক্ষমা গ্রহণ করলে স্বর্গে যেতে পারবে। যীশু বলেন, "সরু দরজা দিয়ে প্রবেশ করো, কেননা যা সর্বনাশের দিকে নিয়ে যায়, সেই দরজা চওড়া ও প্রশস্ত। কিন্তু যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়, সেই দরজা সরু এবং সেই পথ সংকীর্ণ। অল্প মানুষেই সেই পথের সন্ধান পায়" (মথি ৭:১৩–১৪)।

আমাদের মণ্ডলীর শিক্ষা হলো এই যে, আমরা আমাদের মৃত্যুর দিন বা ক্ষণ জানি না। তাই আমাদের প্রভু যীশুর উপদেশ মেনে চলা দরকার। সবসময় সজাগ থাকতে হবে। যাতে যখন আমাদের এই পার্থিব জীবন শেষ হয়ে যাবে, তখন যেন আমরা স্বর্গীয় পিতার কোলে আশ্রয় পাওয়ার যোগ্য হতে পারি। আমরা যেন বাইবেলে উল্লিখিত সেই দুষ্ট ও অলস কর্মচারীর মতো নরকে নিক্ষিপ্ত না হই। কারণ নরকে গেলে সর্বদা আগুনে জ্বলতে হবে। সেখানে থেকে কান্নাকাটি করলেও ঈশ্বর রক্ষা করতে আসবেন না। বরং আমরা যেন নিজ নিজ গুণগুলো ব্যবহার করে ঈশ্বর ও মানুষের সেবা করি। তখন মনিব আমাদেরকে প্রশংসা করবেন ও স্বর্গে যাওয়ার অনুমতি দেবেন।

কী শিখলাম

স্বর্গ হলো ঈশ্বরের আবাসস্থল আর নরক হলো অভিশপ্তদের আবাসস্থল। যারা ঈশ্বর ও মানুষকে ভালোবাসে ও সেবা করে তারা স্বর্গে যাবে। যারা স্বেচ্ছায় ভালোবাসতে ও সেবা করতে অস্বীকার করে ও ঘৃণার মধ্যে বাস করে তারা নরকে যাবে। মারাত্মক পাপের মধ্যে থেকে যারা মৃত্যুবরণ করে তারা নরকে যায়। কিন্তু পাপ থেকে মন ফেরালে স্বর্গে যাওয়া যায়।

পরিকল্পিত কাজ

কী কী ভাবে জীবন যাপন করলে স্বর্গে যাওয়া যায় দলের সকলের সাথে মিলে তার একটি তালিকা তৈরি করো।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করো

(ক) আমরা সকলেই ------ ঈশ্বরের সাথে সুখে বাস করতে চাই।

(খ) স্বর্গ হলো ঈশ্বরের ------------।

(গ) আমরা বলি ঈশ্বর যেখানে, সেখানেই ----------- ।

(ঘ) প্রভু যীশু -------- করার পর স্বর্গে আরোহণ করেছেন।

(ঙ) স্বর্গে যাওয়ার অর্থ হলো ------- সাথে মিলিত হওয়া।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মেলাও

ক) নরক হলো	ক) অষ্টকল্যাণ বাণী রেখেছেন।
খ) তিনি আমাদের সামনে	খ) পিতা ঈশ্বর থাকেন।
গ) যীশু খ্রীষ্ট আমাদের	গ) রক্ষা করতে আসবেন।
ঘ) স্বর্গে আমাদের মুক্তিদাতা যীশু খ্রিষ্ট ও	ঘ) এই পৃথিবীতে এসেছি।
ঙ) ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা	ঙ) পথ, সত্য ও জীবন।
	চ) অভিশপ্তদের বাসস্থান।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ স্বর্গ কেমন স্থান?

(ক) সর্বোচ্চ সুখময় (খ) সুখময়

(গ) দুঃখময় (ঘ) সর্বোচ্চ দুঃখময়

৩.২ স্বর্গে আমরা কার সৌন্দর্য উপভোগ করব?

(ক) মানুষের (খ) দিয়াবলের

(গ) ঈশ্বরের (ঘ) স্বর্গ দূতদের

৩.৩ ঈশ্বর ও মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখাই হলো–

(ক) নরক বাস (খ) স্বর্গবাস

(গ) পৃথিবীর আনন্দ (ঘ) স্বর্গের আনন্দ

৩.৪ মণ্ডলীর শিক্ষা হলো সব সময়–

(ক) ঘুমিয়ে থাকা (খ) সজাগ থাকা

(গ) উপদেশ না মানা (ঘ) মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া

৩.৫ স্বর্গ সুখের তুলনায় জাগতিক সুখ হলো–

(ক) ভালো ও আনন্দদায়ক (খ) তুচ্ছ ও ঘৃণ্য

(গ) ভালো ও নগণ্য (ঘ) তুচ্ছ ও নগণ্য

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) যীশুর দেখানো পথ কোনটি?

(খ) পাপ থেকে মন ফেরালে কোথায় যাওয়া যায়?

(গ) আমাদের নিজেদের গুণ ব্যবহার করে আমরা কাদের সেবা করতে পারব?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) স্বগ কী ব্যাখ্যা করো।

(খ) নরকে যাওয়ার কারণ কী?

পঞ্চদশ অধ্যায়

খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসমন্ত্র

খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসমন্ত্র রচিত হয়েছে পবিত্র বাইবেলের আলোকে। এগুলো আমাদের ধর্মবিশ্বাসের মূল বিষয়। এই বিষয়গুলো একসাথে সংক্ষিপ্ত ও সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত করা হয়েছে। এগুলো আমরা বিশ্বাস করি ও পালন করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই কারণ এগুলো বিশ্বাস ও পালন করা বাধ্যতামূলক। এই বিশ্বাস মন্ত্রটি খ্রীষ্টমন্ডলীর বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি ও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা। বিশ্বাসমন্ত্রটির মাধ্যমে খ্রীষ্টবিশ্বাসীর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসমন্ত্রকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়, যেমন: ধর্মবিশ্বাসসূত্র, প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র এবং খ্রীষ্ট বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি। খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসমন্ত্রটি হলো এই: স্বর্গ–মর্ত্যের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে এবং তাঁর অদ্বিতীয় পুত্র আমাদের প্রভু সেই যীশু খ্রীষ্টে আমি বিশ্বাস করি, যিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থ হইয়া কুমারী মারীয়া হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন, পোন্তিয় পিলাতের শাসনকালে যাতনাভোগ করিলেন, ক্রুশবিদ্ধ, গতপ্রাণ ও সমাধিস্থ হইলেন, পাতালে অবরোহণ করিলেন, তৃতীয় দিবসে মৃতদের মধ্য হইতে পুনরুত্থান করিলেন। স্বর্গারোহণ করিলেন, সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন। সেই স্থান হইতে জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে আগমন করিবেন। আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি পুণ্যময়ী কাথলিক মন্ডলী, সিদ্ধগণের সমবায়, পাপের ক্ষমা, শরীরের পুনরুত্থান এবং অনন্ত জীবন বিশ্বাস করি। আমেন।

বিশ্বাসমন্ত্রের ব্যাখ্যা

আমাদের বিশ্বাসমন্ত্রটি ইতোমধ্যে আমরা মুখস্থ করেছি। কিন্তু এর সব অর্থ আমরা এখনো জানি না। এই কারণে আমরা এই অধ্যায়ে বিশ্বাসমন্ত্রের বিভিন্ন অংশের অর্থ সম্পর্কে জানব।

জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে বিশ্বাস স্বীকার

১। "স্বর্গমর্ত্যের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি"

সৃষ্টির সূচনালগ্নে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন। তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু, মানুষ, জগৎ ও যত জীবজন্তু আছে সবই সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর "শক্তিমান পরাক্রমী," তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই। তাঁর শক্তি সর্বব্যাপী ও রহস্যময়। ভালোবাসার কারণে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

২। "যীশু খ্রীষ্ট পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থ হইয়া কুমারী মারীয়ার হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন"

ঈশ্বর পুত্র মানুষ হলেন মানবজাতির জন্য, আমাদের পরিত্রাণের জন্য। 'আমরা পাপী' আমরা যেন ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে পারি। আমাদের পাপের পরিত্রাণ সাধনের জন্য ঈশ্বর পুত্র সত্যিকারে 'রক্ত মাংসের' মানুষ হলেন। এই কথা বিশ্বাস করা খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা অন্য কোথাও নেই।

৩। "পোন্তিয় পিলাতের শাসনকালে যাতনাভোগ করিলেন, ক্রুশবিদ্ধ হইলেন, মৃত্যুবরণ করিলেন ও সমাধিস্থ হইলেন।"

যীশু আমাদের সমস্ত পাপের বোঝা বহন করতে ক্রুশীয় মৃত্যুই মেনে নিলেন। যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশে মৃত্যু বরণ করেছেন। তাঁর দেহ কবরে সমাহিত হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বরের শক্তিতে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়নি।

৪। "পাতালে অবরোহণ করিলেন, তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করিলেন"

যীশু এ পৃথিবীতে আসার আগে যেসব ধার্মিকেরা মারা গিয়েছিলেন তাঁরা পাতালে মুক্তিদাতার অপেক্ষায় ছিলেন। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট প্রথমে শয়তানের সকল শক্তিকে জয় করেছেন। এরপর পাতালে নেমে গিয়ে সেখানে অপেক্ষমাণ ধার্মিকদের তিনি উদ্ধার করেছেন। তাঁদের জন্যও তিনি স্বর্গের দ্বার খুলে দিলেন।

যীশু মৃত্যুর তিন দিন পর পুনরুত্থান করলেন অর্থাৎ মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠলেন। পুনরুত্থিত যীশুকে প্রথমে দেখেছেন ও সাক্ষ্য দিয়েছেন কয়েকজন নারী। তারপর যীশু দেখা দিয়েছেন পিতরকে এবং পরে অন্য শিষ্যদের। যীশুর পুনরুত্থানে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি ঈশ্বর এবং তাঁর কাজকর্ম ও শিক্ষা সবই সত্য।

৫। "স্বর্গারোহণ করিলেন, সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন"

পিতার ডান পাশে যীশুর স্থান হওয়ার অর্থ হলো, তিনি পিতার সব ইচ্ছা পূরণ করেছেন। মানব জাতির পরিত্রাণ এনেছেন। মৃত্যুকে জয় করেছেন। পিতা তাঁকে মহিমান্বিত করেছেন। তিনি এখন স্বর্গ ও পৃথিবীর 'প্রভু'। তিনি সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু।

৬। "সেখান থেকে তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচার করতে আগমন করিবেন"

যীশু খ্রীষ্ট পিতার কাছ থেকে একটা অধিকার পেয়েছেন। সেই অধিকার নিয়ে তিনি মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য কাজ করেছেন। মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজা হয়েছেন। এই অধিকার নিয়ে তিনি জগতের শেষ দিন সকল মানুষের বিচার করতে আসবেন।

৭। "আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি"

এই কথা বলে খ্রীষ্টমণ্ডলী স্বীকার করে যে, পবিত্র আত্মা হলেন ঐশ ত্রিব্যক্তির তৃতীয় ব্যক্তি। তিনি পিতা ও পুত্র থেকে আগমন করেছেন। তিনি পিতা ও পুত্রের সমতূল্য। তিনি আরাধনা ও স্তুতির যোগ্য। ঈশ্বর তাঁর পুত্রের সেই পরম আত্মাকে আমাদের হৃদয়ে পাঠিয়েছেন।

৮। "পুণ্যময়ী কাথলিক মণ্ডলী"

খ্রীষ্টমণ্ডলী হলো সেই জনগণের সমাজ, যাদের ঈশ্বর জগতের সকল প্রান্ত থেকে আহ্বান করে একত্রিত করেন। তারা যেন খ্রীষ্টের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে ও দীক্ষাস্নান গ্রহণ করে। এভাবে তারা যেন ঈশ্বরের সন্তান এবং যীশু খ্রীষ্টের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়। তারা যেন পবিত্র আত্মার মন্দির হতে পারে।

৯। "সিদ্ধগণের সমবায়"

সিদ্ধগণের সমবায় হলো খ্রীষ্টমণ্ডলীর সকল সদস্য মণ্ডলীর পুণ্য সবকিছুর সহভাগী হন। তাঁরা ধর্মবিশ্বাস, খ্রীষ্টযাগ ও খ্রীষ্টপ্রসাদ এবং আধ্যাত্মিক দানগুলোর সহভাগী হন। সেই ভালোবাসা যেখানে থাকবে না কোনো স্বার্থপরতা, লোভলালসা বা কামনাবাসনা।

১০। "পাপের ক্ষমায় বিশ্বাস করি"

খ্রীষ্ট নিজেই খ্রিষ্টমণ্ডলীর হাতে পাপ ক্ষমা করার দায়িত্ব ও ক্ষমতা দান করেছেন। তিনি তাঁর প্রেরিতদূতদের বলেছেন: "তোমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করো। তোমরা যদি কারো পাপ ক্ষমা করো, তবে তা ক্ষমা করাই হবে; যদি কারও পাপ ক্ষমা না করো, তা ক্ষমা না করাই থাকবে।"

১১। "শরীরের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করি"

খ্রীষ্ট সেই শেষ দিনে আমাদের পুনর্জীবিত করবেন। তখন যারা পবিত্র জীবন যাপন করেছে ও ভালো কাজ করেছে তারা নব জীবন লাভ করবে। আর যারা মন্দ কাজ করেছে, তারা পাপের শাস্তি পাবে।

১২। "অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করি"

অনন্ত জীবন হলো সেই জীবন যা মৃত্যুর পর শুরু হবে। সেই জীবন অসীম। তার আগে

প্রত্যেকটি মানুষকে জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা যীশু খ্রীষ্টের সামনে ব্যক্তিগত বিচারের জন্য দাঁড়াতে হবে। সেখানেই নির্ধারিত হবে তার অন্তিম স্থান।

১৩। "আমেন"

আমেন কথাটির অর্থ হলো, তাই হোক বা সত্যি সত্যি হ্যাঁ। প্রার্থনার শেষে আমেন বলার মাধ্যমে আমরা স্বীকার করি, যা আমরা প্রার্থনায় বলেছি তা অন্তরের গভীরতম স্থান থেকে সত্যি জেনেই বলেছি।

বিশ্বাসের পথে অটল থাকার জন্য প্রতিদিন এই প্রার্থনাটি বলবে

হে আমাদের স্বর্গীয় পিতা, তুমি তোমার পবিত্র আত্মার আলো আমাদের দান করো। আমরা যেন সর্বদা তোমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারি। আমাদের বিশ্বাসের দুর্বলতা তুমি ক্ষমা করো ও বিশ্বাস দৃঢ় করে তোল। আমরা যেন কখনো বিশ্বাসে দুর্বল না হই। আমরা যেন কোনোদিন প্রার্থনা করতে ভুলে না যাই। আমাদের এমন উৎসাহ দান করো, যেন আমরা তোমাকে ও প্রতিবেশীদের সবসময় ভালোবাসতে পারি। ভালো কাজের দ্বারা যেন আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি। আমেন।

কী শিখলাম

খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসমন্ত্র হলো পবিত্র বাইবেল থেকে নেওয়া আমাদের ধর্মবিশ্বাসের মূলবিষয়সমূহ। এগুলো আমরা বিশ্বাস করি ও পালন করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। এই বিশ্বাসমন্ত্রটি খ্রীষ্টমণ্ডলীর একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা। বিশ্বাসমন্ত্রটির মাধ্যমে খ্রীষ্টবিশ্বাসীর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

গান করি

বিশ্বাসে ভরো মন তবে পাবে দরশন জীবিত যীশুর পরিচয়,
উঠেছেন যীশু বেঁচে আয় তোরা নেচে নেচে (২) আনন্দে বল সবে জয় জয়।
মাগদালিনী মেরী পেয়েছে দেখা তাঁর, প্রিয়জনে তাঁরে দেখেছে কতবার (২)
তুমিও দেখা পাবে ধন্য জীবন হবে (২) যীশু প্রেমে হবে মধুময়।

পরিকল্পিত কাজ

কী কী উপায়ে বিশ্বাসের পথে অটল থাকা যায় তার একটি তালিকা তৈরি করো।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করো

(ক) বিশ্বাসমন্ত্র খ্রিষ্টমণ্ডলীর একটা গুরুত্বপূর্ণ---------।

(খ) ঈশ্বরের শক্তি সর্বব্যাপী ও ---------।

(গ) আমাদের পাপের পরিত্রাণ সাধনের জন্য ------ সত্যিকারের মানুষ হলেন।

(ঘ) ধার্মিকেরা পাতালে----------- অপেক্ষায় ছিলেন।

(ঙ) সৃষ্টির সূচনা লগ্নে ঈশ্বর আকাশ ও ----------- সৃষ্টি করেন।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মেলাও

ক) পবিত্র আত্মা হলেন ঐশ	ক) মৃত্যুর পর যা শুরু হবে।
খ) অনন্ত জীবন হলো সেই জীবন	খ) বিশ্বাসে দুর্বল না হই।
গ) আমেন কথাটির অর্থ হলো	গ) ত্রিব্যক্তির তৃতীয় ব্যক্তি।
ঘ) আমরা যেন কখনো	ঘ) সবকিছুর সহভাগী হন।
ঙ) সিদ্ধগণের সমবায় হলো–	ঙ) তাই হোক।
	চ) খ্রীষ্টভক্তগণের পুণ্য সংযোগ।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১ ঈশ্বর কিসের প্রেরণায় মানুষ সৃষ্টি করেছেন?

(ক) ভালোবাসার (খ) ভালো লাগার

(গ) অনুভূতির (ঘ) প্রশংসার

৩.২ যীশুকে 'প্রভু' বলে ডাকার সত্যিকার অর্থ হলো–

(ক) ঈশ্বর বলে স্বীকার করা (খ) শ্রদ্ধা করা

(গ) সম্মান করা (ঘ) মেনে চলা

৩.৩ কাদের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরপুত্র মানুষ হলেন?

(ক) শয়তানের (খ) স্বর্গদূতদের

(গ) মানবজাতির (ঘ) সকল সৃষ্টির

৩.৪ যীশু আমাদের পাপের বোঝা বহন করতে কী করেছেন?

(ক) জন্ম নিয়েছেন (খ) যাতনা ভোগ করেছেন

(গ) ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করেছেন (ঘ) পুনরুত্থিত হয়েছেন

৩.৫ যীশু মৃত্যুর কতোদিন পর পুনরুত্থান করেছেন ?

(ক) ১দিন (খ) ৩ দিন
(গ) ৫ দিন (ঘ) ৭ দিন

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) কে পাতালে অবরোহণ করলেন?

(খ) প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কিসের শক্তিকে প্রথম জয় করেছেন?

(গ) কারা নব জীবন লাভ করবে?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) "আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি" এর অর্থ ব্যাখ্যা.করো।

(খ) বিশ্বাসের পথে অটল থাকার জন্য একটি প্রার্থনা লেখো।

ষোড়শ অধ্যায়

বন্যা ও খরা

সৃষ্টির শুরুতে ঈশ্বর মানুষকে দায়িত্ব দিয়েছেন সবকিছুর উপর প্রভুত্ব করতে অর্থাৎ সবকিছুর যত্ন ও দেখাশুনা করতে। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি, মানুষ তার কর্তব্য ঠিকভাবে করছে না। সৃষ্টিকে দেখাশুনা না করে সে বরং এগুলো ধ্বংস করছে। এ কারণে পৃথিবীর নানা দেশের মতো আমাদের দেশেও প্রতিবছর বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে। এ দেশে প্রতিবছর বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, মহামারিসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। এগুলোর মধ্যে বন্যা ও খরা অন্যতম।

বন্যার কারণ

ক) হঠাৎ পানির চাপ বৃদ্ধি পেয়ে নদীর দুই কূল প্লাবিত হয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকেই বন্যা বলা হয়। অতিবৃষ্টিতে শহরের পানিও অনেক সময় নর্দমা দিয়ে সরে যেতে বিলম্ব হলে রাস্তাঘাট ডুবে যায়। সেটাও এক ধরনের বন্যা। শহরের বন্যা অনেক সময় ক্ষণস্থায়ী থাকে। তবে কোনো কোনো সময় শহরের বন্যা দীর্ঘস্থায়ীও হয়ে থাকে। যেমন, ১৯৮৮ এবং ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দের বন্যা ঢাকা শহরের বেশ কয়েকটি অঞ্চল প্রায় মাসখানেক প্লাবিত করে রেখেছিল।

খ) আমাদের দেশের সমতলভূমির পাশেই ভারতের পাহাড়ি এলাকা। সেখানে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে বৃষ্টির সব পানি বাংলাদেশের সমতল ভূমিতে চলে আসে। এর ফলে বাংলাদেশ বন্যাকবলিত হয়। আমাদের দেশেও অতিমাত্রায় বৃষ্টি হলেও বন্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

গ) দিন দিন আমাদের দেশের লোকসংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এই অতিরিক্ত লোকের বাসস্থানের জন্য পর্যাপ্ত সমতল ভূমি না থাকায় নিম্নাঞ্চল ভরাট করা হচ্ছে। যার ফলে বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

ঘ) নদীমাতৃক এ দেশে অসংখ্য নদী রয়েছে। ময়লা আবর্জনা ফেলতে ফেলতে এবং বালুর আস্তরণ জমতে জমতে অনেক নদী ভরাট হয়ে গেছে। নদী পুনর্খননের ব্যবস্থা না থাকায় এ দেশে প্রায় প্রতিবছরই বন্যা হয়।

ঙ) এ ছাড়া প্রতিবছর মৌসুমি বায়ুর প্রভাব, হিমালয়ের বরফ গলা পানি, অবৈধভাবে বনাঞ্চল উজাড় করা বা গাছ কাটা, নদীর স্বাভাবিক গতিপথ বন্ধ করে বাঁধ দেওয়া, নদীর

গতিপথ পরিবর্তন করা, ছোটো ছোটো নদীনালা, খালবিল ভরাট করে বড়ো বড়ো শিল্প কলকারখানা তৈরি করার কারণে আমাদের দেশে প্রতিবছর বন্যা দেখা দিচ্ছে।

চ) কলকারখানা, গাড়িঘোড়া, নানা স্থানের আগুন ইত্যাদি থেকে সৃষ্ট গ্যাসের প্রভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় গ্রিনল্যান্ড ও আইসল্যান্ডসহ পৃথিবীর অনেক স্থানের হাজার হাজার বছরের জমা বরফ গলে পানি হয়ে সমুদ্রে পতিত হচ্ছে। এভাবে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের অনেক স্থান পানির নিচে ডুবে যাচ্ছে।

বন্যাকবলিত জনজীবন

বন্যার ফল

বন্যার ফলে নিম্নলিখিত ফলগুলো দেখা দেয়: লোকেরা কাজকর্ম করতে পারে না। অনেকের ঘরে খাবার থাকে না। অনেক ঘরবাড়ি পানির নিচে ডুবে থাকে। অতিরিক্ত ও দীর্ঘমেয়াদি বন্যায় কৃষকের ফসলাদি নষ্ট করে দেয়। গবাদি পশুপাখি মারা যায়। ব্যাপকভাবে খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। বিশুদ্ধ পানির অভাব দেখা দেয়। অনেক পানিবাহিত রোগ (কলেরা, ডায়রিয়া, আমাশয়) প্রকট আকার ধারণ করে। বেকারত্বের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলে। প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান দ্রব্যাদি নষ্ট করে দেয়। ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়ে যায়। মৌলিক মানবিক চাহিদার (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা) ব্যাপক ঘাটতি দেখা দেয়। বাসস্থান ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। মানুষের মনে ব্যাপক নিরাশা ও হতাশার সৃষ্টি করে। এমনকি অনেক মানুষের প্রাণহানিও ঘটে।

খরার কারণ

দীর্ঘকালীন শুষ্ক আবহাওয়া ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের কারণে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে খরা বলে। নানা কারণে আমাদের দেশে খরার সৃষ্টি হয়ে থাকে। বৃষ্টিপাতের চেয়ে শুষ্ক আবহাওয়ার পরিমাণ বেশি হলে খরার সৃষ্টি হয়। নদীনালা, খালবিল ইত্যাদি শুকিয়ে গেলে

পানির অভাবে খরা পরিলক্ষিত হয়। বনাঞ্চল উজাড় করা বা গাছ কাটার ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আমাদের দেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কমে যায় এবং দেশে খরা দেখা দেয়। ছোটো ছোটো নদীনালা, খালবিল ভরাট করে বড়ো বড়ো শিল্প কলকারখানা তৈরি করার কারণে এবং নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ার কারণে আমাদের দেশের নদীগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলে দেশে খরার সৃষ্টি হচ্ছে।

খরার ফল

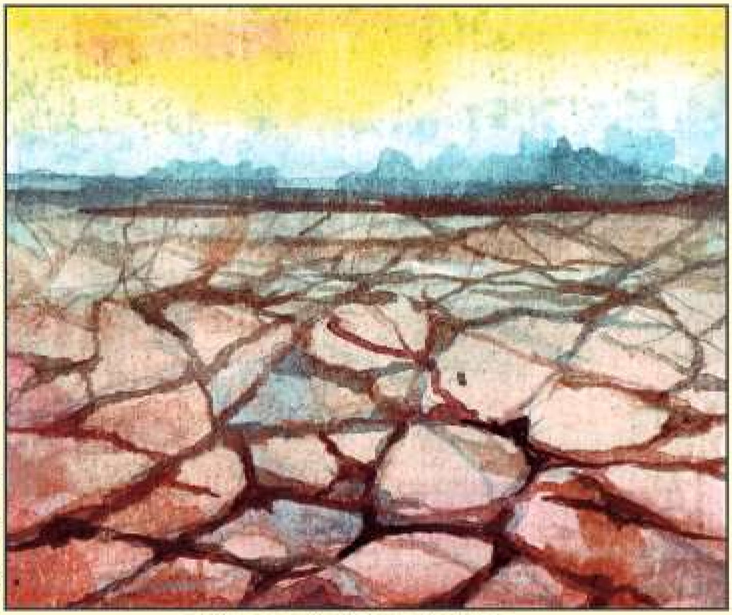
খরার কারণে জমি ফেটে চৌচির

খরার ফলও আমাদের দেশে খুবই ভয়াবহ আকার ধারণ করে। খরার কারণে দেশে প্রচণ্ড শুষ্ক আবহাওয়া, প্রখর সূর্যের তাপ ও গরম অনুভূত হয়। প্রচণ্ড গরমে মানুষের জীবন অতিষ্ট হয়ে ওঠে। খরার কারণে মানুষের মধ্যে অনেক রোগজীবাণু বিস্তার লাভ করে। আমাদের দেশের আবাদি ও অনাবাদি জমি শুকিয়ে যায়। সেই জমিতে কোনো রস থাকে না। ফলে ফসলও ফলে না। কুয়ো, খালবিল, নদনদী শুকিয়ে যায়। পানির স্তর নিচে নেমে যায় এবং পানির অভাব দেখা দেয়। ক্ষেতের ফসল শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ ও গবাদি পশুপাখির খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেয়। ধূলিঝড়ের সৃষ্টি হয়। শারীরিক শ্রমে অনেক বেশি ক্লান্তি নেমে আসে।

বন্যা ও খরায় আমাদের করণীয়

১। ঈশ্বর আমাদের যে দায়িত্ব দিয়েছেন সবকিছু দেখাশুনা ও যত্ন করার সে বিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্য আলোচনা সভার আয়োজন করা।

২। সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে কীভাবে প্রকৃতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যায় তার উপায় বের করা ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩। বন্যা বা খরা হয় না, এমন সব এলাকার লোকজন বন্যা ও খরাকবলিত মানুষের জন্য ত্রাণ বিতরণ কাজে অংশগ্রহণ করা। অন্যদের কাছ থেকে টাকাপয়সা, খাদ্য, জামাকাপড়, চিকিৎসা ও ঘরবাড়ি মেরামতের জন্য বাঁশ ইত্যাদি সংগ্রহ করেও ত্রাণ বিতরণ কাজে অংশ-গ্রহণ করা।

৪। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা।

৫। খরা বা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের নৈতিক সমর্থন দান করা।

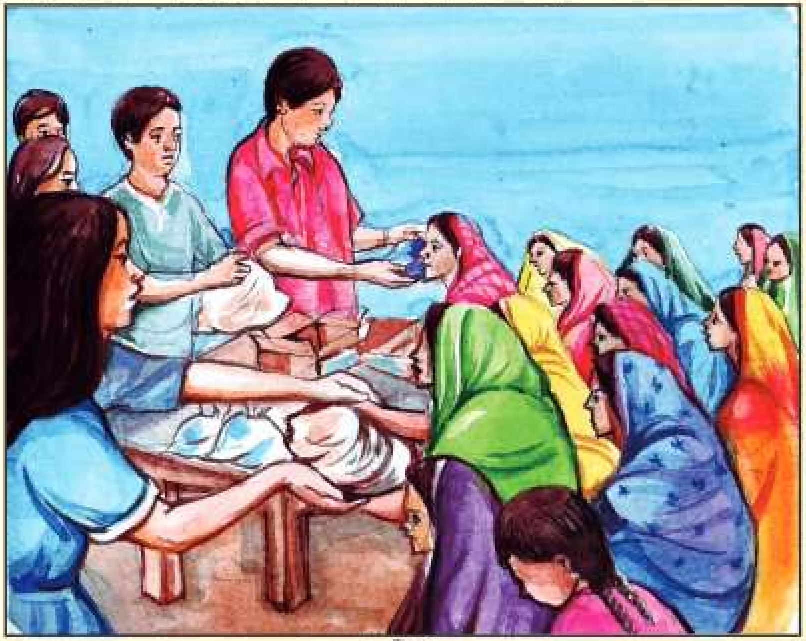

ত্রাণসামগ্রী বিতরণ

কী শিখলাম

প্রকৃতিকে আমরাই যত্ন নিয়ে বাঁচাতে পারি। বন্যা ও খরার সময় আমরা মানুষকে সাহায্য করব।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ করো

(ক) নদী মাতৃক এদেশে অসংখ্য ---------- রয়েছে।

(খ) শহরের বন্যা অনেক সময় ------ থাকে।

(গ) আমাদের দেশের ----- পাশেই ভারতের পাহাড়ি এলাকা।

(ঘ) খরার কারণে মানুষের মধ্যে অনেক -------- বিস্তার লাভ করে।

(ঙ) আমাদের দেশের আবাদি ও ---------জমি শুকিয়ে।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ

ক) অতিরিক্ত ও দীর্ঘমেয়াদি বন্যায়	ক) অনুপযোগী হয়ে পড়ে।
খ) বন্যায় বাসস্থান ব্যবহারের	খ) বন্যার খবর রাখতে হবে।
গ) বন্যা ও খরার সময় আমরা মানুষকে	গ) কৃষকের ফসলাদি নষ্ট করে।
ঘ) দৈনিক সংবাদ পড়ে	ঘ) সাহায্য করব।
ঙ) বন্যার প্রস্তুতির জন্য	ঙ) ঘরবাড়ি বানাতে হবে।
	চ) জনগণকে সচেতন করতে হবে।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দাও

৩.১। বাংলাদেশের বন্যার কারণ কী?

(ক) অনাবৃষ্টি (খ) অতিবৃষ্টি (গ) অপর্যাপ্ত বৃষ্টি (ঘ) পর্যাপ্ত বৃষ্টি

৩.২ শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে কিসের সৃষ্টি হয়?

(ক) বন্যা (খ) খরা (গ) অতিবৃষ্টি (ঘ) অনাবৃষ্টি

৩.৩ কী কারণে আমাদের দেশে খরা সৃষ্টি হয়?

(ক) বন্যার কারণে (খ) সূর্যের তাপ (গ) পানির অভাবে (ঘ) গাছ কাটার কারণে

৩.৪ খরার কারণে আমাদের জমিতে–

(ক) রস থাকে না (খ) গাছ থাকে না (গ) পানি থাকে না (ঘ) সার থাকে না

৩.৫ খরার কারণে আবহাওয়া কীরূপ অনুভূতি হয়?

(ক) শীতল (খ) শুষ্ক (গ) আর্দ্র (ঘ) নাতিশীতোষ্ণ

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) বন্যা বা খরার খবর কীভাবে মানুষকে জানাতে হয়?

(খ) বন্যার প্রস্তুতির জন্য মানুষকে কীভাবে সচেতন করতে হয়?

(গ) কীভাবে বন্যার সময় ত্রাণকাজে সাহায্য করা যায়?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

(ক) কীভাবে বন্যার সৃষ্টি হয়?

(খ) বন্যার ফলাফল লেখো।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য, চতুর্থ শ্রেণি–খ্রীষ্টধর্ম

সুন্দর আচরণই পুণ্য।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য